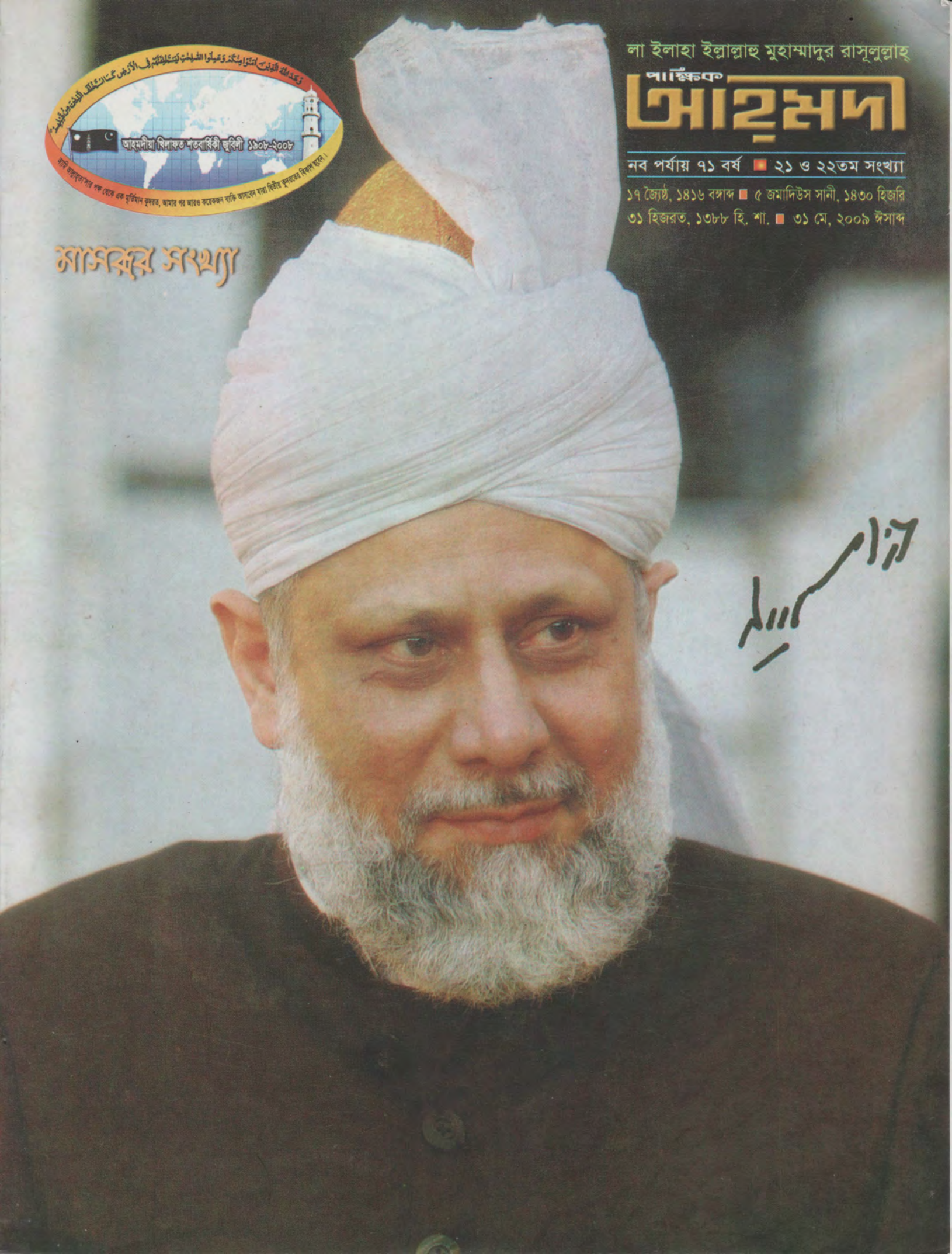

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭১ বর্ষ ■ ২১ ও ২২তম সংখ্যা

১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ ■ ৫ জমাদিউস সানী, ১৪৩০ হিজরি

৩১ হিজরত, ১৩৮৮ হি. শা. ■ ৩১ মে, ২০০৯ ঈসাব্দ

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮

আমি আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে এক মূর্তিমান কুদরত, আমার পর আরও কয়েকজন ব্যক্তি আসবেন যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।

মাসরূর সংখ্যা

انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور
انی معک یا مسرور

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া খিলাফতের আশিসধারায় সিক্ত হোক এ ধরিত্রী

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দ্বিতীয় কুদরতের পঞ্চম প্রকাশ সৈয়দনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বরকতপূর্ণ নেতৃত্বে খিলাফতে আহমদীয়ার প্রথম শতবার্ষিকী জুবিলীর অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহন এবং এর কল্যাণ এবং বরকত লাভ করার সৌভাগ্য দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্!

হে মহা মহিমান্বিত প্রভু প্রতিপালক! নব অধ্যায়ে পদার্পণে তোমার হাজারো শুকরিয়া আদায় করছি। আহমদীয়া খিলাফতের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম বছরেও (২০০৮) বিগত শতাব্দীর সব বছরের ন্যায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর তুমি অগণিত কল্যাণরাজি আর অনুগ্রহের বারিধারা অবিরত বর্ষণ করেছো। তোমার সেই সাহায্য ও সমর্থনের নিদর্শনসমূহ গণনা করা আমাদের সাধ্যেরও অতীত।

আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ জুবিলীর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সাথে বহু কল্যাণমন্ডিত কর্মসূচী সারা পৃথিবীতে বছর জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ***'খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়ত'***-এর আবশ্যকতা ও তাৎপর্য আর উন্নততর মর্যাদা এবং এর আশিসসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা লিখা হয়েছে, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, জলসা, ইজতেমা ও সভা-সমাবেশে গুরুত্ববহ তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্যসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কতিপয় রাষ্ট্র সফর করেছেন আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে তাঁর পবিত্র উপস্থিতির দ্বারা খিলাফতের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করে স্বয়ং উপস্থিত সদস্যদের আশিসমন্ডিত করেছেন। এর ফলে খিলাফতের উচ্চতম মর্যাদার বিষয়ে কেবল জামাতের সদস্যগণ ওয়াকিবহাল হননি বা তাদের জ্ঞানে ও ধর্ম দর্শনে শুধু বৃদ্ধি সাধনই হয়নি বরং খিলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া আহমদীয়ার সাথে তাদের আন্তরিক নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং আনুগত্যের মান আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। তা দেখে এখন

[২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মে, ২০০৯
সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ১-২
- কুরআন শরীফ ৩-৪
- হাদীস শরীফ ৫-৬
- অমৃতবাণী ৭
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর পবিত্র খলীফাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৮-১৯
- হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর প্রথম জুমু'আর খুতবা ২০-২৩
- ঐশী পরিকল্পনায় খলীফা নির্বাচিত হলেন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ২৪-২৬
- এক নজরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ২৭-২৯
- খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর মহান চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্যের কয়েকটি দিক ৩০-৩২
- দেশে দেশে আহমদীয়া মসজিদ ৩৩-৩৬
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আসীরানে রাহে মাওলা থাকাকালীন সময়ে স্নেহ, ভালবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার ৩৭-৪০
- আহমদী ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর অমূল্য উপদেশ বাণী ৪১-৪২
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সফর সমূহের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক ৪৩-৪৭
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর শতাধিক মহান কল্যাণময় তাহরীক ৪৮-৫১
- আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ৫২-৫৩
- যুগ খলীফার স্নেহধন্য বাংলাদেশ ৫৪-৫৬
- বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসা-২০০৯ এর সমাপ্তি অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ঈমান উদ্দীপক ভাষণ ৫৭-৬১
- দিদারে খলীফাতুল মসীহ্ ও মাহদী ৬২-৬৩
- খিলাফত খোদার এক অপার নিয়ামত আমাদের উচিত এর মূল্যায়ন করা ৬৪-৬৬
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সাক্ষাৎ লাভকারী সৌভাগ্যবান কতিপয় ব্যক্তির আনন্দানুভূতি ৬৭-৭৩
- সাহেবযাদা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৭৪-৭৭
- আহমদীয়া খিলাফত অশান্ত-অস্থির পৃথিবীর মুক্তির দিশারী ৭৮-৮৪
- হযরত খীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে পবিত্র সাহচর্য করছেন ৮৫-৮৮

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

[সম্পদকীয়– ১ম পৃষ্ঠার পর]

অন্যরাও খিলাফতের ব্যবস্থাপনার কল্যাণ ও আশিস প্রত্যক্ষকারী সাক্ষ্যদাতায় পরিণত হয়েছে। তারা তাদের নিজেদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে আহমদীয়া জামাতের একতা, শান্তিপ্রিয়তা আর বিশ্বজনীন মানব কল্যাণমূলক কাজে জামাতের অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকৃতি দান করছে। খোদা তাআলা জামা'তের মান মর্যাদা আর গ্রহনীয়তাকে বিশ্বের চর্তুদিকে ব্যাপক প্রসারতা দান করছেন। বিভিন্ন ভাষায় বিপুল সংখ্যায় ধর্মীয় কিতাবাদি এবং পত্র পত্রিকা প্রকাশনা, অডিও-ভিডিও-র মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সিডি প্রকাশ ও বিতরণ ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। মানবতার সেবায় বিভিন্ন কর্মসূচী যা পূর্ব থেকেই চালু আছে সেগুলোতে বিশেষ গতি সঞ্চার হয়েছে আর বিভিন্ন দেশে সেবামূলক নিত্যনতুন কর্মকান্ড চালু করা হচ্ছে। মসজিদ নির্মাণ, নতুন মিশন হাউজ ও কেন্দ্র স্থাপন করে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। স্কুল, হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি সেবামূলক কাজ দ্বারা ইসলাম প্রচারে আর দাওয়াতে ইলাল্লাহ-র ক্ষেত্রে নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, ব্যক্তিগতভাবেও আর সমষ্টিগতভাবেও জামা'তের সদস্যগণ জান-মালের কুরবানী দ্বারা খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর এই বছরে বর্ধিত কল্যাণ লাভ করে চলছে। জামাতের নারী-পুরুষ, শিশু সবাই ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ কুরবানী প্রদানে নব পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। যদিও বিশ্ব বর্তমানে অর্থনৈতিক মন্দার শিকারে পরিণত হয়েছে তবুও খিলাফতে হাক্কার সাথে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ এই জামাতের একনিষ্ঠ সেবকেরা আর্থিক কুরবানীতে কেবলই সামনে অগ্রসর হচ্ছে। এই বছরে এমন সৌভাগ্যবান অনেকেই রয়েছেন যারা রাহে মাওলার পথে চলে নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে আহমদীয়াতের সত্যতার সাক্ষ্যদানকারী হয়েছেন, আর এমনও অনেক নির্দোষ নিরপরাধ রয়েছেন যারা কেবলমাত্র খোদারই খাতিরে কয়েদখানার বন্দীত্বকে অত্যন্ত ধৈর্য ও সবুরের সাথে উৎফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করে কারাবরণ করে যাচ্ছেন। বিরুদ্ধবাদীদের দুরভিসন্ধি কার্যকর করার মধ্য দিয়েও তারা জামাতের এই সেবকদের মাঝে কোনরকম অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারছে না। যারা খিলাফতের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক রাখে এবং সত্যিকার ইতায়াত, ইখলাস এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ পৃথিবীর মাঝে খিলাফতের বরকতে পরিতৃপ্ত এক হৃদয় দান করেছেন এবং তাদের বক্ষকে ঐশী প্রশান্তি দ্বারা ভরে দিয়েছেন। তারা জানে, নেযামে খিলাফতের প্রতিষ্ঠা ইবাদতের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং তারা বিনয়াবনত পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহর কাছে সাহায্য এবং সহযোগিতা কামনা করে নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সদা সংগ্রামরত থাকো। যাতে খোদা তাআলা তাদের এ প্রচেষ্টার ফলকে প্রতিদানে বাড়িয়ে স্বীয় ফযল দ্বারা অসাধারণ সফলতায় রূপায়িত করে দেন। বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংবাদপত্রে আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ জুবিলী প্রোগ্রাম অনুযায়ী অনুষ্ঠিত বহুবিধ প্রোগ্রামের রিপোর্ট ছাপানো হয়েছে। আর ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যম, এমটিএ এবং জামাতের ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে তা প্রতিনিয়ত প্রচারিত হয়ে চলছে। খিলাফত শতবর্ষ জুবিলীর বছরে জামা'তের অসাধারণ উৎকর্ষপূর্ণ উন্নতি, ঐশী সাহায্য এবং গ্রহনযোগ্যতা দেখে মুনাফিক এবং মুখালেফদের হিংসার আগুন আরো প্রজ্জলিত হয়েছে এবং কোন কোন দেশে ইসলামের শত্রু এবং আহমদীয়াতের শত্রু যারা, তারা জামাতের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়ানক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কিন্তু সেই খোদা, যিনি এই খিলাফতের সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি প্রত্যেক স্থানে নিজ সমর্থন ও প্রতাপের অসাধারণ নিদর্শন প্রদর্শন করে শত্রুদেরকে এবং তাদের হীন ষড়যন্ত্রকে নিষ্ফল ও নস্যাৎ করে দিচ্ছেন এবং জামাতের উন্নতি ও বিজয়ের নিত্য নতুন পথ নিজ ফযল দ্বারা উন্মোচিত করে চলছেন। ইনশাআল্লাহ ইউ.কে.-এর সালানা জলসাতেও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এবং বরকতমন্ডিত এ বছরে আমরা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত ফযলসমূহের বিস্তারিত উল্লেখ হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনব যা আমাদের সব মু'মেনদের খিলাফতের প্রতি ঈমান ও ইরফানের উন্নতি দৃঢ়তর করার কারণ হবে, ইনশাআল্লাহ। আমরা কতইনা সৌভাগ্যবান কেননা খোদা তাআলা আমাদের পক্ষে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। এজন্য আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যতই আদায় করি তা কম-ই হবে। তাই সেই সৌভাগ্য লাভের শুকরিয়া আদায়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী **"মাসরূর সংখ্যা"** প্রকাশ করতে পেরে গভীরভাবে আনন্দিত।

আসুন, আমরা এসব সৌভাগ্যের দরুন আল্লাহর সমীপে আরো বেশি সেজদাবনত হই এবং শুকরিয়া আদায় করি এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি **'লা ইন শাকারতুম লাআজিদান্নাকুম'** অর্থাৎ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহলে অবশ্যই আমরা তা তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিব' অনুযায়ী তাঁর সমীপে এই যাচনা করি যে, তিনি নিজ জামাতের প্রতি আরো বেশি করুণা বর্ষণ করুন। হুযূর (আই.)-এর মহান কার্যক্রম সমূহকে অসাধারণ সফলতায় অভিষিক্ত করুন। হুযূর আনোয়ার (আই.) কে সুস্বাস্থ্য দান করুন। তাঁর আশিসময় ছায়া জগৎময় ছড়িয়ে দিন ও স্থায়ীত্ব দান করুন। আল্লাহ করুন কেবল আমরাই নয়, বরং আমাদের বংশধরেরাও খোদামুখীতার প্রতি প্রকৃত ভক্তি পোষণ করে কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের সাথে সত্যিকার এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই সমস্ত মহান উদ্দেশ্যকে যেন পূর্ণকারী হয়। হে খোদা তুমি এমনই করো, আমীন!

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্

কুরআন শরীফ

খিলাফত

কুরআন করীমের ভাষ্য

হযরত আদম (আ.)-এর খিলাফত

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

অর্থাৎ এবং (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রভু ফিরিশতাগণকে বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করতে যাচ্ছি'; তারা বললো, 'তুমি কি তাতে এমন কাউকে নিযুক্ত করবে যে তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জান না'। *(বাকারা : ৩১)*

হযরত দাউদ (আ.) এর খিলাফত

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

অর্থাৎ (তারপর আমরা তাকে বললাম) হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মাঝে ন্যায় বিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, নতুবা তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে ফেলবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে, কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে বসে আছে। *(সাদ : ২৭)*

মু'মিনদের সাথে খিলাফতের ওয়াদা

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿٥٦﴾

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর এটাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। এবং এরপর যারা অস্বীকার করবে, তারাই হবে দুষ্কৃতকারী। *(নূর : ৫৬)*

পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করা হয়

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٦﴾

অর্থাৎ এবং তিনিই তো তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের একাংশকে আরেক অংশের তুলনায় মর্যাদায় উন্নীত করেছেন যেন তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু শাস্তিদানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। *(আনআম : ১৬৬)*

কদর করা না হলে খিলাফত অন্য জাতিতে স্থানান্তরিত হয়

فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٨﴾

অর্থাৎ সুতরাং যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে (জেনে রেখো) যা সহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের নিকট নিশ্চয় পৌঁছিয়ে দিয়েছি; এবং এখন যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমার প্রভু তোমাদের বাদ দিয়ে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। এবং তোমরা তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী। *(হূদ : ৫৮)*

হাদীস শরীফ

খিলাফত সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর শুভসংবাদ

গভীর ও সুনিবিড় বন্ধনে খিলাফতের সাথে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ

প্রত্যেক নবুওয়তের পর খিলাফত

হযরত উকবা বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) নিজের চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর হাত ধরে বললেন–"যখনই কোন নবুওয়ত এসেছে এরপর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

(মাজমাউল জওয়াইদ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা ১১৮)

হযরত আব্দুর রহমান বিন সাহল (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন–"প্রত্যেক নবুওয়তের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফিতন মিন কিসামিল আফআল ফাযলু ফি মুতাফাররিকাতুল ফিতন, খন্ড-১১, পৃ: ১১৫)

রসূল (সা.) এর পরে খলীফা হবেন

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"বনী ইসরাঈল জাতির তত্ত্বাবধান করতেন নবী। কোন নবীর মৃত্যু হলে অন্য এক নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর দেখ! আমার অনতিকাল পরেই কোন নবী নাই। কিন্তু খলীফা অবশ্যই হবেন। আর অনেক হবেন।"

(সহী বুখারী, কিতাব- আহাদীসে আম্বিয়া, বাবু মা যাকারা আন বানী ইসরাঈল)

খিলাফতের ব্যাপ্তিকাল

হযরত সাফিনা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"আমার উম্মতে ৩০ বছর খিলাফত থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র শুরু হবে।"

(জামে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, বাবুল খিলাফাত)

নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা পাবে

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে। এরপর জবরদস্তিমূলক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে (পুনরায়) খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর রসূল (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

খলীফা পদত্যাগ করেন না

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর বিষয়ে বলেন–"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে একটি পোশাক পরাবেন। মুনাফিকরা যদি তোমার এ পোশাক খুলে নেবার চেষ্টা করে তবুও তুমি এটা কখনও খুলবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে এসে মিলিত হও- এ কথা রসূল (সা.) তিন বার বললেন।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

খিলাফত ও পরামর্শ

হযরত উমর (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, "পরামর্শ ও অভিমত নেয়া ব্যতীত কোন খিলাফতের ভিত্তি সঠিক নয়।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল খিলাফত, খন্ড-৫, পৃঃ ৬৪৮)

ইমাম হলেন 'ঢাল'

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"ইমাম হলেন ঢাল, যার নেতৃত্বে ও আনুগত্যে থেকে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা যায়। আর শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাও যায়"।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

খলীফার আনুগত্য

হযরত আকরাম বিন সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"তোমাদের জন্য আমার

হাদীস শরীফ

সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীন যারা খোদার পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত তাদের সুন্নতের অনুসরণ ফরয। এই রাস্তাকে দৃঢ়তার সাথে ধরো এবং দাঁত দিয়ে ভাল করে আঁকড়ে রেখো।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাতে)

খলীফার সাথে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"যদি তোমরা দেখ, আল্লাহ্র খলীফা ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান রয়েছেন, তোমরা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও, (আর এ কারণে) দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হলে আর তোমাদের ধন সম্পদ লুট করে নেয়া হলেও (তাঁর সাথে সম্পৃক্ত থেকো)।

(মুসনাদ আহমদ, হাদীস নম্বর ২২৩৩৩)

মতভেদ সৃষ্টিকারীকে পরিত্যাগ করো

হযরত উরফাযা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"যখন তোমরা এক হাতে একত্রিত হও, আর তোমাদের এক আমীর হয়। তখন যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের একতাকে ভঙ্গ করতে চায়, এমনকি তোমাদের জামা'তে কোন মতভেদ সৃষ্টি করে তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিবে, তার কথা শুনবে না।"

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ইমারাতে, বাব-হুকমুন মিন ফাউক)

খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করা

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"তিন ব্যক্তি এমন যাদের সাথে খোদা তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, আর তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এক এমন ব্যক্তি- যার নিকট পথ চলতে প্রয়োজনীয় পানির চেয়ে বেশীই রয়েছে, কিন্তু সে তা অন্য মুসাফিরদেরকে দিচ্ছে না। দ্বিতীয় এমন ব্যক্তি- যে কোন ইমামের হাতে দুনিয়ার জন্য বয়আত নিয়েছে। যদি ইমাম তার অভিপ্রায় অনুযায়ী কিছু দেয় তাহলে সে বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে অন্যথায় সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি- যে আসরের পর মাল বিক্রির জন্য আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলে, আমি এতো টাকা পেতাম (কিন্তু আমি তখন তা বিক্রি করিনি), আসলে (তার) এ কথা মিথ্যা ছিল। কিন্তু তার কসম শুনে কোন ব্যক্তি সেই মাল ক্রয় করে নেয়।"

(সহী বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব মিন বাইয়ির রিজাল)

সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা

হযরত আবু সাইয়্যিদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেন- "প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য কিয়ামতের দিন একটি নিশান লাগানো হবে। সবচে বড় অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা হবে ইমামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।"

(জামে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন)

খলীফাগণের জন্য দোয়া

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) দোয়া করেছেন–"হে আল্লাহ্! আমার ঐ খলীফাদের প্রতি রহম কর যারা আমার পরে আসবে। আমার হাদীস ও সুন্নত বর্ণনা করবে এবং লোকদেরকে এর শিক্ষা দিবে।"

(জামে' সগীর, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৬০)

সর্বোত্তম ইমাম

হযরত আওফ বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সা.)কে বলতে শুনেছি–"তোমাদের সর্বোত্তম ইমাম তিনি, যাঁকে তোমরা ভালবাস আর তিনিও তোমাদেরকে ভালবাসেন। তোমরা তাঁর জন্য দোয়া কর আর তিনি তোমাদের জন্য দোয়া করেন।"

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ইমারতে, বাব-খাইয়ারুল আইম্মাতে)

[রাবওয়া থেকে প্রকাশিত আল ফযল শতবার্ষিকী সংখ্যা হতে অনূদিত ও উদ্ধৃত]

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আমি খোদা তাআলার এক মূর্তিমান কুদরত
আমার পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কুদরতের প্রকাশস্থল হবেন

খিলাফতের দর্শন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষ্য

খলীফার অর্থ

"খলীফা স্থলাভিষিক্তকে বলে। যিনি ধর্মকে পুন:জীবন দেন। নবীগণের যুগের পর যে অন্ধকার ছেয়ে যায় সেটাকে দূর করার জন্য যিনি এ স্থানে দাঁড়ান তাঁকে খলীফা বলে।"

(মলফুযাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৬৬৬)

খলীফা আল্লাহ্ তাআলা নির্বাচিত করেন

"সূফীগণ লিখেছেন– যে ব্যক্তি কোন শেখ বা নবী রসূলের পর খলীফা হওয়ার উপযুক্ত হন, সর্ব প্রথম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর মাঝে হক্ব নিহিত করে দেন। কোন রসূল বা মাশায়েখ যখন মৃত্যু বরণ করেন পৃথিবীতে তখন এক ভূমিকম্প অবস্থা বিরাজ করে। আর এটা ভয়ানক এক ক্রান্তিকাল হয়ে থাকে। কিন্তু খোদা তাআলা কোন খলীফার মাধ্যমে তা দূর করেন। পরে এ সঙ্কটাবস্থা নিরসন করে খলীফার মাধ্যমে এতে নব দৃঢ়তা দান করেন।

আঁ হযরত (সা.) নিজের পর কর্তা খলীফা নির্ধারণ করে যান নি কেন? এর মাঝে এ রহস্যই ছিল। তাঁর (সা.) ভালই জানা ছিল আল্লাহ্ তাআলা নিজেই এক খলীফা নির্বাচন করবেন। কেননা এটা খোদারই কাজ। আর খোদার নির্বাচনে কোন ত্রুটি থাকে না। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে এই কাজের জন্য খলীফা বানিয়েছেন। আর সর্ব প্রথম তাঁরই মাঝে হক্ব নিহিত করেছিলেন।"

(মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ-৫২৪)

রহমতের অবতরণ ধারা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের সন্তান জন্ম নেয়া ও নেযামে কুদরতে সানীয়া প্রকাশিত হওয়ার সুস্পষ্ট সংবাদ দিয়ে ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেন="রহমত অবতরণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো=রসূল, নবী, ইমাম, আউলিয়া এবং খলীফা প্রেরণ। যাতে তাঁর অনুকরণ ও দিক নির্দেশনাতে লোকেরা সঠিক রাস্তায় চলে আসে। আর তাদের নমুনাকে নিজের পথ নির্দেশিকা বানিয়ে মুক্তি পেয়ে যায়। সুতরাং খোদা তাআলা চেয়েছেন= নগণ্য এই বান্দার সন্তানদের মাধ্যমে এই দু'টি অংশ যেন প্রকাশিত হয়।"

(সাবুজ ইশতেহার, রূহানী খাযায়েন, ২য় খন্ড, পৃ-৪৬২)

খলীফার বীরত্ব ও বিচক্ষণতা

"হযরত আয়েশা (রা.)-এর বক্তব্য=কয়েকটি ফেৎনা, আরবের বিদ্রোহ এবং মিথ্যা নবীদের আত্মপ্রকাশের কারণে, আমার পিতা যখন রসূল (সা.)-এর খলীফা নির্বাচিত হলেন তখন তাঁর ওপর মুসিবত আপতিত হলো এবং দায়িত্বভারে তিনি খুবই উদ্বেগাকুল হয়ে পড়লেন। কর্তব্যভারের এ বোঝা কোন পাহাড়ের ওপর আপতিত হলে সেটাও ধ্বসে যেত, চূর্ণবিচূর্ণ হতো আর পৃথিবী থেকে তা মিটে যেত। কিন্তু এটা যেহেতু খোদা তাআলার চিরাচরিত বিধান, খোদা তাআলার কোন রসূলের মৃত্যুর পর তাঁর খলীফা নির্বাচিত হলে তাঁর মাঝে বীরত্ব সাহসিকতা দৃঢ়তা বিচক্ষণতা ও আত্মিক শক্তি ঢেলে দেয়া হয় যেমন– ইউশা-র পুস্তকে প্রথম অধ্যায়ের ৬ নম্বর পদে আছে–হযরত ইউশাকে আল্লাহ্ তাআলা বললেন, 'দৃঢ় হও, সাহসী হও'। অর্থাৎ মূসা তো মৃত্যুবরণ করেছে, তুমি দৃঢ় হয়ে যাও। এই আদেশই ভাগ্যের লিখন হিসেবে নয় বরং শরীয়তের আকারে আবু বকর (রা.) এর হৃদয়েও নাযিল হয়েছিল।" *(তোহ্‌ফায়ে গোলড়াবিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫)*

নেযামে খিলাফত চিরস্থায়ী

খলীফা বলা হয় স্থলাভিষিক্তকে। আর রসূলের স্থলাভিষিক্ত সত্যিকার অর্থে তিনিই হতে পারেন যিনি প্রতিচ্ছায়ারূপে রসূলের গুণাবলী নিজ মাঝে ধারন করেন। এ জন্য রসূল (সা.) চাননি অত্যাচারী বাদশাহদের জন্য খলীফা শব্দ ব্যবহৃত হোক। কেননা বাস্তবিক অর্থে খলীফা রসূলের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। যেহেতু কোন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না সেহেতু খোদা তাআলা সংকল্প করে নিয়েছেন–রসূলের সত্তা যা জগতের অপরাপর সকল সত্তা থেকে সম্মানিত ও সর্বোত্তম সেটাকে প্রতিচ্ছায়া আকারে কিয়ামতকাল পর্যন্ত যেন প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই খোদা তাআলা খিলাফত ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছেন যাতে জগত কখনও কোন যুগে নবুওয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানে সে নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকেই উপেক্ষা করে যায়, আর জানে না এটা কখনও খোদা তাআলার ইচ্ছা ছিল না–রসূল করীম (সা,) এর মৃত্যুর পর মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত নবুওয়তের বরকতকে তিঁনি প্রতিষ্ঠিত রাখবেন আর এরপর এ জগৎ ধ্বংস হয়ে যাক এতে কিছু যায় আসে না!,.....সুতরাং খোদা তাআলার ব্যাপারে এমনটা মনে করা একটা হীন চিন্তাধারা–তাঁর শুধুমাত্র ,.....ত্রিশ বছরের চিন্তা ছিল, পরে সর্বদার জন্য পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দিয়েছেন। আর ঐ নূর যা প্রাচীন কাল থেকে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের মধ্যে খিলাফতের আয়নায় পরিদৃষ্ট হতো, এদের জন্য তা দেখানোর অনুমতি নেই! সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কি দয়ালু ও

অমৃতবাণী

অনুগ্রহশীল খোদার জন্য এ বিষয়টি মেনে নিতে পারে? কখনও না। আর এ আয়াত ইমামদের খিলাফতের বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী।...কেননা এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলছে ...খিলাফত চিরস্থায়ী। এজন্য **'ইয়ারিসুহা'** শব্দ স্থায়ীত্বকে চায়। কারণ হলো, যদি দুষ্কৃতকারীরা শেষ সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী তারাই হয়ে যাবে – সৎকর্মশীলরা নয়। সবক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হয় তারাই যারা সবার পরে আসে। *(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৩-৫৪)*

"যখন আমরা কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেই। আর গভীর দৃষ্টিতে তা দেখি। তখন এটা উচ্চ স্বরে এই-ই বলতে থাকে–আধ্যাত্মিক শিক্ষক সর্বদা বিদ্যমান থাকবে এটাই এর মূল অভিপ্রায়।...এছাড়া আরও কতিপয় আয়াত আছে যা থেকে প্রমাণ হয়, খোদা তাআলা অবশ্যই এ ইচ্ছা পোষণ করেছেন, আধ্যাত্মিক শিক্ষক সর্বদা যেন তারাই হতে থাকেন যারা নবীদের উত্তরাধিকারী। আর তা সূরা নূরের আয়াত নং ৫৬ অর্থাৎ খোদা তাআলা তোমাদের জন্য ওয়াদা করেছেন –তিনি তোমাদেরকেও পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের করেছেন।...এই আয়াতকে যদি কোন ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে ও গভীরভাবে দেখে, তাহলে আমি কিভাবে বলব–এ লোক এ বিষয়কে বুঝবে না যে, খোদা তাআলা চিরস্থায়ী খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খিলাফত চিরস্থায়ী না হলে মূসায়ী শরীয়তের খিলাফতের সাদৃশ্য বর্ণনার মাহাত্ম্য কি? আর খিলাফতে রাশেদা ত্রিশ বছর থাকার পর সর্বদার জন্য বিলুপ্তি ঘটলে, ফলাফল দাঁড়ায় খোদা তাআলার এ ইচ্ছা কখনও ছিল না, যে, এ উম্মতের জন্য সৌভাগ্যের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকুক। আর এতে আধ্যাত্মিকতার মৃত্যুতে মূলত ধর্মের মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে পড়ে।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫১-৫৩)

খিলাফত খোদা তাআলার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– "সারকথা হলো খোদা তাআলা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। ১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রকাশ করেন। ২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন, নবীর মৃত্যুর পর যখন বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দূর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। খোদা তাআলা তখন দ্বিতীয়বার নিজ মহা কুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং শেষ নাগাদ যারা ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদা তাআলার এই মু'জিযা দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে তখন দাঁড় করিয়ে তিনি পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি পূর্বে করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

অর্থাৎ–'এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন'।

(সূরা নূর : ৫৬)

হযরত মূসা (আ.)-এর সময়েও এমনই হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনী ইসরাঈলদেরকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই মিশর থেকে কেনানের পথে মারা যান। এতে তাঁর মৃত্যুতে বনী ইসরাঈলের মাঝে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হয়েছিল। তাওরাতে উল্লেখ আছে, বনী ইসরাঈলীরা হযরত মূসা (আ.)-এর অকাল মৃত্যুতে শোকে কাতর হয়ে ৪০ দিন ধরে কান্নাকাটি করেছিল। অনুরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিলো। ক্রুশের ঘটনার সময় তাঁর সব শিষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের একজন ধর্মচ্যুতও হয়েছিলো।

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তাআলার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।

(আল ওসীয়্যত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৪-১৬)

দৈনিক আল ফযল, খিলাফত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে অনূদিত ও উদ্ধৃত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাগণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন–

***"যদি তোমরা দেখ, আল্লাহ্‌র খলীফা ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান রয়েছেন, তাহলে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। যদিও (এ কারণে) দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হয় আর তোমাদের ধন-সম্পদ লুট করে নেয়া হয়"** (মুসনাদ আহমদ, হাদীস নম্বর ২২৩৩৩)।*

দৈনিক আল ফযল, খিলাফত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে সংকলিত ❑ **মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন**, শিক্ষক, জামেআ' আহমদীয়া

"আমি খোদার তরফ হতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন, অতএব তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক। প্রত্যেক সালেহীনের জামা'তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদেরকে এটাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা মহাপরাক্রমশালী (আল ওসীয়্যত)।"

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

জন্ম ১৮৩৫, মৃত্যু: ২৬ মে, ১৯০৮
মামুরিয়্যতের দাবি ১৮৮২
আহমদীয়া জামা'তের ভিত্তি স্থাপন
২৩ মার্চ, ১৮৮৯

"খোদা তাআলা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধুপ্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এটাই খোদা তাআলার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর; কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিক উৎকর্ষ এবং দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহকারে। যে পর্যন্ত কেউ রূহুল কুদুস বা পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত হয়ে দন্ডায়মান না হয় (সে পর্যন্ত) সকলেই আমার পরে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে থাক *(আল ওসীয়্যত)*"।

"খলীফা স্থলাভিষিক্তকে বলে। আর রসূলের স্থলাভিষিক্ত সত্যিকার অর্থে তিনিই হতে পারেন যিনি প্রতিচ্ছায়ারূপে রসূলের গুণাবলী নিজের মাঝে রাখেন। এ জন্য রসূল (সা.) চাননি অত্যাচারী বাদশাহদের জন্য খলীফা শব্দ ব্যবহৃত হোক। কেননা বাস্তবিক অর্থে খলীফা রসূলের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। যেহেতু কোন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না সেহেতু খোদা তাআলা নির্ধারণ করে নিয়েছেন–রসূলের সত্তা যা জগতের অপরাপর সকল সত্তা থেকে সম্মানিত ও সর্বোত্তম সেটাকে যেন প্রতিচ্ছায়া আকারে কিয়ামতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই খোদা তাআলা খিলাফত ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছেন যাতে জগত কখনও কোন যুগে নবুওয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে *(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩)*"।

"এই ধনভান্ডার যা ছিল লুক্কায়িত হাজার বছর ধরে দান করবো আমি এখন তা, কোন প্রত্যাশী পেলে।"

*** মলফুযাত ১০ খন্ড**
*** ইশতেহারাত ৩ খন্ড**
*** মকতুবাত ১০ খন্ড**
*** রূহানী খাযায়েন ২৩ খন্ড**

১. বারাহীনে আহমদীয়া ১-৪র্থ খন্ড রূহানী খাযায়েন ১ম খন্ড
২. সাব্‌জ ইশতেহার রূহানী খাযায়েন ২য় খন্ড
৩. পুরানী তাহরীরেঁ রূহানী খাযায়েন ২য় খন্ড
৪. শাহ্‌নায়ে হক রূহানী খাযায়েন ২য় খন্ড
৫. ইযালায়ে আওহাম রূহানী খাযায়েন ৩য় খন্ড
৬. তাওযিয়ে মারাম রূহানী খাযায়েন ৩য় খন্ড

৭. ফাতহে ইসলাম রূহানী খাযায়েন ৩য় খন্ড
৮. আল হক্ব, মুবাহেসা লুধিয়ানা রূহানী খাযায়েন ৪র্থ খন্ড
৯. আসমানী ফয়সালা রূহানী খাযায়েন ৪র্থ খন্ড
১০. আল হক্ব, মুবাহেসা দেহলবী রূহানী খাযায়েন ৪র্থ খন্ড
১১. নিশানে আসমানী রূহানী খাযায়েন ৪র্থ খন্ড
১২. আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম রূহানী খাযায়েন ৫ম খন্ড
১৩. হুজ্জাতুল ইসলাম রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খন্ড
১৪. জাঙ্গে মুকাদ্দাস রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খন্ড
১৫. বারাকাতুদ্দোয়া রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খন্ড
১৬. সাচ্চায়ী কা ইযহার রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খন্ড
১৭. শাহাদাতুল কুরআন রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খন্ড
১৮. তোহফায়ে বাগদাদ রূহানী খাযায়েন ৭ম খন্ড
১৯. হামামাতুল বুশরা রূহানী খাযায়েন ৭ম খন্ড
২০. কিরামাতুস সাদেকীন রূহানী খাযায়েন ৭ম খন্ড
২১. কিতাবুল বারীয়্যা রূহানী খাযায়েন ৭ম খন্ড
২২. নূরুল হক্ব প্রথম খন্ড রূহানী খাযায়েন ৮ম খন্ড
২৩. সিররুল খিলাফা রূহানী খাযায়েন ৮ম খন্ড
২৪. নূরুল হক্ব দ্বিতীয় খন্ড রূহানী খাযায়েন ৮ম খন্ড
২৫. ইতমামুল হুজ্জাত রূহানী খাযায়েন ৮ম খন্ড
২৬. মিনানুর রাহমান রূহানী খাযায়েন ৯ম খন্ড
২৭. নূরুল কুরআন-১ রূহানী খাযায়েন ৯ম খন্ড
২৮. আনোয়ারুল ইসলাম রূহানী খাযায়েন ৯ম খন্ড
২৯. জিয়াউল হক রূহানী খাযায়েন ৯ম খন্ড
৩০. নূরুল কুরআন-২ রূহানী খাযায়েন ৯ম খন্ড
৩১. মাযহারুল মাযহাব রূহানী খাযায়েন ১০ম খন্ড
৩২. সাত বাচ্চান রূহানী খাযায়েন ১০ম খন্ড
৩৩. আরিয়া ধারম রূহানী খাযায়েন ১০ম খন্ড
৩৪. ইসলামী উসুল কি ফিলাসফি রূহানী খাযায়েন ১০ম খন্ড
৩৫. আনযামে আথাম রূহানী খাযায়েন ১১তম খন্ড
৩৬. আল ইসতেফ্তাহ রূহানী খাযায়েন ১২তম খন্ড
৩৭. সিরাজে মুনির রূহানী খাযায়েন ১২তম খন্ড
৩৮. হুজ্জাতুল্লাহ্ রূহানী খাযায়েন ১২তম খন্ড
৩৯. মাহমুদ কি আমীন রূহানী খাযায়েন ১২তম খন্ড
৪০. সিরাজুদ্দিন ইসায়ী কে চার সোয়ালো কা জওয়াব রূহানী খাযায়েন ১২তম খন্ড
৪১. আল বালাগ রূহানী খাযায়েন ১৩তম খন্ড
৪২. জরুরতুল ইমাম রূহানী খাযায়েন ১৩তম খন্ড
৪৩. কাশফুল গাতা রূহানী খাযায়েন ১৪তম খন্ড
৪৪. হাকীকাতুল মাহদী রূহানী খাযায়েন ১৪তম খন্ড
৪৫. নাযমুল হুদা রূহানী খাযায়েন ১৪তম খন্ড
৪৬. আইয়ামুস সুলাহ রূহানী খাযায়েন ১৪তম খন্ড
৪৭. রাযে হাকীকাত রূহানী খাযায়েন ১৪তম খন্ড
৪৮. মসীহ্ হিন্দুস্থান মেঁ রূহানী খাযায়েন ১৫তম খন্ড
৪৯. তোহফায়ে গাযনবীয়্যা রূহানী খাযায়েন ১৫তম খন্ড
৫০. রোয়েদাদ জলসা দোয়া রূহানী খাযায়েন ১৫তম খন্ড
৫১. তিরিয়াকুল কুলুব রূহানী খাযায়েন ১৫তম খন্ড
৫২. লুজ্জাতুন্ নূর রূহানী খাযায়েন ১৬তম খন্ড
৫৩. খুতবা ইলহামিয়া রূহানী খাযায়েন ১৬তম খন্ড
৫৪. আরবাইন- ১, ২, ৩ ও ৪র্থ খণ্ড রূহানী খাযায়েন ১৭তম খন্ড
৫৫. গভর্ণমেন্ট অ্যাংরাজী আওর জিহাদ রূহানী খাযায়েন ১৭তম খন্ড
৫৬. এক গালতি কা ইযালা রূহানী খাযায়েন ১৭তম খন্ড
৫৭. তোহফায়ে গোলড়াবীয়া রূহানী খাযায়েন ১৭তম খন্ড
৫৮. আল হুদা রূহানী খাযায়েন ১৮তম খন্ড
৫৯. দাফেউল বালা রূহানী খাযায়েন ১৮তম খন্ড
৬০. কিশতিয়ে নূহ রূহানী খাযায়েন ১৮তম খন্ড
৬১. নুযুলুল মসীহ্ রূহানী খাযায়েন ১৮তম খন্ড
৬২. ই'যাযুল মসীহ্ রূহানী খাযায়েন ১৮তম খন্ড

৬৩. রিভিউ বার মুবাহাসা চাকরালভী ও বাটালভী রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড
৬৪. সানাতান ধারম রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড
৬৫. তোহফাতুন্ নাদওয়া রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড
৬৬. মুয়াহেবুর রাহমান রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড
৬৭. ই'যাযে আহমদী রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড
৬৮. নাসিমে দাওয়াত রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড
৬৯. লেকচার লাহোর রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড
৭০. রিসালা আল ওসীয়্যাত রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড
৭১. কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড
৭২. লেকচার সিয়ালকোট রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড
৭৩. চাশমায়ে মসীহি রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড
৭৪. সিরাতুল আবদাল রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড
৭৫. লেকচার লুধিয়ানা রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড
৭৬. তাজাল্লিয়াতে ইলাহীয়্যা রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড
৭৭. তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড
৭৮. বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম খন্ড রূহানী খাযায়েন ২১তম খন্ড
৭৯. হাকীকাতুল ওহী রূহানী খাযায়েন ২২তম খন্ড
৮০. তোহফায়ে কায়সারিয়া রূহানী খাযায়েন ২২তম খন্ড
৮১. চাশমায়ে মা'রেফাত রূহানী খাযায়েন ২৩তম খন্ড
৮২. পায়গামে সুলাহ্ রূহানী খাযায়েন ২৩তম খন্ড

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কতিপয় তাহরীক

আমার প্রত্যেক বিষয়ে তিনি এভাবে আনুগত্য করেন যেভাবে নাড়িস্পন্দন হৃদস্পন্দনের অনুরণন তোলে

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-৫, পৃ-৫৮৬)

পরিচিতি :

হযরত মাওলানা আলহাজ্ব হাফেয হেকীম নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) এর বংশানুক্রমে কুরআন হিফ্য করার বিষয়ে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর পূর্ব পুরুষদের ১১তম অধস্তন পুরুষ পর্যন্ত কুরআন করীম মুখস্ত করে আসছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৪১ সালের দিকে শাহপুর জেলার ভেরা গ্রামে (বর্তমান সারগোদা জেলা)। তাঁর পিতার নাম হাফেয গোলাম রসূল সাহেব এবং মাতার নাম নূর বখত সাহেবা। তাঁর ডাক নাম ছিল আবু উসামা। তাঁর শৈশব থেকেই কুরআন করীম শিক্ষার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর মায়েরও কুরআন করীম শিখানোর আগ্রহ ছিল। এজন্য শৈশবেই কুরআন শিখার এ আগ্রহ তাঁর মাঝে জন্মায়। তিনি ১৮৬৫ সালে মক্কা মদীনা সফর করেন। তাঁর প্রথম বিয়ে ১৮৭১ সালে মোহতরমা ফাতেমা বিবি সাহেবার সাথে হয়। তাঁর পিতার নাম মুফতি শেখ মোকাররম কুরাইশী উসমানী। তিনি ১৮৭৭ সালে জম্মু ও কাশ্মির রাজ দরবারে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৮১ সালে কাশ্মিরে এক মাস সফরের সময় তিনি কুরআনের ১৪ পারা মুখস্ত করেন। বাকী অংশ তিনি পরে মুখস্ত করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে তাঁর সর্ব প্রথম পরিচয় হয় ১৮৮২ সালে বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রচারপত্রের মাধ্যমে, যখন কিনা তাদের সরাসরি দেখাও হয়নি। মার্চ ১৮৮৯ সালে লুধিয়ানায় হযরত সুফী আহমদ জান সাহেবের কন্যা হযরত সুগরা বেগম সাহেবার সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ তিনি সর্বপ্রথম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত নেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেই ১৯০৩ সালে কাদিয়ানে তিনি দরসে কুরআনের সূচনা করেন।

হযরত মাওলানা আলহাজ্ব হাফেজ হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)

> *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন– **কুরআন করীমের চেয়ে জ্যোতির্ময় কোন নূর জগতে আর নেই। আর কুরআন করীমের চেয়ে সত্য কোন রচনাসমগ্রও নেই।** (খুতবাতে নূর)*

২৯ জানুয়ারী ১৯০৬ সালে হযরত হাফেয নূরুদ্দীন (রা.)কে সর্বপ্রথম সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া নিযুক্ত করা হয়। আঞ্জুমানে কারপারদাজ মাসালেহে কবরস্থান প্রতিষ্ঠিত হলে ১৬ ফেব্রুয়ারী তিনি এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ২৭ মে ১৯০৮ সালে তিনি খিলাফতের মহান আসনে সমাসীন হন। ১৩ মার্চ ১৯১৪ সালে তিনি কাদিয়ানে পরলোক গমন করেন।

গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ :

তাসদীকে বারাহীনে আহমদীয়া, ফাসলুল খেতাব, হাকায়েকুল ফুরকান, নূরুদ্দীন, মিরকাতুল ইয়াক্বীন, খুতবাতে নূর (খুতবাসমগ্র) ইত্যাদি।

কতিপয় প্রসিদ্ধ তাহরীক ও কর্মকান্ড

- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় আখওয়ান নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা (আল-হাকাম ১০ মার্চ ১৯০৮)
- সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারীদেরকে কাদিয়ানে এসে লিপিকার হিসেবে পুস্তক মুদ্রণে সহায়তা করার তাহরীক
- ধর্মীয় মাদ্রাসা (জামেয়া আহমদীয়া) প্রতিষ্ঠার তাহরীক (বদর ১৮ জুন ১৯০৮)
- কুরআন করীম শিক্ষার তাহরীক (বদর ১৯ অক্টোবর ১৯১১)
- ঝগড়া থেকে বাঁচার নসিহত (বদর ৫ মে ১৯১০)
- আরবী শিক্ষার তাহরীক (বদর ৭ জানুয়ারী ১৯০৯)
- তাজনীদ তৈরীর তাহরীক (আল-হাকাম ১৮ জানুয়ারী ১৯০৯)
- কুরআন হিফ্য করার তাহরীক (তাশহিযুল আযহান, মার্চ ১৯১২)
- নামাযে জুমুআ আদায়ের জন্য স্মারকলিপি পেশ (১২ ডিসেম্বর ১৯১১)
- বক্তা ও মুরব্বী নির্ধারণ করার জন্য তাহরীক (আল হাকাম, ১৮ জুলাই ১৯০৮)
- কুরআন মজীদ প্রকাশের তাহরীক (বদর ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)
- দারুল কুরআন ভবন মেরামতের জন্য জামা'তকে আর্থিক কুরবানীর তাহরীক (আল হাকাম, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩)
- বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য তাহরীক (আল হাকাম জুবিলী সংখ্যা)
- নূর হাসপাতাল নির্মাণের জন্য তাহরীক (বদর, ১৪ জানুয়ারী ১৯০৯)
- গরীব মিসকিন ও ছাত্রদের সহায়তার জন্য চাঁদার তাহরীক (বদর, ২১ জানুয়ারী ১৯০৯)
- দারুয্ যিয়াফাহ্ নির্মাণের আর্থিক তাহরীক (আল হাকাম, ৭ মে ১৯০৯)

> ***হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) বলেন–"তোমাদের অবস্থা নিজ ইমামের কাছে তেমনই হওয়া উচিত, যেমন এক গোসলদানকারীর হাতে শবদেহের হয়। তোমাদের ইচ্ছা ও বাসনা মৃত হওয়া আবশ্যক। আর তোমরা নিজেদের ইমামের সাথে তেমনি যুক্ত থাক যেভাবে গাড়ির সাথে ইঞ্জিন সংযুক্ত থাকে। আর প্রতি দিন নিজেকে পরখ করো অন্ধকার থেকে বের হচ্ছো, না কি হচ্ছো না।***
> *(আলহাকাম, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০৩)*

- পত্রিকা নূর এর সূচনা (আল হাকাম, ২৮ অক্টোবর ১৯০৯)
- আঞ্জুমানে ইরশাদ এর প্রতিষ্ঠা, (তারিখে আহমদীয়া, তৃতীয় খন্ড)
- মসজিদে নূর এর নির্মাণের জন্য আর্থিক তাহরীক (রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স ১৯০৯)
- মাদ্রাসায়ে তালিমুল ইসলাম ও হোস্টেল নির্মাণের জন্য আর্থিক কুনবাণীর তাহরীক (বদর ১৩ মে ১৯০৯)
- পত্রিকা আল হকের সূচনা (৭ জানুয়ারী ১৯১০)
- মসজিদে আকসা কাদিয়ান এর সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক (বদর ১৭ মার্চ ১৯১০)
- আঞ্জুমানে আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা (বদর ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯১১)
- আলীগড় ইউনিভার্সিটির জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক (বদর মার্চ, ১৯১১)
- স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের তাহরীক (আলহাকাম, ১৪ ডিসেম্বর ১৯১২)
- স্মারক টিকিট ও সাময়িকী প্রকাশের তাহরীক (বদর, অক্টোবর ১৯১২)
- দাওয়াতে ইলাল্লাহ ব্যাপকতর করার তাহরীক (আল ফযল, জানুয়ারী ১৯১৪)
- 'আঞ্জুমানে মুরব্বী' প্রতিষ্ঠার তাহরীক (১৯১২)
- ১৯১০ সালে হুযূর ঘোড়া থেকে পড়ে ব্যথা পান। অসুস্থতার এই সময় হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবকে কুরআনের দরস অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। আর তাঁকে বলেন–যদি কোন কারণে তিনি দিতে না পারেন তাহলে মৌলভী সৈয়্যদ সারওয়ার শাহ সাহেব দরস দিবেন। (আলহাকাম, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১১)
- লন্ডনে মিশন স্থাপনের তাহরীক ১৯১০ সালে, আর ঐ সালেই হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেবকে লন্ডন পাঠান।
- পত্রিকা আল ফযলের সূচনা (১৮ জুন ১৯১৩)
- শেষ নসীহত করেন কুরআন হাদীসের দরস যেন বন্ধ না হয় (আলহাকাম, ৭ মার্চ ১৯১৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কতিপয় তাহরীক

বিজয় ও সফলতার চাবি তোমাকে দেয়া হবে, ...সে অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান হবে। তার হৃদয় অত্যন্ত কোমল হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ করা হবে।

পরিচিতি :

হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মহান এক ভবিষ্যদ্বাণী (ভবিষ্যদ্বাণী মুসলেহুল মাওউদ ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং) অনুযায়ী ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ সালে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। ৭ জুন ১৮৯৭ সালে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন করীম পাঠ প্রথম বারের মত শেষ করায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আশিষ প্রাপ্ত 'আমিন' অনুষ্ঠানে মুবারকমন্ডিত হোন। ১৮৯৮ সালে তালিমুল ইসলাম স্কুলে ভর্তি হন। ঐ বছরই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুবারক হাতে বয়আত নেন। ১৯০০ সালে আঞ্জুমান তাশ্‌হীয এর ভিত্তি রাখেন। ১৯০৩ সালে প্রথম বিয়ে হযরত উম্মে নাসেরের সাথে হয়। ১৯০৫ সালের ১৮ জানুয়ারী মেট্রিক পরীক্ষায় অংশ নেন। ১৯০৬ সালের মার্চে তাশহীযুল আযহান সাময়িকীর প্রকাশনা শুরু করেন। জনসমাবেশে ১৯০৬ সালে সর্ব প্রথম বক্তৃতা দেন। ১৯১৪ সালের ১৪ মার্চ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৭ মার্চ ১৯১৪ সালে দরসে কুরআনের সূচনা করেন। ১৯১৬ সালে প্রথম বার কুরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৯১৯ সালে নাযারাত সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম নিয়মিত মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠা করেন হয়। ১৯২৩ সালে মসজিদে আকসা বর্ধিত করেন। ১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর সর্ব প্রথম মসজিদে ফযলের ভিত্তি রাখতে ইউরোপ তথা লন্ডনে যান। ১৯২৫ সালে কাযা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। অল ইন্ডিয়া কাশ্মির কমিটি গঠন করেন এবং ১৯৩১ সালে তিনি এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩৪ সালের ২৩ নভেম্বর তাহরীকে জাদীদের সূচনা করেন। তাঁর খিলাফতকালে খিলাফতে আহমদীয়ার সিলভার জুবিলী ১৯৩৯ সালে উদযাপিত হয়।

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন–
"আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি–তোমরা যতই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হও, নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিতে চলে ধর্মের কোন উপকার করতে পারবে না, যতক্ষণ তোমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান খিলাফতের অধীন না হবে।"
(আল ফযল ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭)

তফসীরে কবীরের প্রথম খন্ড ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ সালে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণীকৃত 'মুসলেহ মাওউদ' হবার দাবী করেন এবং হুশিয়ারপুর, লুধিয়ানা ও দিল্লী সফর করেন। ১৯৪৬ সালে পৃথিবীর ৮টি প্রসিদ্ধ ভাষায় পবিত্র কুআনের অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা দেন। ১৯৪৭ সালে কাদিয়ান থেকে হিজরত করেন। ১৯৪৮ সালে রাবওয়াতে নতুন মরকযের (কেন্দ্রের) ভিত্তি রাখেন। ১৯৫৪ সালে ডাচ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৫৭ সালে তফসীরে সগীর প্রকাশ করেন। মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যাবতীয় লক্ষণাবলী পূর্ণ হওয়া ও আহমদীয়াতকে নিজের চোখে প্রসারিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেখে ১৯৬৬ সালে ৮ নভেম্বর তিনি নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন।

গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাবলী :

তাফসীরে কবীর, তাফসীরে সগীর, দিবাচা তাফসীরুল কুরআন, সেয়রে রূহানী, দাওয়াতুল আমীর, তাকদীরে ইলাহী, মালাইকাতুল্লাহ্, হাস্তিএ বারি তাআলা, ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম, নেযামে নও, সীরাতুন্নবী (সা.), মজমুআ ইরশাদাত, মাশ্‌আলে রাহ, কালামে মাহমুদ, খুতবাতে মাহমুদ, আনওয়ারুল উলুম ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ তাহরীকসমূহ :

- কুরআন হিফয-এর তাহরীক (মে, ১৯২২)
- শুদ্ধি আন্দোলন বিরোধী তাহরীক (৭ মার্চ, ১৯২৩)
- বিশেষ চাঁদার তাহরীক (১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫)
- বেওয়ারীশ বাচ্চা ও মহিলাদের দেখা শুনার তাহরীক (জুলাই, ১৯২৮)
- ঘরে দরস চালু করার তাহরীক।
- মহিলাদের শিক্ষালাভের বিশেষ তাহরীক (ডিসেম্বর, ১৯২৮)
- সুপন্ডিত জ্ঞানী বক্তা গড়বার তাহরীক (১৯৪৪)

- মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির তাহরীক (১৯৩১)
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লিখার রীতি অবলম্বনের তাহরীক (১৯৩১)
- শিল্প ও কারিগরী জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার তাহরীক (১৯৩১)
- কাদিয়ানে বাড়ি নির্মাণের তাহরীক (১৯৩১ ডিসেম্বর)
- মুসলিম কনফারেন্স প্রতিষ্ঠার তাহরীক (১৯৩১)
- ৫ ফেব্রুয়ারী কাশ্মিরের অধিবাসীদের জন্য অর্থ ও প্রাণ কুরবানী দেয়ার তাহরীক (১৯৩১)
- আহমদীদের তরবীয়তের জন্য তাহরীক (৪ জানুয়ারী, ১৯৩৪)
- উর্দু শিখার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই পড়ার তাহরীক (১৯৩৩)
- তালিমুল ইসলাম কলেজের জন্য দেড় লক্ষ টাকার তাহরীক (১৯৪৪)
- পবিত্র জায়গাসমূহ হেফাযতের জন্য দোয়ার তাহরীক (২৬ জুন ১৯৪২)
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীদেরকে ইশায়াতের কাজে উৎসাহী হওয়ার তাহরীক (২৯ মার্চ ১৯২০)
- আত্মসংশোধনের তাহরীক (৮ জানুয়ারী ১৯৩২)
- মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কিত বর্ণনা সংরক্ষণের তাহরীক (নভেম্বর ১৯৩৭)
- ভারতে তবলীগের জন্য বিশেষ তাহরীক (১৬ অক্টোবর ১৯৪২)
- স্থায়ী ওয়াকফের তাহরীক (ডিসেম্বর, ১৯৩৭)
- মাতৃভূমির হেফাযতের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার বিশেষ তাহরীক (নভেম্বর ১৯৫০)
- ইন্দোনেশিয়া, আবিসিনিয়া ও সৌদী সরকারের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার তাহরীক (১৯৪৭)
- বিশ্বকে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দাওয়াত পৌঁছানো (১৯৫২)
- ব্যাপক সংখ্যক ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক (২৪ মার্চ ১৯৪৪)
- তাহরীকে জাদীদের সূচনা (২৩ নভেম্বর ১৯৩৪)
- ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়ানোর তাহরীক (৩০ মে ১৯৪৪)
- মহিলাদের সংশোধনের ইলহামী তাহরীক (৩০ মে ১৯৪৪)
- কেন্দ্রের হেফাযতের জন্য আর্থিক কুরবানী ও দোয়ার তাহরীক (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭)
- তাহরীক ওয়াকফে তিজারত (১৯৪৫)
- ওয়াকফে জিন্দেগী গ্রাম্য মুরব্বীর তাহরীক (১৯৪৩)
- ওয়াকফে জাদীদের সূচনা (১৯৫৮)

কতিপয় মজলিস ও ব্যবস্থাপনা :

- আঞ্জুমানের নাযারাত সমূহ প্রতিষ্ঠা (১৯১৯)
- আহমদীয়া দারুল কাযা প্রতিষ্ঠা (১৯২৫)
- লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা (২৫ ডিসেম্বর ১৯২২)
- আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা(২৬ জুলাই ১৯৪০)
- নাসেরাতুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা (ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯)
- নুসরাত গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা (১৯২৮)
- খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা (৩১ জানুয়ারী ১৯৩৮)
- আতফালুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা (১৯৪০)
- তালিমুল ইসলাম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৯৪৪)
- জামা'তের কেন্দ্র রাবওয়া প্রতিষ্ঠা (১৯৪৮)
- তাহরীকে জাদীদ প্রতিষ্ঠা (১৯৩৪)
- ওয়াকফে জাদীদ প্রতিষ্ঠা (১৯৫৮)
- রাবওয়াতে ছায়া সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া ও তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা (১১ অক্টোবর ১৯৪৮)
- মজলিস মুশাবেরা প্রতিষ্ঠা (১২ এপ্রিল ১৯১৪)
- তাহরীকে জাদীদের বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা (১৯৩৫)
- জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন প্রতিষ্ঠা (১০ ডিসেম্বর ১৯৪৯)
- খিলাফত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা (মে ১৯৫২)
- ধর্মীয় ক্লাসের সূচনা
- ফযলে উমর রিসার্চ ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা (১১ মে ১৯৪৪)
- বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা (১লা মে ১৯২৬)
- দারুল ইফতাহ প্রতিষ্ঠা (১৯৪৩)
- কাদিয়ানে দারুস্ সানায়াত প্রতিষ্ঠা
- ইদরাতুল মুসান্নিফিন প্রতিষ্ঠা

- খান্দানে হযরত মসীহ্ মাওউদকে ওয়াকফের বিশেষ তাহরীক (মার্চ ১৯৪৪)
- মহিলাদেরকে প্রথমবার দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ ফান্ডের তাহরীক (ডিসেম্বর ১৯১৬)
- অনারারী মুরব্বী হবার জন্য তাহরীক (নভেম্বর ১৯১৬)
- ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক (৭ ডিসেম্বর ১৯১৭)
- কুরআনের উর্দু অনুবাদ শিখার জন্য তাহরীক (২৯ জুলাই ১৯৪৭)
- ভারতে ৭টি ইসলামী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য তাহরীক (জুলাই ১৯৪৪)
- জাতির নিঃস্বার্থ খেদমত করার নসিহত (ফেব্রুয়ারী ১৯৫২)
- হজ্জের তাহরীক (১লা সেপ্টম্বর১৯৫২)
- পাকিস্তানের খেদমত করার বিশেষ তাহরীক (১৯৫২)
- সাতটি রোযা রাখার তাহরীক (১৯৫৩)
- সত্যবাদীতা গ্রহণ করার তাহরীক (১৯৫৩)
- তাহরীকে জাদীদে অংশ গ্রহণের বিশেষ তাহরীক (ডিসেম্বর ১৯৫৩)
- পাকিস্তানের জন্য দোয়ার তাহরীক (২২ অক্টোবর ১৯৫৪)
- শাহেদ ক্লাস সম্পন্নকারীদের জন্য নতুন স্কীম (২৮ জানুয়ারী ১৯৫৫)
- জামা'তে উচ্চতর শিক্ষা প্রসারের জন্য স্কীম (২৮ জানুয়ারী ১৯৫৫)
- সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জন্য ওয়াকফে যিন্দেগীর তাহরীক (৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫)
- প্রসিদ্ধ ভাষাগুলোতে কুরআনের ও পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশের তাহরীক (২০ অক্টোবর ১৯৪৪)
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র তবারকগুলো সংরক্ষণের তাহরীক (১৯৫৬)
- আত্মশুদ্ধির আহবান (জানুয়ারী ১৯৫২)
- কাদিয়ানের জন্য ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক (মার্চ ১৯৫৬)
- ওয়াকফে জায়েদাদ এর তাহরীক (১০ মার্চ ১৯৪৪)
- শতবর্ষ জুবিলি পালনের তাহরীক (১০ জানুয়ারী ১৯৫৮)
- খান্দানী ওয়াকফের তাহরীক (১৯৪৫)
- সিনেমা দেখার বিরুদ্ধে নসিহত (২৯ আগষ্ট ১৯৫৮)
- কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণার তাহরীক (২১ ডিসেম্বর ১৯৪৪)
- আহমদী মুহাজেরদের জন্য কম্বল, পোশাক ও লেপের তাহরীক (১৯৪৭)
- যিকরে ইলাহীর তাহরীক (১২ অক্টোবর ১৯৪৭)
- আহমদীদেরকে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষার নসিহত (অক্টোবর ১৯৪৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কতিপয় তাহরীক

আমি তোমাকে এক ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি, সে তোমার পৌত্র হবে, সে পৌত্র আমাদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত।

(তাযকেরা, পৃষ্ঠা- ৫০০)

Love for All Hatred For None

পরিচিতি :

হযরত সাহেবযাদা হাফেয মির্যা নাসের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯০৯ সালের ১৫ নভেম্বর কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল যখন তাঁর বয়স ১৩ বছর তখন তিনি কুরআন করীম হিফ্য করেন। জুলাই ১৯২৯ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ২ জুলাই ১৯৩৪ সালে তাঁর বিয়ে হযরত সৈয়্যদা মনসুরা বেগম সাহেবার সাথে হয়। তিনি হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব ও হযরত নওয়াব মোবারকা বেগম সাহেবার মেয়ে। ৬ আগষ্ট ১৯৩৪ সালে পড়াশুনার জন্য তিনি ইংল্যান্ড যান। জুন ১৯৩৯–এপ্রিল ১৯৪৪ পর্যন্ত তিনি জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের প্রিন্সিপাল ছিলেন আর ঐ সময়ে কিছু দিনের জন্য তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল কাদিয়ান এর হেডমাষ্টারও ছিলেন। ১৯৩৯ সালে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাকে সদর কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নিযুক্ত করেন। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সদর হিসেবে খেদমতের তৌফিক পান। ১৯৪৯-১৯৫৪ পর্য্যন্ত নায়েব সদর (যখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ নিজে সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া ছিলেন) এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ এ পাক-ভারত বিভাগের সময় ১৫ নভেম্বর ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি কাদিয়ানে ছিলেন। ফুরকান বেটেলিয়ানকে যখন গঠন করা হয়, তখন তিনি এর পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। ১লা এপ্রিল ১৯৫৩ সাল থেকে ২৮ মে ১৯৫৩ পর্যন্ত তাঁকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সদর আনসারুল্লাহ নিযুক্ত করেন। মে ১৯৫৫ থেকে নভেম্বর ১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া ছিলেন। ৮ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বের সফর ৩ জুলাই ১৯৬৭ থেকে ২১ আগষ্ট ১৯৬৭ পর্যন্ত করেন। তাঁর খিলাফতকালে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে জামা'তে আহমদীয়াকে নট মুসলিম ঘোষণা করা হয়। ৯ জুন ১৯৮২ সালে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ইন্তেকাল করেন।

হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর (রাহে.) জন্মের পূর্বেই এক মহান শুভ-সংবাদ লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন–আমাকেও খোদা তাআলা সংবাদ দিয়েছেন, আমি তোমাকে এমন ছেলে দেব যে ধর্মের নাসের (সাহায্যকারী) হবে। আর ইসলামের সেবায় নিবেদিত প্রাণ হবে।

(তারিখে আহমদীয়াত, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৪)

প্রসিদ্ধ তাহরীকসমূহ ও কর্মকান্ড

- জলসা সালানাতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মেহমানদের প্রতিনিধিকে ঐ দেশের পতাকা উত্তোলনের তাহরীক
- প্রেস স্থাপন ও রেডিও স্টেশন বানানোর তাহরীক
- অবসরের পর ওয়াকফের তাহরীক
- যুবক গ্রেজুয়েটদেরকে ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক
- মন্দ সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে জিহাদের তাহরীক
- মিসকিনদের খাবার খাওয়ানোর তাহরীক
- পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার জন্য দোয়া ও সদকার তাহরীক
- সাইকেল চালানোর তাহরীক
- গুলাইল নিশানায় দক্ষ হওয়ার তাহরীক
- খোদ্দাম ও লাজনাদেরকে নিজেদের স্ব স্ব খেলার ক্লাব গঠনের তাহরীক
- রাবওয়াকে সবুজ-শ্যামল বানানোর তাহরীক
- গাছ লাগানো ও পরিচর্যার তাহরীক
- সর্বদা হাসি খুশি থাকার তাহরীক
- তাসবীহ, তাহমীদ, দুরূদ শরীফ ও ইস্তেগফারের বিশেষ তাহরীক
- শতবর্ষ জুবিলী উপলক্ষে আড়াই কোটি রুপির তাহরীক
- বিশ্ব শান্তির জন্য সদকা ও দোয়ার তাহরীক
- অংগসংগঠনগুলোকে স্থানীয় ও জেলা ইজতেমা করার তাহরীক
- যুদ্ধবন্দী ও আফগান মুহাজেরীনদের জন্য শীত বস্ত্র, লেপ, বালিস সরবরাহের তাহরীক
- শতবর্ষ জুবিলী পর্যন্ত একশ' দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার তাহরীক
- একশত ভাষায় বই পুস্তক প্রকাশের তাহরীক
- কুরআন শিক্ষার তাহরীক
- কুরআন প্রকাশের তাহরীক
- সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত মুখস্ত করার তাহরীক
- কুরআন মুখস্তের তাহরীক

**
- 'নুসরাত জাহাঁ' স্কীম গঠন
- তাহরীকে জাদীদের তৃতীয় দপ্তরের সূচনা
- কৃতি ছাত্রদের জন্য গোল্ড মেডেল প্রদানের স্কীমের সূচনা
- ওয়াকফে জাদীদের আতফাল দপ্তরের সূচনা
- ফযলে ওমর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ও এর জন্য ২৫ লক্ষ টাকার তাহরীক
- ওয়াকফে আরজির তাহরীক
- মজলিসে মুসিয়ান প্রতিষ্ঠা
- মজলিসে ইরশাদ প্রতিষ্ঠা
- কমপক্ষে মেট্রিক পর্যন্ত পড়ার তাহরীক
- আহমদী হোমিও এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা
- ছাত্র, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের এসোসিয়েশন গঠনের তাহরীক
- আনসারুল্লাহ্কে সফে আওয়াল ও সফে দওম দুই স্তরে বিন্যস্ত করার তাহরীক
- মসজিদে আকসা রাবওয়া এর নির্মাণ
- মজলিসে সেহত প্রতিষ্ঠা
**

- সয়াবিন খাওয়ার তাহরীক
- শতবর্ষ আহমদী জুবিলী পর্যন্ত একশ' বিজ্ঞানী এবং পরবর্তী শতাব্দী পর্যন্ত এক হাজার বিজ্ঞানী ও গবেষক গড়বার তাহরীক।
- প্রত্যেক ঘরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তফসীর রাখার তাহরীক
- জামা'তে আহমদীয়াকে "সিতারা আহমদীয়াত" এর তোহফা প্রদান
- প্রত্যেক ঘরে তফসীরে সগীর রাখার তাহরীক
- শতবর্ষ জুবিলী প্রোগ্রামের ঘোষণা
- ...ইস্তেগফার করার তাহরীক
- ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডাতে কমিউনিটি সেন্টার ও ঈদগাহ্ নির্মাণের তাহরীক
- আতফাল ও নাসেরাতদের জন্য বড় ও ছোটদের উপযোগী পাঠ্যক্রম প্রস্তুতের ঘোষণা
- মেহমানখানা নির্মানের তাহরীক
- জলসা সালানার সময় বিদেশীদেরকে বক্তৃতা সমূহের অনুবাদ শুনানোর তাহরীক
- অসুস্থদের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা প্রদানের তাহরীক
- আফ্রিকার জন্য ডাক্তার ও চিকিৎসকদেরকে ওয়াকফ করার তাহরীক
- অশ্ব পালনের তাহরীক
- জলসা সালানাতে স্বেচ্ছা সেবকদের সাথে বৈঠক করার তাহরীক
- মানবজাতির প্রত্যেকের হাতে কুরআন পৌঁছানোর তাহরীক
- ৭০০ বছর পর স্পেনে মসজিদ বাশারত এর নির্মাণ
- জামা'তী নির্মাণ কাজের জন্য আহমদী ইঞ্জিনিয়ারদের তাহরীক
- মজলিসে শূরাতে কম বয়সী যুবকদেরকে অংশগ্রহণের তাহরীক
- শতবর্ষ জুবিলীর দোয়ার আধ্যাত্মিক প্রোগ্রাম
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলাহামী দোয়াসমূহ পাঠের তাহরীক
- জামা'তের সদস্যদেরকে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হওয়ার তাহরীক
- ফযলে উমর ফাউন্ডেশন, আঞ্জুমান ও অংগসংগঠনগুলোকে বিদেশী মেহমানদের জন্য গেষ্ট হাউজ নির্মাণের তাহরীক

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কতিপয় তাহরীক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– আমি লন্ডন শহরে এক মিম্বরে দাঁড়িয়ে আছি। আর ইংরেজী ভাষায় অত্যন্ত জোরালো যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে দ্বীনের সত্যতা প্রকাশ করে যাচ্ছি"।

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃ-৩৭৭)

পরিচিতি

হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর ঔরষে হযরত সৈয়্যদা মরিয়ম বেগম সাহেবার গর্ভে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল কাদিয়ান থেকে মেট্রিক পাশ করেন। গভর্নমেন্ট কলেজ লাহোর থেকে FSc ও গ্র্যাজুয়েশন লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় কাদিয়ানের হেফাযতের জন্য ডিউটি দিয়েছেন। পরে পাকিস্তানে হিজরত করেন। ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৯-এ জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ৫ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর বিয়ে হযরত সাহেবযাদা মির্যা রশীদ আহমদ সাহেবের কন্যা হযরত আসেফা বেগম সাহেবার সাথে দেন। ১৯৫৮ সালে ওয়াকফে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয় আর এর সদস্যদের মধ্যে সর্ব প্রথম তাঁর নাম লিখা হয়। পরে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁকে নাযেম ইরশাদ ও ওয়াকফে জাদীদ মনোনীত করেন। এ পদে তিনি খলীফা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬০ সালে জলসা সালানাতে সর্বপ্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৬২ সালে হুযূরের পুস্তক **"মাযহাব কে নাম পার খুন"** প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬–১৯৬৯ পর্যন্ত সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া ছিলেন। ১৯৭০ সালে ডিরেক্টর ফযলে উমর ফাউন্ডেশন হন।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

১৯৭৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর নেতৃত্বাধীনে যে টিম ন্যাশনাল এসেম্ব্লিতে প্রতিনিধিত্ব করেছিল তিনিও এর সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তাঁর লিখিত **"সোয়ানেহ্ ফযলে উমর"** এর ১ম খন্ড একাশিত হয়। ১০ জুন ১৯৮২ সালে তিনি খলীফাতুল মসীহ্ রাবে নির্বাচিত হন এবং ঐ দিনই খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর নামাযে জানাযা পড়ান। ১১ জুন তিনি তাঁর খিলাফত কালের সর্ব প্রথম খুতবা জুমুআ প্রদান করেন। জুলাই ১৯৮২ সালে খলীফা হবার পর সর্ব প্রথম সফর করেন ইউরোপে। ২৬-২৮ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে চতুর্থ খিলাফতের সর্ব প্রথম জলসা রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সভাপতিত্বে রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ মজলিসে শূরা হয় ৩০ মার্চ ও ১লা এপ্রিল ১৯৮৪। তিনি ২০ এপ্রিল ১৯৮৪ ইসলামাবাদে পাকিস্তানে তাঁর শেষ খুতবা জুমুআ প্রদান করেন। ২৯ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে হিজরতের জন্য রাবওয়া থেকে তিনি যাত্রা করেন। ৩১ জুলাই ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বয়আত নেন। ১৮ এপ্রিল ২০০৩ সালে মসজিদে ফযল লন্ডনে তাঁর খিলাফত কালের সর্বশেষ জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ লন্ডন সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ইসলামাবাদ টিলফোর্ড, লন্ডনে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) -এর প্রসিদ্ধ তাহরীক ও কর্মসমূহ

- মহররমের দিনগুলোতে অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়ার তাহরীক
- জামা'তে আহমদীয়া আমেরিকাকে ৫ টি মসজিদ ও ৫ টি মিশন হাউজ বানানোর তাহরীক
- বেলজিয়ামে মসজিদ নির্মাণের তাহরীক
- ছাত্রদেরকে বিদেশী ভাষা শিখার তাহরীক
- ঈদে গরীবদেরকে নিজেদের খুশিতে শরীক করার তাহরীক
- নোংরা ফিল্ম বিশেষ করে ভারতীয় ফিল্ম দেখা থেকে বিরত থাকার তাহরীক
- স্পেনিশ শিক্ষা ও স্পেনে ওয়াকফে আরজিতে যাওয়ার তাহরীক
- তাহরীকে জাদীদের ৪র্থ দপ্তরের সূচনা
- আহমদী মহিলাদেরকে পর্দা পালন করার তাহরীক
- ক্যান্সারের ওপর গবেষণা করার তাহরীক
- শতবর্ষ জুবিলীতে প্রত্যেক দেশে একটি প্রদর্শনী হল নির্মানের তৈরীর তাহরীক
- আহমদী বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদেরকে সাধারণ মানুষের সমস্যাদি দূরীকরণের জন্য উপকারী জিনিসপত্র আবিষ্কারের তাহরীক
- প্রত্যেক আহমদীকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার তাহরীক
- তাহরীকে জাদীদের দপ্তর আওয়াল ও দপ্তর দওমকে সর্বদা জীবিত রাখার তাহরীক
- ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে দুইটি নতুন কেন্দ্রের জন্য তাহরীক
- কানাডাতে নতুন মিশন হাউজ ও মসজিদ বানানোর তাহরীক

গুরুত্বপূর্ণ লিখনী

কুরআন করীমের অনুবাদ, বি'সালে ইবনে মরিয়ম, সোয়ানেহ্ ফযলে উমর, যাহাকাল বাতেল, খালিজ কা বুহরান, যওকে ইবাদত আওর আদাবে দোয়া, "ইলহাম, আকল, ইল্ম আওর সাচ্চায়ী", ওয়ারজিস কে জিনে, হোমিওপ্যাথি ইয়ানী ইলাজ বিলমিসাল, কালামে তাহের, মাযহাব কে নাম পার খুন, খুতবাতে তাহের, খিতাবাতে তাহের।

- আল ফযল ও রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স এর কমপক্ষে ১০ হাজার কপি প্রকাশের তাহরীক
- কোমল ও পরিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের তাহরীক

**
- ওয়াকফে জাদীদের তাহরীক বিশ্বব্যাপী করন
- প্রত্যেক দেশে মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা
- সৈয়্যদনা বেলাল ফান্ড প্রতিষ্ঠা
- এতিমদের দেখাশুনার কমিটি প্রতিষ্ঠা
- নাসের ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
- ওয়াকফে নও স্কীম প্রবর্তন
- বাস্তুহারাদের জন্য বুয়ুতুল হামদ স্কীমের ঘোষণা
- আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা Humanity First প্রতিষ্ঠা
- MTA -এর সূচনা
- হোমিওপ্যাথি- চিকিৎসা ব্যবস্থায় নবগতি সঞ্চার এবং তাহের হোমিওপ্যাথিক ইনষ্টিটিউট, রাবওয়া প্রতিষ্ঠা
- বায়তুল ফুতুহ লন্ডন এর নির্মাণ
- মরিয়ম শাদী ফান্ড প্রতিষ্ঠা
**

- আহমদী পরিবারগুলোকে নিজেদের বংশীয় ইতিহাস সংকলনের তাহরীক
- অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে দ্বীনের সেবার জন্য ওয়াকফ করার তাহরীক
- গাম্বিয়াতে নুসরাত জাঁহা স্কীমের নতুন ব্যবস্থাপনার ঘোষণা
- ওয়াশিংটনে আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করার তাহরীক
- বাংলাদেশে নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে মসজিদ নির্মাণের আর্থিক তাহরীক
- MTA এর জন্য উপকারী ও চিত্তাকর্ষক প্রোগ্রাম তৈরীর তাহরীক
- পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে মসজিদ নির্মাণের আর্থিক তাহরীক
- অংগসংগঠনগুলোকে প্রত্যেক মাসে নামায প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কমপক্ষে একটি আমেলার মিটিং করার তাহরীক
- মধু নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করার তাহরীক
- ইরাকী জনসাধারণের জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক
- হল্যান্ডের মসজিদে নূর এর জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক
- এলুমিনিয়ামের বাসনপত্র বর্জনের তাহরীক
- দাড়ি রাখার তাহরীক
- জার্মানীতে ১০০ মসজিদ নির্মাণের তাহরীক
- রাবওয়ার প্রত্যেক বাড়ীতে ৩ টি করে ফলের গাছ লাগানোর তাহরীক
- নও মুবাঈনদের বিশেষ তরবিয়তের তাহরীক
- পাঁচটি মৌলিক গুণাবলী ধারনের তাহরীক
- ১০০ ভাষায় কুরআন করীম অনুবাদের পরিকল্পনা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কতিপয় তাহরীক

ইন্নি মাআকা ইয়া মাসরূর

পরিচিতি

সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে রাবওয়াতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব ও মাতা সাহেবযাদী নাসিরা বেগম সাহেবা। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্র ও হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের পৌত্র এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর দৌহিত্র। মেট্রিক তিনি তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল রাবওয়া থেকে এবং তালিমুল ইসলাম কলেজ রাবওয়া থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৬৭ সালে সাড়ে সতের বছর বয়সে ওসীয়্যত করেন। ১৯৭৬ সালে কৃষি ইনিভার্সিটি ফয়সালাবাদ থেকে এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

৩১ জানুয়ারী ১৯৭৭ সালে হযরত সাইয়্যেদা আমাতুস সুবুহ্ বেগম সাহেবার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পিতামাতা হলেন হযরত সৈয়্যাদ দাউদ মোজাফ্ফর শাহ্ সাহেব ও হযরত সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম সাহেবা। তিনি আগষ্ট ১৯৭৭ সালে ওয়াক্‌ফ করে নুসরাত জাঁহা স্কীমের অধীনে ঘানাতে যান। ঘানাতে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি সেকেন্ডারী স্কুল সালাগা-র প্রিন্সিপাল ছিলেন। ঘানাস্থ আহমদী কৃষি ফার্ম, উত্তর টামালায় তিনি ২ বছর ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমবারের মত ঘানাতে গম উৎপাদনে তিনি সফল হন। ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ১৭ মার্চ ১৯৮৫ থেকে নায়েব ওকীলুল মাল সানী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮ জুন ১৯৯৪ সালে তিনি নাযের তালিম, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দায়িত্ব পান। ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে নাযেরে আলা ও আমীর মোকামীর দায়িত্ব পান এবং খিলাফতের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে সদর মজলিস কারপরদাজ এর দায়িত্ব পান। ১৯৯৪-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যান নাসের ফাউন্ডেশন ছিলেন এবং ঐ সময়ে সদর তাযঈন (সৌন্দর্য বর্ধন) কমিটি রাবওয়া ছিলেন। তিনি গুলশানে আহমদ নার্সারীর পরিধি বৃদ্ধি করণ ও রাবওয়াকে সবুজ শ্যামল করার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেন। তিনি ১৯৮৮-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত কাযা বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়াতে তিনি ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত সেহতে জিসমানী, ১৯৮৪-৮৫ মোহতামীম তাজনীদ, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৮-৮৯ মোহতামীম বেরুন (বর্হিদেশ), ১৯৮৯-৯০ নায়েব সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান ছিলেন। মজলিস আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তানে ১৯৯৫ সালে কায়েদে যেহানত ও সিহাতে জিসমানী ও ১৯৯৫-১৯৯৭ পর্যন্ত কায়েদ তালিমুল কুরআন এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালে এক মামলায় আসিরানে রাহে মাওলা ছিলেন। ৩০ এপ্রিল গ্রেফতার হন এবং ১০ মে মুক্তি পান। ২২ এপ্রিল ২০০৩ লন্ডন সময় ১১.৩০ মিনিটে (রাত) তিনি খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস নির্বাচিত হন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দীর্ঘজীবি করুন ও সুস্বাস্থ্য এবং কর্মময় জীবন দান করুন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর যুগে উন্নতিসমূহের কয়েকটি ঝলক

আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত নতুন ১৭ টি দেশ

সেন্ট কিটস, মার্টিনেক, জিব্রালটার, বাহামাস, সেন্ট ভিনসেন্ট, এস্তোনিয়া, এন্টিগুয়া, বারমুডা, বলিভিয়া, গোয়াডেলুপ, সেন্টমার্টিন, ফ্রেঞ্চগায়ানা, হাইতি, তাজাকিস্তান, পেগাউ আইল্যাণ্ডস, লাটভিয়া এবং আইসল্যান্ড। বর্তমানে ১৯৩টি দেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৩০৩৩ টি নতুন জামা'ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭৪৭ টি নতুন মসজিদ

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জামা'ত তাঁর খেলাফতকালে ৭৪৭ টি নতুন মসজিদ বানানোর সৌভাগ্য লাভ করেছে।

বড় বড় তাহরীকসমূহ ও আশিসমন্ডিত কর্মকান্ড

- MTA আল আরাবিয়্যা
- অবসরের পর ওয়াকফের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ৩ নভেম্বর ২০০৬)
- শতভাগ জামা'তী ও অংগসংগঠনের কর্মকর্তাদেরকে ওসীয়্যতের অন্তর্ভুক্তির তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ৪ এপ্রিল-২০০৬)
- ডাক্তারদেরকে ওয়াকফ করার তাহরীক
- ওয়াকফে নও বাচ্চাদেরকে বিশেষভাবে ইংরেজী, আরবী ও উর্দু শিক্ষার তাহরীক, (খুতবা জুমুআ, ১৮ জুন ২০০৪)
- শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী উপলক্ষ্যে চাঁদাদাতা সদস্যের ৫০%কে ওসীয়্যত এর ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তির তাহরীক (খুতবা জলসা সালানা, U.K. ১লা আগষ্ট, ২০০৪)
- নেযামে ওসীয়্যত এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নতুন ১৫ হাজার সদস্যকে ওসীয়্যত ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার তাহরীক (খুতবা, সালানা জলসা U.K. ১লা আগষ্ট, ২০০৪)
- কমপক্ষে H.S.C. পর্যন্ত শিক্ষা লাভের তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ডিসেম্বর ২০০৩)
- আফ্রিকার হাসপাতালগুলোর জন্য ডাক্তারদেরকে স্থায়ী বা সাময়িক ওয়াকফের তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ১৭ অক্টোবর ২০০৩)
- আফ্রিকা ও ফযলে ওমর হাসপাতালের জন্য ডাক্তারদেরকে ওয়াকফে আরজীর তাহরীক (খুতবা সালানা, জলসা U.K, ২৬ জুলাই, ২০০৩)
- নওমুবাঈনদেরকে শুরু থেকেই মালী কুরবানীতে শামিল করার তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ৩১ মার্চ ২০০৬)
- প্রত্যেক আহমদীকে বছরে কমপক্ষে একবার, এক অথবা দুই সপ্তাহের জন্য তবলীগের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করার তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ৪ জুন ২০০৪)
- রসূল (সা.) ও ইসলামের বিপক্ষে লিখিত পুস্তকে উত্থাপিত অপবাদ খন্ডনের জন্য খোদ্দামুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাইল্লাহকে উত্তরমূলক প্রবন্ধ লেখার টিম বানানোর তাহরীক (খুতবা জুমুআ ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫)

বেহেশতি মাকবেরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রওজা মোবারকে দোয়ারত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

- নাযারাতে রিশতানাতা প্রতিষ্ঠা
- তাহের হার্ট ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
- তাহের হার্ট ইনিষ্টিটিউট-এর জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক (খুতবা জুমুআ ৩ জুন ২০০৫)
- নূর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
- তাহের ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা (বক্তৃতা সালানা জলসা, U.K ২৭ জুলাই ২০০৩)
- তাহরীকে জাদীদের পঞ্চম দপ্তরের সূচনা (খুতবা জুমুআ, ৫ নভেম্বর ২০০৪)
- খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীতে দোয়ার আধ্যাত্মিক প্রোগ্রাম (খুতবা জুমুআ ২৭ মে ২০০৫)
- বাজে গান ও ফিল্ম দেখা ও শুনা থেকে বিরত থাকার নসিহত (খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারী ২০০৪)
- স্পেনে ওয়াকফে আরজীতে যাওয়ার তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ২৪ জানুয়ারী ২০০৫)
- জামেয়া আহমদীয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও জার্মানী প্রতিষ্ঠা
- রাবওয়াকে সবুজ শ্যামল বানানোর তাহরীক
- নরওয়েতে মসজিদ নির্মাণের তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫)
- ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকতে নসিহত (খুতবা জুমুআ, ২০ আগষ্ট ২০০৪)
- ধুমপান বর্জনের তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ১০ অক্টোবর ২০০৩)
- রাবওয়াবাসী ও কাদিয়ানবাসীকে বিশেষভাবে নিজেদের ঘরগুলোর ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখার তাহরীক (খুতবা জুমুআ ২৩ এপ্রিল ২০০৪)
- জামা'তে আহমদীয়া জার্মানীকে প্রতি বছর কমপক্ষে ৫টি মসজিদ বানানোর তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ১৬ জুন ২০০৬)
- নব প্রজন্মকে সাংবাদিকতায় বেশি বেশি যোগ দিতে তাহরীক (খুতবা জুমুআ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬)
- যাকাত সুস্পষ্ট শরীয়তী নির্দেশ মোতাবেক আদায়ের জন্য নসিহত (খুতাবা জুমুআ, ২৪ মে,২০০৪)
- স্পেনে মসজিদ নির্মাণের জন্য আর্থিক কুরবাণীর তাহরীক (খুতাবা জুমুআ, ৩ জুন,২০০৫)
- খেদমতে খালকের কাজকে সারা বছর জারি রাখার তাহরীক

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর প্রথম জুমু'আর খুতবা

২৫ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে লন্ডনের ফযল মসজিদে প্রদত্ত

তাশাহুদ তাআ'উব ও সূরা ফাতেহার পর হুযূর (আই.) সুরা বাকারার ১৮৭নং আয়াত তেলাওয়াত করেন

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

[অর্থাৎ আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে সেক্ষেত্রে (বলে দাও) নিশ্চয় আমি অতি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনা কারীর প্রার্থনায় সাড়া দিই যখন সে আমায় ডাকে। অতএব তাদেরও আমার ডাকে সাড়া দেয়া আর আমার প্রতি ঈমান আনা উচিত যেন তারা হেদায়াত লাভ করে। (সূরা আল বাকারা -১৮৭) অনুবাদক]

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, যে আয়াতটি এখন তেলাওয়াত করা হলো এটা আল্লাহ্ তাআলার সিফত (অর্থাৎ ঐশী গুণ) 'আল মুজীব' এর সাথে সম্পর্কিত। যদিও এ ঐশী গুণটির বিষয়ে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেমাহুল্লাহু তাআলা) বিশদভাবে বর্ননা করেছেন, তবুও বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে আজ আমি এই সিফতটিকে খুতবার জন্য বেছে নিয়েছি। এ আয়াতে দোয়ার কবুলিয়তের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আঙ্গিকেই আজ আলোকপাত করা হবে আর এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তাআলা জামা'তের প্রতি অজস্র ধারায় যে অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেছেন তারও উল্লেখ থাকবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস হলো, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বড়ই লাজুক স্বভাবের, বড়ই দয়ালু ও দাতা। কোন বান্দা যখন তার দরবারে দু'হাত তুলে দোয়া করে তখন তিনি তাকে রিক্ত হস্তে ফেরৎ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি আমার সম্বন্ধে আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই তার সাথে আচরণ করে থাকি। আমাকে স্মরণ করার সময় আমি তার সঙ্গেই থাকি। সে আমাকে সংগোপনে স্মরণ করলে আমিও তাকে গোপনে স্মরণ করবো। সে প্রকাশ্যে কোন সভায় আমাকে স্মরণ করলে আমি তার চেয়ে উত্তম সভায় তাকে স্মরণ করবো। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হব। সে আমার দিকে হেটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাবো'। যে ক্ষেত্রে আমাদের জামা'ত (খলীফা রাবের মৃত্যুতে) ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত ছটফট করছিল সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা কি আমাদের উদ্ধারকল্পে দৌড়ে না এসে আর সাহায্য না করে পারতেন? আলহামদুলিল্লাহ।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.) তার জীবনে বৈঠক শেষে উঠার সময় খুব কমই সাহাবীদের জন্য তার এ দোয়াটি বাদ দিয়েছেন ঃ হে আমাদের প্রভু ! তুমি তোমার এমন ভীতি আমাদেরকে দান কর যা আমাদেরকে তোমার অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে, আমাদেরকে তোমার এমন আনুগত্য করার সৌভাগ্য দাও যা আমাদেরকে তোমার সন্তষ্টির জান্নাতে উপনীত করে, আমাদের মাঝে এমন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি কর যার দরুন জাগতিক বিপদ আপদ ও পরীক্ষা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় আর আমাদের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং অন্যান্য শক্তি আমাদের উপকারে আজীবন নিয়োজিত কর আর আমাদেরকে এ কল্যাণের উত্তরাধিকারী কর আর যে আমাদের প্রতি অত্যাচার করে তুমি আমাদের পক্ষ হয়ে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও আর আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর এবং আমাদের ধর্মের বিষয়ে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলো না। আর এ জড় জগতটিকে আমাদের সমস্ত দুশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ও আমাদের জ্ঞানের একমাত্র গন্ডি বানিও না আর এমন কাউকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না, যে আমাদের প্রতি দয়া না করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ যারা দোয়া করে থাকে আল্লাহ তাদের সমস্যাদির সমাধান করে দেন। তিনি দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন না। কুরআন শরীফ দোয়ার দুটো দিক বর্ননা করেছে। কখনও আল্লাহ্ তাআলা নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন আবার কখনও বান্দার আবেদন গ্রহণ করে নেন।

ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইম মিনাল খাওফে ওয়াল জু'য়ে (বাকারা -১৫৬ আয়াতাংশ)।

এখানে তাঁর নিজের অধিকার বাস্তবায়ন ও মান্য করানোর কথা বলেছেন। 'নূনে সাকিলা' প্রয়োগ করে যে তাগিদ প্রকাশ করেছেন এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন, অটল - শিরোধার্য তকদির প্রকাশিত হলে এর চিকিৎসা হলো **'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'**। আরেকটি সময় হলো খোদা

তাআলার অনুগ্রহ ও দয়া উদ্বেলিত হবার সময় যার কথা **উদউনী আসতাজিব লাকুম** – (৪০ ঃ ৬১) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। মোট কথা দোয়ার ক্ষেত্রে এ প্রকারভেদ সব সময় মনে রাখতে হবে। কখনও তিনি নিজের কথা মান্য করাতে চান আবার কখনও অন্যের কথা মেনে নেন। বিষয়টি অনেকটা বন্ধুত্বসুলভ। আমাদের মহানবী (সা.) দোয়ার কবুলিয়তের ক্ষেত্রে যেমন এক বড় আদর্শ তেমনি এর বিপরীতে খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট ও আত্মসমর্পন করার ক্ষেত্রেও তিনি এক মহান আসনে সমাসীন। তাঁর (সা.) মোট এগারজন সন্তান মৃত্যুবরণ করেছেন এসত্ত্বেও তিনি কখনও 'কেন' প্রশ্নটি করেন নি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) অন্য এক স্থানে বলেছেন, খোদা তাআলা দোয়ার ক্ষেত্রে আমাকে এমন এক অদম্য উচ্ছ্বাস দান করেছেন যেমন অদম্য উচ্ছ্বাস সমুদ্রে দেখা যায়। আরও বলেছেন, তোমরা যদি নিজেরা নিরাপদ থাকতে চাও আর তোমাদের বাড়ী-ঘরে শান্তি দেখতে চাও তাহলে তোমাদের খুব বেশি দোয়া করা উচিত। নিজেদের বাড়ী-ঘর দোয়াতে ভরে দাও। যে বাড়ীতে সর্বক্ষণ দোয়া করা হয় খোদা তাআলা সে বাড়ী ধ্বংস করেন না।

আরও বলেছেন, আমি সব সময় দোয়াতে মগ্ন থাকি আর এ দোয়াটি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য সহকারে করে থাকি যে, খোদা তাআলা যেন আমার সুহৃদ বন্ধুবর্গকে সব ধরনের দুচিন্তা ও দুঃখ থেকে নিরাপদ রাখেন। কেননা, এদের দুঃখ দুশ্চিন্তাই আমাকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে তুলে। এরপর সার্বজনীন ভাবে এ দোয়া করা হয়, কাউকে কোন দুঃখ বা ক্লেশ স্পর্শ করে থাকলে আল্লাহ্ তাআলা তা থেকে যেন তাকে মুক্তি দেন। দোয়া করার উদ্দেশ্যেই আমার সমস্ত আবেগ ও শক্তি ব্যয় হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাকেও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এ সুন্নতের ওপর আমল করার সৌভাগ্য দান করুন আর আপনাদের দুঃখ যাতনা আমার কাছে যেন নিজের ব্যথার চেয়ে বেশি অনুভূত হয়। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন (আমীন)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **সর্বোত্তম দোয়াই হলো খোদা তাআলার সন্তুষ্টি ও পাপ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া। কেননা, পাপের আধিক্যের কারণেই মন শক্ত হয়ে যায় আর মানুষ জগতের এক কীটে পরিণত হয়। আমাদের দোয়া করা উচিত, যে পাপ হৃদয়কে পাষাণ করে দেয় সেই পাপ যেন তিনি দূরীভূত করে দেন আর আমাদেরকে যেন তার সন্তুষ্টির পথ দেখান।** তিনি (আ.) বলেছেন, আমরা দোয়া করি খোদা তাআলা যেন জামা'তকে সুরক্ষিত রাখেন আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যে সত্য নবী ছিলেন একথা যেন জগতের কাছে সাব্যস্ত হয় আর মানুষ যেন খোদা তাআলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়। হুযূর (আ.) আরও বলেছেন, যারা এ জামা'তে প্রবেশ করে তাদের সবচেয়ে বড় লাভ হলো, আমি তাদের জন্য দোয়া করি। **দোয়া এমন এক জিনিস যা এক শুকনা কাঠকেও সবুজ সতেজ করে দিতে পারে আর মৃতকে জীবিত করতে পারে। এর মাঝে গভীর প্রভাব বিদ্যমান** : (মালফুজাত, তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা-১০০)।

তোমরা যদি নিজেরা নিরাপদ থাকতে চাও আর তোমাদের বাড়ী-ঘরে শান্তি দেখতে চাও তাহলে তোমাদের খুব বেশি দোয়া করা উচিত। নিজেদের বাড়ী-ঘর দোয়াতে ভরে দাও। যে বাড়ীতে সর্বক্ষণ দোয়া করা হয় খোদা তাআলা সে বাড়ী ধ্বংস করেন না।

আল্লাহ্ তাআলা এ যুগেও আমাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এসব দোয়ার ভাগী করুন যা তিনি তার অনুসারীদের জন্য করে গেছেন। আর এর চেয়ে বড় প্রার্থনা হলো, মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের জন্য যেসব দোয়া করেছেন আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও তার ভাগীদার করুন (আমীন)।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উত্তরসূরী বানিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। এর লক্ষণ আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে থাকি । হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর মৃত্যু আমাদেরকে নিঃসহায় করে ফেলেছিল । কিন্তু এসব দোয়ার ফলেই আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন । আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ
لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۶﴾

অনুবাদ ঃ তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন তিনি পৃথিবীতে তাদেরকে নিশ্চয়ই খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তাদের পুর্ববর্তীদেরকে তিনি খলীফা বানিয়েছিলেন আর তাদের জন্য তিনি তাদের সেই ধর্মকে শক্তিশালী করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন ; আর তাদের ভীতির অবস্থাকে তিনি তাদের জন্য অবশ্যই শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় বদলে দিবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক করবেনা। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা দেখাবে তারাই অবাধ্য (সূরা নুর -৫৬) । আল্লাহ্ তাআলা এ প্রিয় জামা'তকে যেন কখনও অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না করেন (আমীন)।

এরপর একটি হাদীস বলছি। হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যতদিন চাইবেন তোমাদের মাঝে নবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারপর তিনি তা তুলে নিবেন আর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে । এরপর আল্লাহ্ তাআলা যখন চাইবেন তখন এ নিয়মটিও তুলে নিবেন । আবার তক্বদির অনুযায়ী এরপর কষ্টদায়ক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা কৃপা প্রদর্শন করবেন আর এ অত্যাচারী যুগের অবসান ঘটাবেন। এরপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কথা বলার পর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া, এ নিয়ামত যেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে আর আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁর কৃপার হাত জামা'তের ওপর থেকে না সরান, এ জামা'ত যেন সর্বদা কৃতজ্ঞ ও দোয়াতে নিমগ্ন লোকদের জামা'ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা আর রহমতের সুদৃষ্টি যেন সব সময় আমরা লাভ করি (আমীন) ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, কোন রসূল বা বড় সম্মানিত কেউ যখন মৃত্যুবরন করেন তখন পৃথিবীতে এক বিপর্যয় দেখা দেয় আর সেটা হয়ে থাকে এক বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত , কিন্তু খোদা তাআলা একজন খলীফা নিযুক্তির মাধ্যমে এর অবসান ঘটান, পুণরায় যেন নতুন ভাবে সেই খলীফার মাধ্যমে এ অবস্থার সংশোধন ও সংহতি বিধান করা হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ হে আমার প্রিয় ব্যক্তিবর্গ! আদিকাল থেকে বিরোধীদেরকে দুটি কুদরত প্রদর্শন করা যেহেতু আল্লাহর বিধান তাই আল্লাহর পক্ষে এবারও তাঁর এই বিধান লঙ্ঘন করা অসম্ভব। ...তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত প্রত্যক্ষ করাও আবশ্যক আর তার আগমন তোমাদের জন্য উত্তম কেননা তা স্থায়ী ব্যবস্থা । এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিছিন্ন হবে না। ...বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে খোদা তাআলার এই অঙ্গীকার বিদ্যমান আর সেই অঙ্গীকার আমার ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পর্কিত নয় বরং তোমাদের বিষয়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে। খোদা তাআলা বলেছেন ঃ আর আমি তোমার অনুসারী এই জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবো। ...আমাদের খোদা হ্লেন অঙ্গীকার পুর্ণকারী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী খোদা। তিনি যা যা অঙ্গীকার করেছেন এর সবগুলো তোমাদেরকে পূর্ণ করে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ জগতের সর্বশেষ যুগ আর এটা অনেক অনেক বিপদ আপতিত হবার সময়, কিন্তু যেসব বিষয়ে খোদা তাআলা আগাম সংবাদ দিয়েছেন সেসব পুর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ জগত টিকে থাকতে বাধ্য । আমি খোদা তাআলার পক্ষ থেকে এক ধরনের কুদরত সহ আগমন করেছি। আমি খোদা তাআলার এক মূর্তিমান কুদরত । আমার পরে আরও কয়েকজন ব্যক্তি রয়েছেন "যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল ওসীয়্যত পুস্তকে আরও বলেছেন ঃ এটা খোদা তাআলার চিরন্তন বিধান আর যখন থেকে পৃথিবীতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে তিনি চিরকাল এ বিধানকে কার্যকর করে এসেছেন, তা হচ্ছে তিনি তার নবী ও রসূলদের সাহায্য করে থাকেন আর তাদেরকে বিজয় দান করেন। তিনি বলেছেন, (অর্থ ঃ আল্লাহ অবধারিত করে নিয়েছেন নিশ্চই আমি আর আমার রসূলগণই বিজয়ী হব) । এখানে বিজয় এর তাৎপর্য হলো রসূল আর নবীরা সব সময় চান পৃথিবীতে যেন খোদা তাআলার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় আর কেউ যেন এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে, তদানুযায়ী খোদা তাআলা জোরালো নিদর্শনের মাধ্যমে তাদের সত্যতা প্রকাশ করে দেন আর তারা জগতে যে সাধুতা ছড়িয়ে দিতে চান খোদা এর সূচনা তাদেরই মাধ্যমে পূর্ণ করে দেন । কিন্তু তিনি এ কাজটি তাদের মাধ্যমে পূর্ণ করেন না বরং এমন এক সময় তাদেরকে মৃত্যু দান করেন যে সময়টা এক ধরনের ব্যর্থতার আশঙ্কা বয়ে বেড়ায়। এর মাধ্যমে বিরোধীদের জন্য তিনি ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও অভিযোগ উপহাসের একটা সুযোগ করে দেন। আর তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফেলার পর তিনি তাঁর কুদরতের দ্বিতীয় একটি রূপ প্রকাশ করেন আর এমন সব উপায়-উকরণ সৃষ্টি করে দেন যেগুলোর মাধ্যমে সেসব কাজ পূর্ণ হয়ে যায়, যার কিছুটা অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছিল।'

...তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত প্রত্যক্ষ করাও আবশ্যক আর তার আগমন তোমাদের জন্য উত্তম কেননা তা স্থায়ী ব্যবস্থা । এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিছিন্ন হবে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) বলেন, "তোমাদের জন্য এটি এক অতি বরকতময় পদ্ধতি, তোমরা এই 'হাবলুল্লাহ্' (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার রজ্জু)-কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। কেবল আল্লাহ্ তাআলার এই রজ্জুই তোমাদের মত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। অতএব, শক্ত হাতে একে ধরে রেখো।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) বলেছেন, **"খিলাফত প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো জগতে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা।** আর আল্লাহ্ তাআলার অটল, অনড় অপরিবর্তনযোগ্য এ অঙ্গীকার বিদ্যমান খিলাফতের পুরস্কার প্রদানের পর তোমাদেরকে এই পুরস্কার দেয়া হবে, তোমরা আমার ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না, পূর্ণ একত্ববাদের অনুসারী হয়ে তোমরা আমার ইবাদত করে যাবে আর আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে থাকবে। এই সেই শেষ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি যা আহমদীয়া জামা'তকে প্রদান করা হয়েছে। আর আমি নিশ্চিত, আর আমরা যেসব দৃশ্য অবলোকন করেছি যার ফলশ্রুতিতে আমাদের মনে বেদনা-ধারার সমান্তরালে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ধারাও বয়ে চলেছে। এসব দৃশ্য এত অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক যা জগতের অন্য কোন জাতির মাঝে কল্পনাও করা যায় না! এ বিশ্বে আহমদীয়া জামা'তের যে অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে তা অন্য কোন দলের নেই। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র ওপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল রেখে বিশ্বাস করি তিনি আহমদীয়া খিলাফতকে কখনও ধ্বংস হতে দিবেন না। একে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী করে রাখবেন। সতেজ, টাটকা, সদা সুগন্ধময় সুগন্ধীর স্পর্শে সুরভিত রেখে তিনি একে সবসময় সেই 'পবিত্র বৃক্ষের' মত করে লালন করবেন যার বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকার বিদ্যমান। এটা এমন এক 'পবিত্র বৃক্ষ' যার শেকড় দৃঢ় ভাবে মাটির গভীরে গেড়ে দেয়া আছে জগতের কোন শক্তি একে উপড়ে ফেলতে পারবে না। আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিজ গন্ডীতে একটি পৃথক বিষয়। এটি এক অনন্ত অক্ষয় বিষয়। এটি কোন ব্যক্তি-সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এটা পূর্বের কোন ব্যক্তি-সত্তার সাথেও সম্পর্কিত ছিল না, আমার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ও নয় আর ভবিষ্যতের কোন খলীফার সাথেও সম্পর্কিত নয়। বরং এটা খিলাফতের পদমর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। এ দিকটি এক জীবন্ত ও স্থায়ী আঙ্গিক যা ইনশাআল্লাহ্ কখনও শেষ হবার নয়। তবে একটি শর্ত রয়েছে, আর তা হলো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বানানোর অঙ্গীকার করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি তোমাদেরকেও কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। আমরা দোয়া করি আর আজীবন আমাদের চেষ্টা থাকবে জামা'ত যেন চিরকাল নেকীতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব জামা'ত যদি দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাআলার এ অঙ্গীকার আমাদের সাথে আজীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা করে যাবে। আহমদীয়া খিলাফত সগৌরবে সেই 'পবিত্র বৃক্ষের' মত গগনচুম্বী ডালপালা মেলে বেড়ে উঠবে।"

এ প্রসঙ্গে হুযূর রাবে' (রাহে.) আরও বলেছেন, আমি আপনাদেরকে উপদেশ

দিচ্ছি, আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে এ নিয়ামত প্রদান করেছেন অথচ আপনারা কীভাবে এর ভাগী হলেন তা-ও জানতেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আপনারা পুনরায় এ নিয়ামত লাভ করেছেন, তাই এ নিয়ামতকে স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তাআলা নিজ অনুগ্রহে এ নিয়ামত অবতীর্ণ করেছেন। আর ঐশী নিয়ামত ছাড়া মানুষের মাঝে আত্মার বন্ধন সৃষ্টি করা যায় না। আপনারা যদি আপনাদের মন থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অস্তিত্বকে মুছে দেন তাহলে আপনাদের কেউই অপরের কোন পরওয়া করবে না। খিলাফত এ সম্পর্কটিকেই আরও সুদৃঢ় করে চলেছে। এ সম্পর্ক প্রথমে খিলাফতের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় তারপর বিস্তৃতি লাভ করে।' হুযূর (রাহে.) জামা'তকে ঐক্যের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন ঃ 'অতএব আপনাদের ঐক্যবদ্ধ করার সেই ঐশী অনুগ্রহ আজ আরেক ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।' সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যার কৃপায় আমরা আজ পুনরায় সেই একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি। 'আজ আমরা পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেছি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! এবার যখন ভাই ভাই হয়েছো কিয়ামত পর্যন্ত তিনি তোমাদের এই ভ্রাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, ইনশাআল্লাহ্। তোমরা বিনয়ের সাথে খোদা তাআলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জীবন কাটাতে থাকলে কেউই তোমাদের কাছ থেকে এই নিয়ামতকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

হুযূর (রাহে.) বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের একটা সুসংবাদ দিচ্ছি, তা হলো, এখন থেকে আহমদীয়া খিলাফত কখনও কোন বিপদের সম্মুখীন হবে না। এই জামা'ত খোদার দৃষ্টিতে পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছে। কোন শত্রুর কু-দৃষ্টি বা ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা এ জামা'তের চুল পরিমাণও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর আহমদীয়া খিলাফত ইনশা আল্লাহ্ তাআলা সেভাবে সগৌরবে শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে যাবে যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ জামা'ত কমপক্ষে এক হাজার বছর জীবিত থাকবে। তাই অনেক দোয়া করুন, ঐশী প্রশংসা গেয়ে যান আর আপনাদের অঙ্গীকার নবায়ন করুন।'

হে বিদায় গ্রহণকারী! আজ আমরা সবাই সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি এ প্রিয় জামা'তকে যে সুসংবাদ দিয়েছিলে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর এ জামা'ত খিলাফত প্রতিষ্ঠাকল্পে ও একে শক্তিশালী করতে আজ পুনরায় সীসাগলিত প্রচীরের মত এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ জামা'ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন উদাহরণ স্থাপন করেছে যার তুলনা ধরা-পৃষ্ঠে পাওয়া যায় না।

হে খোদা, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি চিরকালের মত এবারও নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোমার প্রিয় জামা'তের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি রেখো (আমীন)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ 'আমি বড় দাবী ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এক্ষেত্রে আমারই বিজয় অবধারিত। যতদূর আমি আমার দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছি সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার পদতলে সমর্পিত দেখতে পেয়েছি। আর নিকট ভবিষ্যতে আমি মহান বিজয় লাভ করতে যাচ্ছি। কেননা আমার কথার সমর্থনে আরেকজন কথা বলছেন। আমার হাতকে শক্তিশালী করতে এমন একটি হাত ক্রিয়াশীল যা জগত দেখতে পায় না; কিন্তু আমি তা দেখি। আমার মাঝে এক ঐশীচেতনা কার্যকর যা আমার প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষরকে জীবন্ত করে তুলেছে। আর আকাশে এক বিরাট আলোড়ন ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যা এ মাটির ঢেলাকে একটি পুতুলের মত দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।'

'আমি আপনাদের একটা সুসংবাদ দিচ্ছি, তা হলো, এখন থেকে আহমদীয়া খিলাফত কখনও কোন বিপদের সম্মুখীন হবে না। এই জামা'ত খোদার দৃষ্টিতে পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছে। কোন শত্রুর কু-দৃষ্টি বা ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা এ জামা'তের চুল পরিমাণও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর আহমদীয়া খিলাফত ইনশা আল্লাহ্ তাআলা সেভাবে সগৌরবে শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে যাবে যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ জামা'ত কমপক্ষে এক হাজার বছর জীবিত থাকবে।

তিনি (আ.) আরও বলেন ঃ "খোদা **তাআলা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, 'শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে বিজয় দান করবো আর প্রত্যেক অভিযোগ থেকে তোমাকে দায়মুক্ত করবো। আর তুমি বিজয়ী হবে। আর বিরোধীদের ওপর তোমার জামা'ত কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় লাভ করবে।' আরও বলেছেন, 'আমি অনেক শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তোমার সত্যতা প্রকাশ করবো'।"**

পরিশেষে আমি আবারও দোয়া করার আহ্বান জানাচ্ছি, আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন, বেশি করে দোয়া করুন, খোদা তাআলা আমার মাঝে যেন এমনসব গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয় জামা'তের সেবা করতে পারি আর আমরা যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হতে পারি (আমীন)।

গতকাল এক বন্ধু দোয়া দিয়ে চিঠি লিখেন আর তার লেখাটি আমার বেশ ভাল লেগেছে। তিনি লিখেছেন, আপনার মাঝে যদি খিলাফতের গুরুভার বইবার যোগ্যতা না-ও থেকে থাকে, আমি দোয়া করি, খোদা তাআলা যেন আপনার মাঝে তা সৃষ্টি করে দেন। নিঃসন্দেহে দোয়ার মাধ্যমে ও খোদা তাআলার অনুগ্রহে আমাদের এ কাফেলা সাফল্যের সাথে নিজ গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। আপনাদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। তবে একটি বিষয়ে এখনই আমি পরিষ্কার করে বলে দিই আর তা হলো, জামা'তের ঐশী ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতের একটি নিজস্ব সম্মান ও পবিত্রতা রয়েছে, যা আপনাদেরকে কখনই প্রকাশ্যভাবে বৈঠকে বসে খলীফার মাঝে অমুক দুর্বলতা আছে বা তমুক বিষয়ে অভাব বিদ্যমান' -এ ধরনের কথা ছড়ানোর অনুমতি দিবে না। আপনারা আমার দুর্বলতা সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করুন, সাধ্যানুযায়ী সেগুলো দূর করার চেষ্টা করবো। কিন্তু বৈঠকে প্রকাশ্যভাবে অনর্থক কথাবার্তা যারা বলবেন তাদের বিরুদ্ধে জামা'তী ব্যবস্থাপনা নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নিবে আর এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাই আমার আবেদন হলো, দোয়ায় রত থাকুন আর দোয়ার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করুন আর আমরা যেন সবাই মিলে ইসলামের বিজয়ের দিন দেখি (আমীন) *[পুনর্মুদ্রিত]*

অনুবাদঃ **মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**, মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশী পরিকল্পনায় খলীফা নির্বাচিত হলেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ

আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বেনাসরিহিল আযীয

মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন, শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে ইস্তেখলাফে মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন–যতদিন তারা সৎকর্মের উচ্চ মানদন্ডকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে, ততদিন তিনি তাদেরকে খিলাফতের পুরস্কার দান করবেন। এ আয়াতে এই বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে, "খলীফা স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা নির্বাচন করেন। যদিও মু'মিনদেরকে সম্মান

পূর্বক এ সুযোগ দেয়া হয়, যেন নির্বাচনের সময় তারা তাদের নিজস্ব রায় প্রকাশ করে। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই, ঐ সময় মু'মিনদের হৃদয় আল্লাহ্ তাআলার ঐশী হস্তক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ঐ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করে, যাকে মূলত: খোদা তাআলা পূর্ব থেকেই নির্বাচন করে রেখেছেন।

মু'মিনদের জামা'তের প্রতি এটাও আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ, তিনি তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি, ঈমানের দৃঢ়তা ও অগ্রগতির জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কোন কোন পুরুষ অথবা মহিলা, এমনকি ছোট ছোট শিশুকিশোরদেরকেও এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন। যাতে ঐ খোদায়ী তকদীর প্রকাশের পর তারা এ বিষয়ে সাক্ষী হয় আর এটা অন্য মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

অপরদিকে ঐ সোভাগ্যশালী লোকদের রীতিও সর্বদা এটা হয়, তারা খোদা তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই বিষয়কে কখনও সময়ের পূর্বে সর্বসাধারণের কাছে বলে বেড়ান না। বরং এটাকে একটি পবিত্র আমানত মনে করে নিজের মাঝে অথবা নিজের একান্ত আপনজনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। আর এটাই এর সঠিক রীতি।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে এক মহান মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন সেখানে এটাও বলেছেন, **'ইয়াতাযাওওয়াজু ওয়া ইউলাদু লাহু'** অর্থাৎ ইমাম মাহদী বিয়ে করবেন এবং খোদা তাআলা তাঁকে আজিমুশ্‌শান সন্তানও দান করবেন। অন্য এক হাদীসে বলেছেন–

'লাউ কানাল ঈমানু ইনদাস্ সুরাইয়্যা লানালাহু রিজালুন আও রাজুলুন মিন হাউলায়ে' অর্থাৎ ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও চলে যায় তবুও তাদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি সেটিকে নামিয়ে নিয়ে আসবে। (বুখারী)

অর্থাৎ এতে স্পষ্ট-রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সন্তান হবে। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন আর তাঁর (আ.) মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করবেন। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ছেলে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা, পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) তৃতীয় খলীফা, আরেক পৌত্র হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) চতুর্থ খলীফা এবং প্র-পৌত্র হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন।

পঞ্চম খিলাফতের বরকতমন্ডিত যুগের সূচনার পূর্বেও আল্লাহ্ তাআলা নিজ ফযল ও অনুগ্রহে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে এ সুসংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন যে, মাসরূর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম করে আল্লাহ্ তাআলা জানিয়েছেন– **'ইন্নী মায়াকা ইয়া মাসরূর'** "হে মাসরূর আমি তোমার সাথে আছি।" এ ছাড়াও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পুত্র ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর দাদা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) সম্পর্কে এ ইলহাম লাভ করেছেন– **'ওহ্ বাদ্‌শা আয়া'** "সেই বাদশাহ্ এসেছে"। আরেকটি কাশফে তাঁকে দেখান এবং সম্বোধন করে বলেন, **'আব তু হামারী জাগাহ্ ব্যায়ঠ আওর হাম চলতে হ্যাঁ'** "এখন তুমি আমার স্থলে বস আর আমি যাই।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৯৭ সালের ১২ ডিসেম্বরের খুতবায় বলেন–"যখন আমি তাঁর (অর্থাৎ মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব-লেখক) পুত্র মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে নাযেরে আ'লা ও আমীর মোকামী নিযুক্ত করি তখন উক্ত ইলহামটির দিকেও আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), আমার পক্ষ থেকে যেন তাঁকে বলছেন–"এসো, তুমি আমার জায়গায় বসো।"

হুযূর (রাহে.) আরও বলেন– "তারপর, তাঁর **পুত্র (অর্থাৎ মির্যা মনসুর আহমদ সাহেবের পুত্র) মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব যিনি পরবর্তীতে নাযেরে আলা এবং সদর উমুমী (আমীর মোকামী) নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর জন্যও দোয়া করুন, তাঁকেও যেন আল্লাহ্**

তাআলা সত্যিকার স্থলাভিষিক্তস্বরূপ সাব্যস্ত করেন। "তু হামারি জাগাহ্ ব্যায়ঠ জা" (তুমি এখন আমার জায়গায় এসে বসো) সংক্রান্ত বিষয়বস্তু যেন তাঁর ওপরও পুরোপুরি প্রযোজ্য হয়, সত্য সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্ স্বয়ং যেন সর্বদা তাঁর রক্ষক ও সহায়ক হন।"

পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ফযল ও অনুগ্রহে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাস্বরূপ ২২ এপ্রিল ২০০৩ সালে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হন।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত আহমদীয়া জামা'তের সাধারণ সদস্যগণও হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফা হচ্ছেন এ বিষয়টা তিনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই সুস্পষ্টরূপে স্বপ্নে দেখেছেন। তাদের মধ্যে শত শত পুরুষ, মহিলা ও শিশু কিশোর রয়েছেন। নমুনা স্বরূপ তা থেকে কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো।

জার্মানী

আকরামুল্লাহ্ সাহেব চিমা, জার্মানী থেকে হুযূর (আই.)কে সম্বোধন করে লিখেন–"সম্ভবত ১৯৯১ সালের দিকে খাকসার দেখেছি–আপনি আমাদের রাবওয়ার ঘরে এসেছেন। আপনার মাথায় খলীফার পাগড়ি পড়া ছিল। আর পোশাকও খলীফার। আমি আপনাকে হুযূর সম্বোধন করেছি। আমি বললাম, হুযূর আপনি একাই এসে গেছেন? কোন বডিগার্ড সাথে নেই? পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুযূর এটা কিভাবে হলো? আপনি বললেন, আমার আল্লাহ্র ফযলে। অল্পক্ষণের মধ্যে মনে হলো, আপনার আত্মা আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য আসমানে চলে গেছে। আমি আপনার বাহুতে ধরে নাড়া দিলাম। আপনি চলতে শুরু করলেন।

স্বপ্নের সময় আপনার নাম আমাকে বলা হলো–"**মাসরূর আহমদ**"। এর আগে আমি আপনাকে কখনও দেখিনি। দশ বছর পরে যখন আমি রাবওয়াতে গেলাম, তখন আপনাকে দেখলাম। খোদার কসম, অবিকল আপনিই ছিলেন। স্বপ্নে আমি আপনার চেহারায় এতো নূর দেখলাম যার পূর্বে কখনও আমি এমন দেখিনি।"

মুকাররম আব্দুল্লাহ্ সিপার সাহেব, জার্মানী। তিনি হুযূর (আই.)-এর নামে লিখা চিঠিতে তাঁর দু'টি স্বপ্নের বর্ণনা দেন তার মধ্যে একটি হল–

তিনি লিখেন, "হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর ইন্তেকালের একদিন পর আমার মেয়ে মরিয়ম, যার বয়স ১৩ বছর, সে দেখলো হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব খলীফা হয়ে গেছেন।"

রাবওয়া, পাকিস্তান

মুকাররমা আমাতুল মুসাব্বির সাহেবা, দারুল উলুম পূর্ব, রাবওয়া ২১ জানুয়ারী ২০০৪ এ বর্ণনা করেন–

"আমি আমার এক স্বপ্ন বর্ণনা করতে যাচ্ছি যা আমি ২৩ এপ্রিল ২০০২ সালে দেখেছি। আমি স্বপ্নে দেখেছি–খুতবা শুনছি যা খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় তখন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খুতবা দেয়া শুরু করলেন। আমি যখন খুতবা শুনতে বসলাম। দেখলাম, আমি একা। কিন্তু যখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) অদৃশ্য হলেন তখন দেখলাম আমার সামনে অনেক মহিলা বসে আছেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম–এটা কি হলো? একটু আগেই তো খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) খুতবা দিচ্ছিলেন। এখন যিনি খুতবা দিচ্ছেন তিনি কে? ঐ মহিলারা আমাকে বললো–তুমি কি জান না, **তিনি মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব, যিনি আমাদের খলীফা**। এই স্বপ্ন আমি ২৫ এপ্রিল ২০০২ সালে নিজ বাড়িতে গিয়ে আমার চাচাতো বোনকে শুনাই। তিনি বললেন, এ স্বপ্ন তোমার কাছে আল্লাহ্ তাআলার আমানত। এটা এখন কাউকে শুনাবে না।"

ফিলিস্তিন

মুকাররম মোহাম্মদ শরীফ আওদা সাহেব, আমীর, আহমদীয়া জামা'ত কাবাবীর, ফিলিস্তিন, আরবী ভাষায় তাঁর মে ২০০৫ এর চিঠিতে লিখেন –

"২০০২ সালের মে মাসে আমি এক ফিলিস্তিনী বন্ধুর সাক্ষাত করে বললাম, এই বছর U.K এর জলসা সালানায় তুমিও চল। সে বললো, আমি তোমাকে ইস্তেখারা করে জানাব। কয়েকদিন পর সে বললো–আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি লন্ডনে গিয়েছি। খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাতও করেছি। কিন্তু হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সাথে নয়। বরং অন্য কোন খলীফার সাথে। আর ঐ বন্ধু (আমজাদ কামীল) ঐ খলীফার চেহারা মুবারকের বর্ণনা দিতে শুরু করলো। তাঁর দাঁড়ি ছোট, তাঁর চোখ এমন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বললাম, আমি এটা শুনতে চাই না, তবে আমার মনে হচ্ছে হয়তো এটা খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মৃত্যুকে ইঙ্গিত করছে। মূলতঃ আমি এই স্বপ্নকে ভুলে গেলাম।

যখন ২০০৩ এর এপ্রিলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ইন্তেকাল হলো। আর মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব আমাকে ফোন করে ইন্তেখাবে খিলাফত (খিলাফত নির্বাচন কমিটি) কমিটির সদস্য হওয়ার সংবাদ দিলেন, তখন এ গুরু দায়িত্বের উপলব্ধিতে আমি খুবই অস্থির ও বিচলিত হয়ে গেলাম। অনেক-অনেক দোয়া করলাম। যখন লন্ডনে পৌঁছে মাগরীব ও এশার নামাযের পর নির্বাচনে উপস্থিত হওয়ার লক্ষ্যে মসজিদে প্রবেশের জন্য লাইনে সাড়িবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তখন দেখলাম, আমি যাঁকে খলীফা হবার জন্য ভোট দিতে যাচ্ছি তিনি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি যাঁকে খলীফার জন্য ভোট দিব, তাঁর সামনে আমার দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। তাই আমি ঐ লাইন থেকে বের হয়ে পিছনে চলে আসি। এই সময় দুই ব্যক্তি আসলেন। একজন চৌধুরী হামিদুল্লাহ সাহেব আর অন্য জনকে আমি চিনতাম না। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকের মত দ্রুতবেগে এই ব্যক্তি আমার হৃদয়ে স্থান করে নিলেন। আর আমি ভাবতে লাগলাম তিনি কে? আমার অবস্থা এমন হলো, মনে হলো চিন্তা ও অস্থিরতায় শেষে মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই আমি মরে যাবো।

সভা চলাকালীন সময়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম- তিনি তো ঐ ব্যক্তি যাঁর ছবি আমার হৃদয়ে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং নির্বাচনের সময় যখন আমি তাঁকে ভোট দেয়ার জন্য হাত তুললাম তখন দেখলাম অধিকাংশই তাঁকে ভোট দিয়েছেন। চিন্তার অবস্থা দূর হতে লাগলো, আর এতো আনন্দিত হলাম যে, জীবনে এত আনন্দ আর কখনো পাইনি। ফিলিস্তিনে ফিরে এসে মুকাররম হানী তাহের সাহেবের ঘরে মুকাররম আমজাদ কামীল সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলো। তার ঘরে M.T.A নেই। তিনি এখনও হুযূর (আই.) এর ছবি দেখেন নি। এই সাক্ষাতে আমি তাঁকে হুযূর (আই.)-

এর ছবি দেখালাম। তিনি তখন নির্দ্বিধায় বললেন, উনি তো ঐ ব্যক্তি, যাঁর সাথে আমি স্বপ্নে সাক্ষাত করেছি। এমনকি কোট ও চেহারাও এমনই ছিল।"

ভারত

মুকাররম মোহাম্মদ দাউদ নোমান, হায়দারাবাদ, অন্ধ্র প্রদেশ। তিনি লিখেন "১২ এপ্রিল রাত সবাই M.T.A-তে Live সম্প্রচার দেখছিল, আমিও দেখছিলাম। অনেক দোয়াও করছিলাম, কেননা "মজলিসে ইন্তেখাবের" সভা হচ্ছিল আর নির্বাচন চলছিল। এই সময় নিয়্যত অনুযায়ী আমি রাত সোয়া দুইটা থেকে আড়াইটার মধ্যে নফল আদায় করি। এরপর অভ্যাসানুযায়ী ছোট ছোট আরবী দোয়া পড়ি। আর উঠার সময় যখন আমি জায়নামায উঠাতে আমার হাত সামনে বাড়ালাম তখন হঠাৎ একটি পরিষ্কার দৃশ্য আমি দেখলাম। দৃশ্যটি ছিল, তিনটি হাত আমি দেখি। এতে দু'টি হাত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ছিল। আর তৃতীয় হাতটি নতুন খলীফার। আর এটাও দেখলাম, যে আংটি হুযূর (রাহে.) নিজের ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে পড়তেন, সেটা তিনি নতুন খলীফার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে পড়িয়ে দিয়েছেন। আর আমি এই নতুন হাতের বাহিরের অংশে একটি "কাল" দাগ দেখলাম। এই ঘটনার প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে যখন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক বয়আত নেয়ার পর দোয়া করার জন্য হাত তুললেন। তখন আমি খুব ধ্যান করে হুযূর (আই.) এর ডান হাতের ছোট আঙ্গুলে একটি দাগ দেখতে পেলাম। যা আমরা সবাই দেখেছি।"

হল্যান্ড

মুকাররম নঈম আহমদ সাহেব ওয়ারাইচ, মিশনারী ইনচার্জ হল্যান্ড। ২ জুন ২০০৫ এর এক চিঠিতে হুযূর (আই.)কে লিখেন–

"পঞ্চম খলীফার নির্বাচনের একদিন পূর্বে খাকসার ফজরের নামায পড়ে শুয়েছি। তখন এমন একটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো যা জীবনে কখনও হয়তো ভুলতে পারবো না। হুযূর (আই.) ও মোহতরম সাইয়্যিদ খালিদ আহমদ শাহেদ শাহ্ আপনারা দু'জন দাঁড়িয়ে আছেন। আসমান থেকে এক উজ্জ্বল আলোক রশ্মি হুযূর (আই.)-এর চেহারা মুবারকে সম্পাতিত হচ্ছে। আর আপনার চেহারা আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে। এরপর আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে গেল যে, আহমদীয়া জামা'তের পঞ্চম খলীফা–হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব।"

আসমান থেকে আলো পতিত হবার পর ঠিক যেমনটা দেখাচ্ছিল। আজ হুযূর (আই.) এর চেহারা মুবারক তেমনিই।

আমেরিকা

মুহতরমা আমাতুল লতিফ ভেরবী সাহেবা (ডাঃ করীম উল্লাহ্ সাহেব ভেরবীর স্ত্রী) নিউজার্সি, আমেরিকা। ১৪ নভেম্বর ২০০৫ এর চিঠিতে লিখেন–

"হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯ এপ্রিল ২০০৩-এ মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরের দিন ২০শে এপ্রিল ভোরে ফজরের নামাযের পর দ্বিতীয়বার যখন শুইলাম তখন নিদ্রা এসে গেল। স্বপ্নে দেখলাম নতুন খলীফার নির্বাচন হচ্ছে। আর ঘোষণা হলো, **হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ নতুন খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন**। এরপর চোখ খুলে গেল। সকালে এ স্বপ্ন আমি আমার স্বামী ডা. করীম উল্লাহ্ ভেরবীকে শুনালাম। পরে, দিনের বেলায় যখন আমার ভাই আতাহার মালেকের ফোন আসলো তখন তাকেও স্বপ্নটি শুনালাম।"

কানাডা

মুকাররমা বুশরা আব্বাস সালমান সাহেবা, ওন্টারিও কানাডা থেকে হুযূর (আই.) কে চিঠিতে লিখেন–

"আমার এক ভাবীর নাম মুবাশ্বেরা। আমেরিকার রাচিষ্টারে তিনি বসবাস করছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, তার ফুপুজান যার নাম আয়েশা, তিনি তাকে স্বপ্নেই বলছেন, মুসলিমের পুত্র উমরকে বলে দাও, **মাসরূরের নির্বাচন হয়ে গেছে**। মুসলিম আমার বড় দুলা ভাই। আর উমর তার ছেলে। সে নরওয়ে জামা'তের সদস্য।"

বাহরাইন

বাহরাইন থেকে মুকাররমা বুশরা তায়্যিবা ইউসুফ সাহেবা ২৩ এপ্রিল ২০০৩ সালে হুযূরের খেদমতে প্রেরিত চিঠিতে লিখেন–

"আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বিচ্ছেদের যাতনা ও উৎকণ্ঠার মুহূর্তে আমি খুবই ভেঙ্গে পড়েছিলাম। বার বার তন্দ্রা আসছিল, আর আমার মুখে এ শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল–**'মাসরূর আহমদ, মাসরূর আহমদ'**। আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় ও মস্তিষ্কে এই অনুভূতি বিদ্যমান ছিল।"

ইংল্যান্ড

মুকাররমা তাহেরা আহমদ সাহেবা, স্বামী আজিজুর রহমান সাহেব। তিনি হার্ডরোজ ফিল্ড, ইংল্যান্ড থেকে ২৫ এপ্রিল ২০০৩ সালের চিঠিতে লিখেন, যার অনুবাদ হল–"১৬ এপ্রিল ২০০৩ সালের বুধবারে স্বপ্নে আমি এ শব্দ শুনেছি–জুমুআর পরে উদাসী (বিষণ্ন) হয়ে যাবে। এরপর ১৯শে এপ্রিল হুযূর (রাহে.)-এর মৃত্যু হল, ২১ এপ্রিল সোমবার কারো আওয়াজ শুনি। আওয়াজ ছিল **"মাসরূর আহমদ"** আমি বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কে? এই সময় আমার চোখ খুলে গেল।"

কাদিয়ান

পরলোকগত দরবেশের এক মেয়ে, **মুকাররমা সাফিয়া হালিমা ইসমাঈল সহেবা,** কাদিয়ান থেকে ১৫ অক্টোবর ২০০৩ সালের চিঠিতে লিখেন–

"২৩ এপ্রিল ২০০৩ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে তিনটা বাজে, তখন আমার স্বামী আমার দেবরকে ঘুম থেকে জাগালেন। সে তখন নিজের কামরা থেকে উঠে আসলো। কিন্তু ঘুমের ভাব তখনও তার মাঝে ছিল। সে বলতে লাগলো–আমি দেখলাম, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এসেছেন আর বলছেন, **ইনি নাযেরে আ'লা রাবওয়া, যিনি আপনাদের খলীফা হবেন**। এটি যখন দেখছিলাম তখনই আপনারা আমাকে জাগিয়ে দিলেন। এর এক ঘন্টা পর M.T.A-তে এমনই ঘোষণা হলো। আমরা খোদা তাআলার এই ঐশী সমর্থনে খুবই খুশী ছিলাম ও দোয়া করছিলাম।"

(তথ্য সংগ্রহ : দৈনিক আল ফযল-রাবওয়াহ্, সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান, তাশহিযুল আযহান, পাক্ষিক আহমদী)

এক নজরে

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

মাওলানা মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

বংশপরম্পরা: হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন সৌভাগ্যবান বংশধর। কেননা আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিয়ামত স্বরূপ যে ক'জন সন্তান দান করেছিলেন–হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ও হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)ও তাদেরই শামিল এবং আমাদের বর্তমান ইমাম ও প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর দৌহিত্র এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) এর পৌত্র। আত্মীয়তার এই সম্পর্কের দিক থেকে তিনি (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্র। এটি সেই কল্যাণমন্ডিত বংশ, যে বংশ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ঈমান যদি সুরাইয়্যা নক্ষত্রেও চলে যায় তবুও পারস্য বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তি বা পারশ্য বংশের লোকেরা তা পুণরায় ফিরিয়ে আনবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক ইলহামে এই বংশের লোকদেরকে আল্লাহ্ তাআলা ***"আবনায়ে ফারেস"*** নামে অভিহিত করে বলেছেন, হে পারস্যের সন্তানেরা! তৌহিদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। অর্থাৎ পারশ্য বংশের মাধ্যমেই তৌহিদ প্রতিষ্ঠা পাবে।

শৈশবে হুযূর (আই.)

পুণ্যবান পিতামাতা ঃ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত পিতা সাহেবযাদা হযরত মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব। যিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তানের সাবেক নাযেরে আলা ছিলেন। তিনি ১৯১১ সালের ১৩ মার্চ হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল তিনি রাবওয়ার আমীর মুকামীও ছিলেন। তিনি ১৯৯৭ সালের ১০ ডিসেম্বর মৃত্যু বরণ করেন। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিতা মাতা হচ্ছেন, হযরত সাহেবযাদী নাসেরা বেগম সাহেবা যিনি ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হযরত বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯৩৪ সালের ২রা জুলাই তারিখে সাহেবযাদা হযরত মির্যা মনসুর আহমদ সাহেবের সাথে তাঁর বিয়ের এলান করেন এবং একই বছর ২৬ আগষ্ট তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

জন্ম ও শিক্ষা দীক্ষা ঃ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ১৯৫০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব এবং হযরত সাহেবযাদী মির্যা নাসেরা বেগম সাহেবার ঘরে পাকিস্তানের রাবওয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ভাই বোনদের মাঝে বয়সে সবচেয়ে ছোট। তাঁরা দুই ভাই ও দুই বোন। তিনি খিলাফতের ছায়ায় বড় হয়েছেন, নেক পিতামাতার আদরে প্রতিপালিত হয়েছেন এবং সুস্থ সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশে শিক্ষা-দীক্ষা ও তরবীয়ত লাভ করেছেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে ডিগ্রী পর্যন্ত রাবওয়াতেই পড়াশোনা করেন। তিনি রাবওয়ার তালীমুল ইসলাম স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন এবং তালীমুল ইসলাম কলেজ হতে বি,এ, পাশ করেন, এরপর তিনি ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি অর্থনীতিতে মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করেন।

বিয়ে ও সন্তান-সন্ততি ঃ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মুহ্তরম সৈয়্যদ দাউদ মোযাফ্ফর শাহ্ সাহেব ও মুহ্তরমা সাহেবযাদী মরহুম আমাতুল হাকীম সাহেবার সুযোগ্য কন্যা হযরত সৈয়্যদা আমাতুস্ সুবুহ বেগম সাহেবা (আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন)-কে ১৯৭৭ সালের ৩১ জানুয়ারী বিয়ে করেন এবং ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ তাঁদের বৌ-ভাত অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে একজন ছেলে ও একজন মেয়ে দান করেছেন। তাঁর মেয়ের নাম মুকাররমা

যৌবনে হুযূর (আই.)

আমাতুল ওয়ারেছ ফাতেহ্, যিনি ইন্ডিয়া ডেস্ক, লন্ডনের ইনচার্জ মুকাররম ফাতেহ আহমদ সাহেবের পবিত্র স্ত্রী। হুযূর (আই.)-এর ছেলের নাম মুহতরম সাহেবযাদা মির্যা ওয়াক্কাস আহমদ সাহেব, ইনি লন্ডনেই থাকেন।

ওয়াকফে জিন্দেগী ও আফ্রিকা যাত্রা ঃ হুযূর (আই.) ১৯৭৭ সালে ওয়াক্ফ করেন এবং নুসরাত জাঁহা স্কিমের অধীনে পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা তাঁর কর্মস্থল হিসেবে নির্ধারিত হয়। ১৯৭৭ সালের আগষ্ট মাসে তিনি ঘানায় পৌঁছেন এবং সেখানে তিনি ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জামা'তের সেবা করেন। প্রথম দুই বছর তিনি আহমদীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সালাগা-এর প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন, এরপর সাড়ে তিন বছর তিনি আকমফী টি. আই. আহমদীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইসারচার-এর প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছিলেন এবং পরবর্তীতে প্রায় দুই বছর টিমালিতে আহমদীয়া এগরিকালচারাল ফার্মের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। এই দায়িত্ব পালনের সময় তিনি ঘানার মাটিতে গম চাষের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সফলতা লাভ করেন।

পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও জামা'তি খেদমত ঃ হুযূর (আই.) ১৯৮৫ সালে ঘানা হতে পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং একই বছর ১৭ মার্চ তারিখে তিনি তাহ্‌রীকে জাদীদ রাবওয়া পাকিস্তানের নায়েব ওয়াকীলুল মাল হিসেবে জামা'তী খেদমত শুরু করেন। নয় বছর পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন, এরপর ১৯৯৪ সালে ১৮ জুন তারিখে তিনি আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া, পাকিস্তানের নাযের তালিম হিসেবে যোগ দেন। এই বিভাগে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলতে চাই, হুযূর (আই.) যে কয়েক বছর এই পদে ছিলেন সে কয়েক বছর নুসরাত জাঁহা স্কুল ও কলেজের S.S.C এবং H.S.C পরীক্ষায় শতকরা ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীই পাশ করে, যা এখন পর্যন্ত রেকর্ড। ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি নাসের ফাউন্ডেশন রাবওয়ার চেয়ারম্যান ছিলেন এবং একই সময় তিনি রাবওয়ার সৌন্দর্য্য বর্ধন কমিটির প্রধান ছিলেন। এই যুগেই তিনি রাবওয়ার গুলশানে আহমদ নার্সারীকে বৃহৎ পরিসরে গড়ে তুলেন এবং রাবওয়ার সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেন, যার ফলশ্রুতিতে এক সময়ের বিরান রাবওয়ায় আজ যেন এক সবুজের মেলা বসেছে। যেখানে ঘাস পর্যন্ত জন্মাত না সেখানে আজ রকমারি ফুল ফোটে; দপ্তরগুলোর দিকে চোখ পড়লেই মনে হয়, কেউ যেন রং বেরং-এর ফুল দিয়ে বাসর সাজিয়ে রেখেছে। যা হোক এরপর ১৯৮৮ হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি রাবওয়া কাযা বোর্ডের সদস্য ছিলেন, আর এভাবেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম **"আভি তো উসনে কাযী বানা হ্যাঁয়"** অর্থাৎ, এখন তো সে কাজী হয়েছে, তাঁর (আই.) সত্তায় বাহ্যিক ভাবে পূর্ণতা পায়। ১৯৯৮ সালের আগষ্ট মাসে তিনি সদর মজলিস কারপরদায মনোনীত হন।

নাযেরে আ'লা ও আমীর মুকামী ঃ হুযূর (আই.) তাঁর পিতা হযরত মির্যা মনসুর আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর ১৯৯৭ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে সদর আঞ্জুমানে আহদীয়া পাকিস্তানের নাযেরে আ'লা এবং রাবওয়ার আমীর মুকামী

আকামফী টি.আই. আহমদীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইসারচার, ঘানা
হুযূর (আই.) এই স্কুলে প্রায় ৫ বছর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন

এ ঘরে হুযূর (আই.) কৃষি খামারের জিনিসপত্র রাখতেন

মনোনীত হন এবং ইন্তেখাবে খিলাফতের (খিলাফত নির্বাচনের) পূর্ব পর্যন্ত এ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অঙ্গ সংগঠনের সেবা ঃ হুযূর আনোয়ার (আই.) কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান ও মজলিস আনসারুল্লাহ পাকিস্তানের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মার্কাযিয়ার মুহতামিম সেহেত ও জিসমানী ছিলেন, এরপর ১৯৮৪-৮৫ সালে তিনি মোহতামিম তাজনীদ ছিলেন, ১৯৮৫-৮৬ হতে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি মোহতামিম মজলিসে বেয়রূন ছিলেন এবং ১৯৮৯-৯০ সালে তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের নায়েব সদর ছিলেন। ১৯৯৫ সালে তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তানের কায়েদ যেহানত ও সেহেতে জিসমানী ছিলেন এবং এরপর ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি কায়েদ তালীমুল কুরআন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আসীরানে রাহে মাওলার সম্মান ঃ ১৯৯৯ সালের ৩০ এপ্রিল একটি মিথ্যা মামলায় হুযূর আনোয়ারকে গ্রেফতার করা হয় এবং ঝং কারাগারে কয়েদ করা হয়, পরবর্তী মাসের ১০ তারিখে তিনি মুক্তি পান আর এভাবেই তিনি আসীরানে রাহে মাওলার সম্মান লাভ করেন।

খিলাফতের নির্বাচন ঃ ২০০৩ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) মৃত্যুবরণ করেন এবং দুই দিন পর ২২ এপ্রিল তারিখে মসজিদ বায়তুল ফযল লন্ডনে খিলাফতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং লন্ডন সময় রাত ১১টা ৪০ মিনিটে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের নাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) জামা'তের সকল সদস্যকে দোয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এই অগ্রযাত্রা শুরু করেন এবং তাঁরই সুদক্ষ নেতৃত্বে জামা'ত তার নিজ গন্তব্যের দিকে দ্রুত গতিতে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন এবং ইশায়াতে ইসলামের কাজে রুহুল কুদুসের মাধ্যমে সাহায্য করুন আর আমাদের সবাইকে তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(তথ্য সূত্র : তাশহীযুল আযহান, মাসরূর সংখ্যা)

Depale গ্রামের দৃশ্য- হুযূর (আই.) ঘানাতে অবস্থান কালে এখানে অবস্থিত জামাতের কৃষি খামারের তত্ত্বাবধান করতেন

সাহেবযাদা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর মহান চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্যের কয়েকটি দিক

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

[আমরা আমাদের কেন্দ্র রাবওয়া থেকে "মাসিক তাশহীযুল আযহান" ম্যাগাজিনের বিশেষ একটি সংখ্যা পেয়েছি যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর জীবনের বহু ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে হুযূর (আই.) কে একান্ত কাছে থেকে দেখা মানুষেরা ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন। ঐ "তাশহীযুল আযহান" সাময়িকী থেকে কয়েকটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো।

এতে হযরত আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাসরিহিল আযীয এর একান্ত কিছু ঘটনাবলী তাঁর সহধর্মিণী সৈয়্যদা আমাতুস্ সুবুহ্ বেগম সাহেবা বর্ণনা করেছেন। এখানে আমার নিজ ভাষায় তা সারাংশ আকারে লিখছি।]

হুযূর (আই.) খিলাফতের পূর্বে এবং খিলাফতে সমাসীন হওয়ার পরও সব সময় জামা'তের ওয়াকফে যিন্দেগী খাদেম (সেবক) হিসাবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কর্তব্য পালন করে চলেছেন। অত্যন্ত পরিশ্রম ও দায়িত্বশীলতার সাথে কর্তব্য পালনে রাত দিন ব্যস্ত থেকেছেন ও থাকছেন। কিন্তু তারপরও যখনই সময় সুযোগ হয় গৃহকর্মে অংশগ্রহণ করেন আর বেগম সাহেবাকে সাহায্য করেন। খলীফা হবার পর, একদিন সকালে বেগম সাহেবা অসুস্থ ছিলেন। হুযূর আনোয়ার নিজ হাতে নাসতা বানিয়ে বেগম সাহেবাকে নাসতা করিয়ে তারপর নিজে নাসতা করে অফিসে গেলেন। অনুরূপভাবে, যখন যা প্রয়োজন তা-ই করেন। ১৯৭৭-১৯৮৫ইং পর্যন্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব ঘানায় (পশ্চিম আফ্রিকা) বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানে অনেক সময় অনেক প্রকার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় দূর দূরান্ত থেকে পানি আনতে হয়েছে। আরো অনেক ধরনের কাজ হযরত মিয়া সাহেব নিজ হাতে করেছেন। হযরত মিয়া সাহেব কখনই কোন কাজ করতে দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন না।

হযরত মিয়া সাহেব কখনই অধৈর্য্য বা হতাশ হন না। আল্লাহ্ তাআলার ওপর এত গভীর আস্থা বা (তাওয়াক্কুল) ভরসা রাখেন যে, সকল পরিস্থিতিতে মুখে হাসি থাকে। বিষন্ন হন না, মন খারাপ করেন না। রাগ বা ক্রোধাক্রান্ত হন না। যখনই কোন কারণে সংকট দেখা দেয় তখনই মিয়া সাহেব দোয়ার প্রতি মনোযোগী হন এবং দোয়া কবুল হয়ে যায়। বড় বড় অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হুযূর দোয়া করেন এবং সংকট দূর হয়ে যায়।

তৌহীদকে সকল অবস্থায় সমুন্নত রাখেন

সৈয়দা বেগম সাহেবা লিখেছেন, একবার খ্রীষ্টান Protestant ফেরকার স্কুলের এক খ্রীষ্টান শিক্ষক ছাত্রদেরকে যে কবিতা আবৃত্তি শিখতে দিয়েছিল তাতে হযরত ঈসা (আ.) কে খোদার আসনে বসানো হয়েছিল। হযরত মিয়া মাসরূর আহমদ সাহেব নিজ সন্তানদের বললেন, তোমরা এ কবিতা পড়বে না। পরদিন, হযরত মিয়া সাহেবের ছেলেকে শাস্তি দেয়া হলো। হযরত মিয়া সাহেব সন্তানকে ধৈর্যধারণ করতে বললেন। এভাবে পরপর তিন দিন তাঁর সন্তানকে শাস্তি দেয়া হলো।

চতুর্থ দিন, হযরত মিয়া সাহেব স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনায় বসলেন। অবশেষে প্রধান শিক্ষক বললেন, ঠিক আছে আপনার ছেলেকে এ কবিতা পড়তে হবে না।

শরীয়তের ওপর দৃঢ়তার সাথে আমল করেন

একবার একজন প্রতিবেশী কর্নেল সাহেব হযরত মিয়া সাহেবের বাসায় ফ্রীজে মদের বোতল রাখার জন্য পাঠালেন। হযরত মিয়া সাহেব মদের বোতল রাখলেন না-ফেরত পাঠালেন। কর্নেল সাহেব খুব রাগান্বিত হয়ে এসে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করলেন। হযরত মিয়া সাহেব দরজা খুলে দিয়ে কর্নেল সাহেবকে ড্রইং রুমে বসালেন। তারপর বললেন, "আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'যারা মদ পান করে, মদ পরিবেশন করে, মদ প্রস্তুত করে, মদ সংরক্ষণ করে, মদ বিক্রি করে তারা-সবাই জাহান্নামী।' এখন বলুন, আমি কি জাহান্নামে যাওয়া পছন্দ করতে পারি? কখনই না।"

কর্নেল সাহেবের রাগ এতে দূর হলো আর তিনি ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন। সাধারণ মানুষ ভিন দেশে কর্নেল সাহেবকে হয়ত ভয় করে-কিছু না বলে মদ রাখতে প্রস্তুত হয়ে যেতো। কিন্তু হযরত মিয়া সাহেবতো কখনো আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করেন না।

যুগ ইমামের প্রতি আনুগত্য

হযরত মিয়া সাহেব যুগ ইমামের নির্দেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে বিধি মোতাবেক তিনি প্রথম সুযোগেই কর্তব্য পালনে যত্নবান হতেন। কখনও দেরী করতেন না।

সময়ের মূল্য তিনি জানতেন। যখনকার কাজ তখনই করতেন।

একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খুব অসুস্থ ছিলেন। হযরত মিয়া সাহেব নাযেরে আ'লা ও 'আমীর মুকামী' ছিলেন। পাকিস্তানের জামা'ত সমূহ বড়

উদ্বিগ্ন ছিল। অনেকে মিয়া সাহেবকে বলছিলেন যে, 'আপনি লন্ডন গিয়ে হুযূরকে দেখে আসুন।' হযরত মিয়া সাহেব (নাযেরে আ'লা) উত্তরে বলছিলেন, "হুযূর না ডাকলে কি করে যাই।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বড় জামাতা মির্যা সাফির আহমদ ফোন করে একবার নাযেরে আলাকে বললেন 'আপনি চলে আসুন'। মির্যা সাফির আহমদ যেহেতু হুযূর রাবে (আই.)-এর দেখা শোনার দায়িত্বে ছিলেন, হযরত মিয়া সাহেব ভাবলেন যে এখন যাওয়া উচিত। অতএব, তিনি লন্ডন গেলেন। হযরত রাবে (আই.) তাকে দেখে বললেন, "কি ব্যাপার? কিভাবে এসেছ?" হযরত মিয়া সাহেব (নাযেরে আ'লা) বললেন, "হুযূর (আই.), আপনি অসুস্থ তাই আপনাকে দেখতে এসেছি।" হুযূর (আই.) বললেন, "এখন সেখানে (পাকিস্তানে) যে অবস্থা তাতে তোমার সেখানেই থাকা উচিত। অতএব, তুমি চলে যাও।"

হযরত মিয়া সাহেব, 'জ্বী আচ্ছা' বলে দ্রুত বিমানের টিকেট সংগ্রহ করে দ্রুতই ফেরত চলে গেলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) চিন্তিত হলেন যে, মিয়া মাসরূর এভাবে না বলে চলে আসবে এমন ব্যক্তি তো সে নয়। কেন এমন হলো? হুযূর (আই.) নিজ জামাতা সাফিরকে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার! মিয়া মাসরূর কেন এভাবে এসেছে–তুমি কিছু জান? মিয়া সাফির বলেন, 'আব্বা হুযূর, আমি ফোন করে বলেছিলাম যেন তিনি আসেন।' এবার হুযূর (আই.) খুশী হলেন যে,– মিয়া মাসরূর এভাবে জিজ্ঞাসা না করে চলে আসবে–এটা হতে পারে না।

হযরত মিয়া মাসরূর আহমদ (আই.) খুব সহজ সরল, নির্মল চরিত্রের ও মার্জিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কোন গর্ব বা অহংকারের লেশ মাত্র তাঁর মাঝে কখনই ছিল না।

কথা কম বলতেন। কোন কিছু নষ্ট হওয়া তিনি পছন্দ করেন না। জামা'তের সম্পদ তো অবশ্যই না। তিনি গাছ গাছালী লাগানো, বাগান করা, কৃষি কাজ করা খুবই পছন্দ করেন। বেগম সাহেবা লিখেছেন যে, হুযূর নিজে ফুলের টবে পানি দিতে, ফুল দানীতে তাজা ফুল যত্নসহকারে সাজাতে পছন্দ করেন।

তাশহীযুল আযহানে এ বিশেষ সংখ্যায় যারা লিখেছেন তারা সবাই হুযূর (আই.)-এর নিকটতম স্বজন, আত্মীয় বা কর্মচারী বা কর্মকর্তা বৃন্দ যারা হুযূর (আই.)কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন।

মুহতরম সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ সাহেব হুযূর (আই.)-এর খুব নিকট আত্মীয়, সাবেক সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া বর্তমান নাযের ইসলাহ্ ও এরশাদ মরকযীয়া অনেক কথা লিখেছেন–এরকম আরো অনেকে লিখেছেন। সেখান থেকে কিছু কিছু সার কথা আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

হযরত মিয়া মাসরূর আহমদ সাহেব কখনও কারো সমালোচনা শুনতেন না। কেউ গিয়ে বলতে শুরু করা মাত্রই বলতেন, না আমাকে এমন কথা বলবেন না।

মিয়া সাহেব পরিবেশন করা খাবার থেকে পছন্দমত গ্রহণ করেন। পরিবেশিত খাবারের ত্রুটি বের করেন না বা মন্দ মন্তব্যও করেন না। হযরত মির্যা সাহেব অত্যন্ত সরল সহজ অনাড়ম্বর মানুষ। সাধারণ মানুষ, বাড়ীর চাকর বা অফিসের সামান্য কর্মচারীদের সাথেও খুব ভাল ব্যবহার করেন। সকলের দুঃখকষ্ট বুঝেন এবং নিজ উদ্যোগে মানুষের কষ্ট দূর করেন।

মহাপরিচালক বা মহাব্যবস্থাপক হিসাবে বিশাল যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। ঘানায় (আফ্রিকা) অবস্থানকালে স্কুলের হেড মাষ্টার তারপর কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তারপর কৃষি ফার্ম করে গম উৎপাদনের সফল Experiment করেছেন।

হুযূরের অভ্যাস ছিল কোন সাফল্য লাভ হলে বলতেন 'এটা আমার সাথের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাফল্য।' কিন্তু কোন ব্যর্থতা প্রকাশ পেলে বলতেন, 'এখানে আমার ব্যর্থতা' অর্থাৎ ব্যর্থতার দায়ভার নিজের ওপর নিতেন। কিন্তু সাফল্যের প্রশংসা সহকর্মীদের নামে উৎসর্গ করতেন।

সফরকালে সফরসঙ্গীদের প্রতি হুযূর (আই.) খুব খেয়াল রাখতেন যেন কারো কষ্ট না হয়। কোন কোন ব্যক্তি হুযূর অর্থাৎ মিয়া সাহেব (মির্যা মাসরূর আহমদ) কে তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে খুব কষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু হযরত সাহেব কখনই তাদের নাম উচ্চারণ করেন নি বা প্রকাশ করেন নি যে তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সাথে যার যার অবস্থান ও মর্যাদা অনুযায়ী যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছেন, স্নেহ মমতা দেখিয়েছেন। কোন কাজ যখন যা (সময় মত) চোখে পড়েছে নিজ হাতে তা করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। কারো স্যুটকেস উঠানো বা কোন জিনিস সরিয়ে রাখা বা নিয়ে আসা। কখনই মনে করতেন না যে তিনি বড় অতএব, একাজ তো অন্য যার করণীয় সে করবে। সহকর্মী, চাকর, ড্রাইভার সবার দুঃখ বুঝতেন এবং তা দূর করার চেষ্টা করতেন। একবার (নাযের আ'লা থাকা কালে) তিনি দেখলেন যে, ড্রাইভার কয়েকদিন হচ্ছে বিশ্রামের সময় পাচ্ছে না। তিনি ড্রাইভারকে ডেকে বললেন, 'আজ তুমি অফিসে উপস্থিতি দেয়ার পর বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর।' ড্রাইভার বলল, আজ তো অমুক সাহেবের কাজে গাড়ী নিয়ে যাবার কথা আছে। হযরত মিয়া সাহেব (আর্থাৎ নাযেরে আ'লা) বললেন, 'তুমি তাকে বলে দাও, আজ তুমি যেতে পারবে না।

হুযূর ঐ যুগে নিজের জমির চাষবাস নিজে দেখাশোনা করতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেন। কিন্তু হাসি মুখে সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। জামা'তী দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিতেন। জামা'তের কাজ রেখে নিজের কাজ করতেন না।

তিনি অত্যন্ত মেহমানদার বা অতিথি পরায়ণ। ঘানায় অবস্থানকালে অনেক সময় জামা'তের মুরব্বী বা অন্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী হযরত মিয়া সাহেবের কাছে যেতেন। মিয়া সাহেব সবাইকে সমাদর ও আপ্যায়ন করতেন। নিজে মেহমানদের জন্য কাজ করতেন। তারা তো চাইতেন যে, মিয়া সাহেব আমাদের সবার শ্রদ্ধেয়, তিনি কোন কাজ করবেন না–আমরাই করব। কিন্তু মিয়া সাহেব যতটা সম্ভব নিজে কাজ করতেন।

৩০ এপ্রিল ১৯৯৯ হতে ১০ মে ১৯৯৯ পর্যন্ত মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে হযরত মিয়া সাহেবকে কারাগারে রাখা হয়েছিল। একই সাথে আরো তিন জন আহমদী ছিলেন।

হযরত মিয়া সাহেবতো নায়েরে আ'লা এবং অন্যরা অধীনস্থ। কিন্তু মিয়া সাহেব সেখানেও নিজে কাজ করেছেন। অধিনস্থরা বড় ঈমান বর্ধক বিবরণ লিখেছেন। যত কষ্টই হোক হযরত মিয়া সাহেব কখনই মর্মাহত হতেন না। তিনি সীমাহীন ধৈর্যের অধিকারী।

জামা'তের সম্পদ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখতেন। নায়েব নাযের যিয়াফত মুকাররম মনোয়ার জাভেদ সাহেব রাবওয়া লিখেছেন,। হযরত মিয়া সাহেবের কাছ থেকে তিনি লঙ্গরখানা তথা মেহমানখানার জন্য গম কিনেছিলেন। গম নিয়ে আসার পর নায়েব নাযের যিয়াফত অনুভব করলেন যে, যে গম এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বাজার দর হিসাবে এই গমের দাম আরো কম হওয়া উচিত। নাযের আ'লা স্বয়ং নাযের যিয়াফত। নায়েব নাযের যিয়াফত নাযের আ'লা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে বললেন, আপনার যে গম আমরা লঙ্গরের জন্য কিনেছি তার মূল্য কিছু কম হওয়া উচিত। নাযেরে আ'লা বললেন, এটা আপনার দায়িত্ব; আপনি বাজার দেখে দাম নির্ধারণ করুন, অবশ্যই আমাকে বেশি দাম দিবেন না। জামা'তের টাকার অপচয় করা যাবে না।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব দেশীয় আইন ও নেযামের বিধান সব সময় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মেনে চলেছেন।

হযরত মিয়া সাহেব কারাগারে যাবার পূর্বে জামিনে ছিলেন। আদালত সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও যখন ন্যায় ও সত্যকে পদদলিত করে নির্বিচারে জামিন বাতিল করে হযরত মিয়া সাহেব ও তাঁর তিনজন সহকর্মীকে কারাগারে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন তখন পুলিশ হাতকড়া পড়াতে গেলে হযরত মিয়া মাসরূর আহমদ সাহেব নিজের হাত এগিয়ে দিলেন। অন্যান্য সম্মানিত আহমদী ও উকিল সাহেব যারা সাথে ছিলেন–তারা পুলিশকে বললেন, দেখ! হযরত মিয়া সাহেব আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় তাঁর হাতে হাত কড়া লাগাবে না। কিন্তু হযরত সাহেব পুলিশকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের আইন পালন কর'। অবশ্য পুলিশ হযরত সাহেবের হাতে হাত কড়া লাগায় নি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ইন্তেকাল করলেন। হযরত মিয়া মাসরূর আহমদ নাযের আ'লা কর্তব্য পালনের খাতিরে দ্রুত লন্ডন যাত্রা করলেন। যাবার পূর্বে তিনি সদর সাহেব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিকট সংক্ষিপ্ত আবেদন পত্র লিখলেন যে, "আমি লন্ডন যাচ্ছি। অনুমতি ও দোয়ার আবেদন করছি।"

নাযের আ'লা আমাদের জামা'তে সবচেয়ে বড় নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ঐ সময় যখন খলীফাতুল মসীহ্ ইন্তেকাল করেছেন, এমন সময় অনুরূপ আবেদন পত্র যদি তিনি না-ও লিখতেন কেউ কিন্তু মনে রাখত না। তবু হযরত সাহেব ঐ রকম একটি অত্যন্ত সংকট কালেও ভুলেন নি যে, জামা'তের বিধান মতে 'নাযের সাহেবরা ষ্টেশন লিভ করতে চাইলে সদর সাহেব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কাছ থেকে অনুমতি নিবেন'।

খাকছার যতটুকু জেনেছি তা এই যে, এমন ব্যক্তিই ইমামত বা খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তি। আমার মনে পড়ে গেল। একদিন বাদ আসর মসজিদ মুবারক রাবওয়া-তে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বিবাহের ঘোষণা করতে দাঁড়ালেন। বড় মসজিদ হবার কারণে ঐ যুগেও নামাযের সময় ইমামের জন্য মাইক (লাউড স্পিকার) ব্যবহার হতো। ঐ সময় জেলা ঝং এলাকার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা ছিল। নামায ও খুতবা জুমুআ ব্যতীত মাইক নিষিদ্ধ ছিল। খাদেম মসজিদে বিয়ের খুতবা ও বিয়ের (ঘোষণা) এলানের জন্য মাইক রাখলেন, হুযূর (রাহে.) মাইক সরিয়ে নিতে বললেন। কেউ একজন বললেন, হুযূর খুতবা নিকাহ্'র জন্য অসুবিধা হবে না। হুযূর (রাহে.) বললেন, "বিধানে কেবল খুতবা জুমুআর জন্য মাইকের অনুমতি আছে। খুতবা নিকাহ্র কথা সেখানে উল্লেখ নাই।" ঐ যুগে আহমদীয়াতের বিরোধিতা তেমন ছিল না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছিল। হুযূর (রাহে.) বলতেন, 'আহমদীরা সব সময় আইন ও বিধান মেনে চলবে'।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর খিলাফত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় ইলহামের মধ্যে ইংগিত ও ইশারা এবং ভবিষ্যদ্বাণী আছে। অনেক মানুষ অনেক স্বপ্নও দেখেছেন হুযূর (আই.)-এর খিলাফত সম্পর্কে। আমি সেগুলো উল্লেখ না করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের একটি ইলহাম উল্লেখ করছি। হযরত সাহেব নিজে কখনও কাউকে বলেন নি। হুযূরের একজন নিকট আত্মীয় মুহতারম সৈয়্যদ কাশেম আহমদ শাহ্ সাহেব লিখেছেন যে, হযরত মিয়া সাহেব ঐ যুগে তাঁকে বলেছিলেন। কিন্তু তখন হুযূর নিজেও বুঝতে পারেন নি এর অর্থ কি?

যখন হযরত মিয়া মাসরূর আহমদ সাহেব M.Sc. ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তিনি চিন্তিত ছিলেন যে, পরীক্ষায় পাশ করবেন কি না। ঐ কালেই তিনি আল্লাহ্র মহব্বত ভরা বাণী পেয়েছিলেন ঃ

"ইয়ানসুরুকা রিজালুন নুহী ইলাইহীম মিনাস্ সামায়ে।" অর্থাৎ এমন মহান ব্যক্তিবর্গ তোমাকে সাহায্য করবেন যাদের প্রতি আকাশ থেকে ওহী করা হবে। এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও ইলহাম আকারে পেয়েছেন। হুযূর খলীফা হওয়ার পর মনে হচ্ছে যে, তিনি যে ইমামত প্রাপ্ত হবেন এতে সেই শুভ সংকেত ছিল।

আমরা আহমদীরা, হযরত সাহেবকে (আই.) এক অপলক দৃষ্টিতে দেখি। তাঁর প্রতি আমাদের চরম ও পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা আছে। কিন্তু বিদেশীরা যারা পূর্বে কখনও এমন ব্যক্তিকে কল্পনাও করেন নি হঠাৎ যখন হুযূর (আই.) কে দেখেছেন তখন তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল দেখুন।

একজন জাপানী, টোকিও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হুযূরকে (আই.) দেখে বলেছেন যে, "গল্পে আমরা বুযুর্গদের কথা পড়েছি। কিন্তু কখনও এমন কোন ব্যক্তিকে দেখি নি। এবার তোমাদের ইমামকে দেখে আমি নিশ্চিত হলাম যে তিনি এমনই রূহানী ব্যক্তি।"

অপর একজন জাপানী ভদ্র মহিলা টোকিও নারিতা এয়ার পোর্ট-এর একজন কর্মকর্তা, হুযূর আনোয়ারকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন, (জাপানি ভাষায়) Seijin, অর্থাৎ 'ওলী আল্লাহ্'।

প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলার নির্বাচিত খলীফার চেহারায় আল্লাহ্র নূরের ঝলকানি লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুন, আমরা যেন খিলাফতের কল্যাণ প্রচুর পরিমাণে লাভ করতে পারি।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

'যে আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান রাখে কেবল সে-ই আল্লাহর মসজিদের সংরক্ষণ করে আর উন্নতি সাধন করে' *(সূরা আত্‌তাওবা :১৮)*

তওহীদ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) দেশে দেশে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করছেন

জার্মানির ক্যাসেল-এ বায়তুল মাহমুদ মসজিদ

জার্মানির হেনোভারে বায়তুস সামী মসজিদ

জার্মানির মেনহাইমে বশীর মসজিদ

জার্মানির রোডগাউ-এ আনোয়ার মসজিদ

কেনিয়ার নাইভাসায় মসজিদ

বেনিন-এর মসজিদুল মাহদী

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

'যে আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান রাখে কেবল সে-ই আল্লাহর মসজিদের সংরক্ষণ করে আর উন্নতি সাধন করে' *(সূরা আত্তাওবা :১৮)*

তওহীদ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) দেশে দেশে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করছেন

কেনিয়ার নাকুরু মসজিদ

জার্মানির আফুনবাখে-র বায়তুজ জামে মসজিদ

জেবরোক মসজিদ- পূর্ব আফ্রিকা

দারুল আমান মসজিদ- মেনচেস্টার

শায়েন্দা মসজিদ- কেনিয়া, পূর্ব আফ্রিকা

ভেঙ্কুভার- কানাডা

দেশে দেশে মসজিদ উদ্বোধন

ভারতের কালিকট-এ বায়তুল কুদ্দুস মসজিদ

ইলডোরেট মসজিদ- কেনিয়া, পূর্ব আফ্রিকা

জার্মানির ওয়ার্যবুর্গ-এ বায়তুল আলীম মসজিদ

আল মসজিদ-উল-মাহদী, বেনিন

জার্মানির আফুনবাখ এ বায়তুজ জামে মসজিদ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আশিসমন্ডিত খিলাফতকালে নির্মিত মসজিদ সমূহ এবং নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর নির্মিত বিভিন্ন দেশের মসজিদ সমূহের এক ঝলক

ইংল্যান্ডের মর্ডেনে বায়তুল ফুতুহ মসজিদ

জার্মানির ওয়ার্যবুর্গে বায়তুল আলীম মসজিদ

ঢাকার অদূরে ফতুল্লায় মসজিদ নূর
(মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ কর্তৃক নির্মিত খিলাফত শতবার্ষিকী স্মারক মসিজদ)

জার্মানির বার্লিনে খাদিজা মসজিদ

জার্মানির ইসেলবার্গে নাসির মসজিদ

কেরালায় ভারতের কালিকটে বায়তুল কুদ্দুস মসজিদ

শাহিন্দা মসজিদ- পূর্ব আফ্রিকা

আহমদীয়া মসজিদ- আইভরিকোস্ট

আহমদীয়া মসজিদ- তুবালু

আহমদীয়া মসজিদ- কাম্পালা, উগান্ডা

আহমদীয়া মসজিদ- লাটরিকুন্ডা, গাম্বিয়া

আহমদীয়া মসজিদ- মেকানি, সিয়েরা লিওন

আত-ত্বাকওয়া মসজিদ- কম্বোডিয়া

বায়তুল আউয়াল- তিরানা, আলবেনিয়া

বায়তুল আউয়াল- কেপটাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা

বায়তুল আযিয- ভেলেন্সিয়া, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো

বায়তুল মুজিব, লাইবেরিয়া

বায়তুল মুকিত- ওকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড

কুমাসি কেন্দ্রিয় মসজিদ- ঘানা

ফযল মসজিদ- নিগোম্বো, শ্রীলঙ্কা

ফযল মসজিদ- কনিক্স, মরিশাস

কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদ- ইলারোগান, নাইজেরিয়া

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর
আসীরানে রাহে মাওলা থাকাকালীন সময়ে স্নেহ, ভালবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার

মূলঃ মাষ্টার মুহাম্মদ হুসাইন
ভাষান্তরঃ মাওলানা শেখ শরীফ আহমদ, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর সাথে আরও তিন জন আসীরানে রাহে মাওলা ছিলেন। তাদের একজন হলেন মাষ্টার মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব। তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যা নিম্নে দেয়া হলো]

আহমদীয়া জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তাআলার এটি একটি বড় ফযল ও এহসান যে, তিনি জামা'তকে নেযামে খিলাফত দ্বারা কল্যাণমন্ডিত করেছেন। খলীফায়ে ওয়াক্ত তাঁর জামা'তের লোকদের সাথে নিজের খান্দানের চেয়েও বেশি স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং জামা'তের সদস্যরাও তাদের ইমামের সাথে এমনই ভালবাসা রাখেন, যেন দু'টি দেহে একই প্রাণ।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) খিলাফতের পূর্বে এ অধমের প্রতি যে স্নেহ ভালবাসা এবং অনুগ্রহ করেছেন এর এক ঝলক নিম্নে পেশ করা হল। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর সাথে খাকসারের প্রথম পরিচয় সেই সময় যখন তিনি **'নাযের তা'লিম'** পদে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়াতে কর্মরত ছিলেন।

প্রথম মুলাকাতে আমি খুব ভয়ে ভয়ে দপ্তরে প্রবেশ করি এবং দপ্তর থেকে যখন বের হলাম তখন আমার ভীতি প্রশান্তিতে এবং ভালবাসায় বদলে গেল। পরবর্তীতে এ ভালবাসা আমাকে ধীরে ধীরে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে লাগল এবং তিনি যা হুকুম এবং হেদায়াত দিতেন তার ওপর তৌফীক অনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করতে লাগলাম।

হুযূরের সাথে খাকসারের দুইবার সফর করার সৌভাগ্য হয়েছে, প্রথম বার ডাইরেক্টর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফয়সালাবাদ ডিভিশন এর সাথে মুলাকাতের জন্য তাঁর সাথে যাই। দ্বিতীয় বারও তাঁর সাথে মুলাকাতের জন্য ফয়সালাবাদ এবং সেখান থেকে ঝং যাওয়ার সৌভাগ্য হলো। এ সফরগুলোতে হুযূরের উত্তম আখলাক স্নেহ ও উদারতা লাভের সুযোগ পেতে থাকলাম। যখন আমরা ফয়সালাবাদ থেকে কার যোগে ঝং যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম তখন হুযূর চিন্তা করলেন যে, তাঁর ঝং যাওয়ার বিষয়টি বাসায় জানিয়ে দেয়া দরকার। ঝং এর রাস্তায় ধোভীঘাটের সামনে একটি টেলিফোন বুথ

আসীরানে রাহে মাওলা হিসেবে কারান্তরালে থাকা কালে
সাহেবযাদা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

নজরে পড়ল, কিন্তু মাঝখানে নোংরা নর্দমা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। হুযূর কার থেকে নেমে চল্লিশ/ পঞ্চাশ কদম পিছনে গিয়ে সাঁকো দিয়ে নালা পার হলেন এবং বুথ পর্যন্ত গেলেন এবং তাঁর গৃহে টেলিফোন করার পর ফেরত আসলেন, গাড়ীর দরজা খোলাই ছিল। তিনি বললেন, মাষ্টার সাহেব আমি একটি বিষয় তো ভুলেই গিয়েছি। আপনি আপনার গৃহের টেলিফোন নম্বর আমাকে বলেন, যেন আমি আপনার গৃহেও সংবাদ দিতে পারি। আমি অনেক জেদ ধরার পরও তিনি দ্বিতীয়বার টেলিফোন বুথে গেলেন এবং আমার বাসায় টেলিফোন করার পর ফিরে এলেন।

সফরের সময় হুযূর বলেন যে, 'খাবার' মাষ্টার সাহেবের পছন্দেই খাওয়া হবে। আর এই কথার ওপর আমলও হতো। রাবওয়াতে পৌঁছে প্রথমে তিনি আমাকে আমার বাড়ীতে রেখে তারপর তিনি তাঁর বাড়ীতে যেতেন। বারংবার আমার বিনীত আবেদনের পরও তিনি বলতেন যে, 'আপনাকে বাসায় না পৌঁছিয়ে আমার শান্তি হয় না'।

মার্চ ১৯৯৯ সালে হুযূর (আই.) নাযেরে আ'লা এবং আমীর মোকামী, সদর উমুমী, রাবওয়ার ইমারজেন্সী সেল এর ইনচার্জ এবং খাকসারের ওপর আহমদীয়া বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে একটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে গ্রেফতারের পূর্বে জামিনের আবেদন দায়ের করা হয়। হাইকোর্ট সেশন জজ ঝংয়ের জেলা আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেন। সেশন কোর্টে পেশ হওয়ার পর কেস এডিশনাল সেসন জজ ঝংয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার আদালতে পেশ করার পর এই কেস এডিশনাল সেশন জজ চিনিউটকে রেফার করে দেয়া হয় *(দৈনিক আল ফযল ৩০ মে ১৯৯৯)*।

নির্ধারিত তারিখে আমরা সবাই হুযূরের বাসায় পৌঁছে যেতাম এবং সেখান থেকে দোয়ার পর কাফেলার মত হয়ে চিনিউট আদালতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতাম। আদালতে হাজিরা দেয়ার পর রাবওয়া ফেরত আসতাম এবং নিজ নিজ বাড়িতে চলে যেতাম।

৩০ এপ্রিল ১৯৯৯ সালে আমাদের জামা'তের বিষয়টি ফয়সালা হওয়ার কথা ছিল। ফয়সালার পূর্বে আনুমানিক ১০ টার সময় শুনানী হয়। শুনানীর পর জজ সাহেব অপেক্ষা করতে বলেন, কিন্তু তিনিতো সেটাই করবেন যা পূর্বেই তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন। আমাদের উকিল মোহতরম খাজা সরফরাজ আহমদ সাহেব এটি মানতে কখনই প্রস্তুত ছিলেন না যে, আমাদের গ্রেফতারও করা হতে পারে। প্রায় ১২ টার দিকে আদালতের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার ডাকা হলো, জজ সাহেব আমাদের জামিন নামঞ্জুর করে দিলেন। এতে মোহতরম খাজা সাহেব খুবই ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং বললেন যে, মিয়া সাহেব! কোথাও চলে যান। কিন্তু হুযূর খুবই প্রতাপের সাথে বললেন, খাজা সাহেব! আপনি এ কি বলছেন?

আদালতের দরজা পার হলেই পুলিশ ইন্সপেক্টর আমাদের দুইজনকে হাতকড়া পড়ালেন। কিন্তু মোহতরম মিয়া সাহেব এবং কর্নেল সাহেবকে হাতকড়া ছাড়াই থাকতে দিলেন। মোহতরম মিয়া সাহেব নিজ থেকে হাত সামনে বাড়িয়ে পুলিশদের বলেন তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য কিন্তু পুলিশরা এটি করতে রাজী হলো না।

আদালতের বাইরে শত শত বিরুদ্ধবাদী এ দৃশ্য দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিল। যদিও তাদের ফয়সালার এ বিষয়টি জানাই ছিল। খাকসার বড় ভালবাসার সাথে তাঁর হাতে চুমু খেলাম এবং অধমের এই সম্মান লাভে আল্লাহ্‌র নিকট মন খুলে শুকরিয়া আদায় করলাম।

আমরা সবাই পুলিশের প্রহরাধীনে ছিলাম এবং দুঃখের সাথে হলেও আমাদের 'আসীরানে রাহে মাওলা' হওয়াতে সেখানে উপস্থিত জামা'তের বন্ধুদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে মোবারকবাদ জানানো হয়। যা আমাদের জন্য বাড়তি সান্ত্বনার কারণ হয়। আমাদের গাড়ী রাবওয়ার দিকে রওয়ানা হলো, পুলিশরা আমাদেরকে বলল যে, আমরা আপনার হাতকড়া খুলে দিচ্ছি। কিন্তু আমরা নিবেদন করলাম যে, কমপক্ষে রাবওয়া থানা পর্যন্ততো আমাদের এই কড়া পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে দিন। আমরা যখন রাবওয়া থানায় পৌঁছলাম তখন জুমুআর সময় হয়ে গেছে।

মোহতরম মিয়া সাহেব খাকসারকে জুমুআর নামায পড়ানোর জন্য বললেন, আমি বললাম যে, আপনি থাকতে এ দুঃসাহস কিভাবে করতে পারি? তিনি বললেন, ঠিক আছে জুমুআ আমি পড়াব কিন্তু নামায আপনিই পড়াবেন। এইভাবে বন্দী থাকা কালে খাকসারের এই সম্মান অর্জন হয়েছে যদিও দু'টি জুমুআর নামায হুযূরই পড়িয়েছেন। জুমুআর নামাযের পর আহমদী ভাইদের থানার সামনে এত বেশি সমাগম ছিল যে, তিল ধারণেরও জায়গা ছিল না। জুমুআর নামাযের পর বায়তুল আকসাতে হুযূর এবং অন্যান্যদের গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে এলান হয়েছিল। রাত শেষ হওয়ার পর পরই লোকেরা আসা-যাওয়া করছিল। এত বেশী সংখ্যায় যে, থানার লোকদের এ আবেদন জানাতে হল যে, এখন সম্মানিত লোকদের যাতায়াত সীমিত করা যায়। আমাদের এই রাত থানাতেই কাটল। মোহতরম নাসের আহমদ জাফর সাহেবের বাড়ী থানার নিকটেই ছিল। সকালে ফজরের নামাযের পর সেখানে গোসল করলাম এবং ১০/১১ টার সময় চিনিউটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাবওয়ার বিপুল সংখ্যক সদস্য বিশেষ দোয়ার সাথে বিদায় দিল। হযরত মির্যা আব্দুল হক জামা'তে আহমদীয়া জেলা সারগোদার আমীর সাহেবও চেনাব নদীর পুলের ওপর আমাদের কাফেলার সাথে শামিল হলেন। তিনি সারগোদা থেকে আসীরানদের সাথে মুলাকাতের জন্য এসেছিলেন। চিনিউটে পৌঁছার পর তাঁর সাথে হুযূর (আই.)-এর সাক্ষাত হয় এবং তিনি দোয়ার মাধ্যমে তাদের বিদায় নিলেন। দুপুরের খাবার রাস্তায় খাওয়ার পর আসীরানে রাহে মাওলাদের এই কাফেলা প্রায় দেড়টার সময় ঝং কারাগারে পৌঁছে গেলো। আমাদের জেলের ভিতরে ১১/১২ দিন বন্দী অবস্থায় থাকাকালে খোদ্দাম জেলের ফটকে রাতদিন ডিউটি দিচ্ছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন বন্ধু মোকাররম মাষ্টার মুনির আহমদ সাহেব

জেলা ঝং এর নায়েম আনসারুল্লাহ্ ছিলেন। তার বেগম সাহেবা পরবর্তীতে আমাকে বললেন যে, পূর্বে হয়তো কোন এক সময়ে তিনি (আই.) তার বাড়ীর আঙ্গিনায় এসেছিলেন।

ঝং জামা'ত এবং জেলা ঝং এর আমীর সাহেব এই আসীরানে রাহে মাওলাদের যে খেদমত করেছেন তার প্রতিদান তো আমার সম্মানিত মাওলার নিকটই রয়েছে। আমার দোয়া এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজ ফযল দ্বারা তাদের ঝুলি ভরে দেন এবং প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন তাদেরকে নিজ হেফাযতে রাখেন, আমীন।

কারাগারে ঢুকানোর পর আমাদের 'এ' ক্লাস কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রথম থেকেই প্রায় ৫০/৬০ জনের মত কয়েদী ছিল, যেখানে আমাদের পা রাখারও জায়গা ছিল না। কামরার দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট এবং প্রস্থ ২০ ফুট ছিল। সেটির এক তৃতীয়াংশে গোসল খানা টয়লেট এবং স্টোর রুম ছিল। সেই কামরার সামনে ৫ ফুট প্রশস্থ একটি বারান্দা এবং প্রায় ২৫X ৬০ ফুটের উঠোন ছিল। প্রথমে বারান্দার দরজা বন্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে উঠোনের। ঐ কামরায় একটি কয়েদীর চৌকি খালি পেলাম, সেটি হয়তোবা মুলাকাতের জন্য বের করা হয়েছিল, এই স্বল্প জায়গায় আমরা চারজন বন্দী বসে থাকি। খুব উদ্বেগ হতে থাকলো যে, ভয়ংকর ডাকাত এবং খুনী কয়েদী এতে ছিল, যাদের কথা বার্তা অশ্লীল ও অপছন্দনীয়।

প্রথম সোজা দাঁড় করিয়ে আমাদের গণনা করা হয় এবং সকল কয়েদীদের এই কামরায় বন্দী করার হুকুম দেয়া হয়, এমন সময় আমাদের জন্য বড় চাটাই নিয়ে আসল বটে কিন্তু জায়গা ছিল না। মোহতরম মিয়া সাহেব বারান্দাতেই চাটাই বিছানোর হুকুম দিলেন এবং খাকসারের সাথে অন্যরা মিলে চাটাই বিছানো শুরু করে দিই। হুযূরের অনুমতিক্রমে জেল সুপারিনটেনডেন্টের কাছে ভাল জায়গার জন্য আবেদন করা হয় কেননা এই কামরায় প্রথম থেকেই ৬০ জনেরও বেশী কয়েদী ছিল। এতে জেলার বলেন যে, আমরা এদের সবাইকে এখনই অন্য কোথাও সিফট করে দিচ্ছি। মোহতরম কর্ণেল সাহেব বললেন যে, ঠিক আছে। এটা ছিল জেলের ভিতরের চেষ্টা। বাইরে না জানি জামা'তের দিওয়ানারা আরও কত ধরনের চেষ্টা করেছিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস কয়েক বছর পর খিলাফতের মর্যাদা ও কল্যাণের অধিকারী খলীফার জন্য এসব কিছু খোদার ফেরেশ্তা করেছিলেন তখন, যখন কিনা এই বিষয়টি সেই সময় আমাদের চিন্তা চেতনাতেও ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে সকল কয়েদীদের অন্য জায়গায় সিফট করে দেয়া হলো। সমস্ত কামরা তখন আমাদের জন্য খালি হয়ে গেল এবং ৩ জন বিশেষ শ্রমিক আমাদের দেয়া হল, যারা পুরো কামরাটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করল। আমরা বিছানা পাতলাম এবং খোদার শুকরিয়া আদায় করলাম। পরবর্তীতে মাগরীব ও এশার নামায আদায় করলাম। যখন আমরা কামরায় প্রথমবার প্রবেশ করেছিলাম তখন অবস্থা নিরীক্ষণ করার পর আমি আমার সাথীদের বললাম যে, আপনি রাতের প্রথম ভাগে এবং আমি রাতের শেষ ভাগে হেফাযতের ডিউটি করব। পরবর্তীতে মিয়া সাহেব বললেন যে, আমি নিজেও তো এক প্রোগ্রাম বানিয়েছি, রাতকে চার ভাগ করব এবং পালাক্রমে ডিউটি দিবো।

পূর্বেই বলেছি যে, জামা'তে আহমদীয়া ঝং খেদমতের হক আদায় করেছে আর মোহতরম সদর সাহেবা লাজনা জেলা ঝং খুবই ভাল খাবার পাঠিয়েছেন। খাবারের সময় প্রায় প্রতিদিনই আমি মোহতরম মিয়া সাহেবের পাশে বসতাম, তিনি চুপিসারে মাংস এবং অন্যান্য ভাল খাবার জিনিস আমার প্লেটে তুলে দিতেন। একদিন আমি বললাম, মোহতরম মিয়া সাহেব! আপনি নিজে তো খুব অল্প খান আর আমাকে শুধু খাওয়ান। তিনি বলতে লাগলেন, মাষ্টার সাহেব, আমরা জেল থেকে বের হবার পর কেউ যেন না বলে যে, মাষ্টার সাহেব দুর্বল হয়ে গেছেন। এই জন্য আপনার খাবারের প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরী। আমি হাসতে হাসতে বললাম যে, এগারতমর বিষয়টি বারতমই ভাল জানে। তিনি বললেন, আমি তো বুঝলাম না। আমি বললাম, গ্রামের লোক চাঁদের এগার তারিখে সব দুধ গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। বার তারিখ যখন দধি হলো না, মাখনও না লাচ্ছিও নয় তখন তারা বুঝলো যে, কাল এগার তারিখ ছিল।

এতে হুযূর হাসলেন এবং বললেন যে, ঘরেও আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দিবেন।

ঝং জামা'তের তরফ থেকে প্রথমে এক দুই দিন ছাড়া বাকী সবদিনই সমস্ত জিনিস পাঠানো হতো, কিন্তু কুরআন মজীদ পাঠানোর কথা কারো মাথায় আসে নি। হুযূর বললেন যে, বাইরে লিখে পাঠিয়ে দাও যে, এখন আমরা সেই সময় পর্যন্ত আর কোন তোহফা কবুল করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন না আসবে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কুরআন মজীদ নিয়ে আসলো। তিনি আনন্দিত হলেন এবং বললেন, এখন বাকী তোহফাগুলিও নিয়ে নাও। পাঁচ ওয়াক্তের নামায খোদা তাআলার ফযলে বাকায়দা বাজামাত হচ্ছে, যেমনটি বলা হলো ইমামুস সালাতের দায়িত্ব এই অধমের ওপর নির্ধারিত ছিল। তাহাজ্জুদ নামাযও আদায় করা হতো। মাগরীব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পায়চারি করা হতো আর এ সময় চুপিসারে দোয়া করাও যথারীতি চলতো। যখন চিঠিপত্রের ডাক আসতো, হুযূর পড়ার পর পর আমাদের পড়ার জন্য দিয়ে দিতেন। যারা দোয়াতে বেশি বেশি সামিল হতেন এবং স্বপ্ন দেখতেন এসব পত্রে তার উল্লেখ থাকতো। নাযারাতে উলীয়ার দুই জন কর্মকর্তার পাঠানো স্বপ্ন খোদা তাআলার ফযলে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে।

একজন কর্মকর্তা স্বপ্নে দেখল এক বুযুর্গ তাকে জাগালেন এবং বললেন, পীর! পীর! পীর! (অর্থাৎ সোম! সোম! সোম!)। তিনি লিখলেন-এথেকে আমি এটা বুঝলাম, সোমবার দিন ইনশাআল্লাহ্ জামিন হয়ে যাবে। সোমবার যখন দারোয়ান আসলো, তখন মোহতরম মিয়া সাহেব বললেন, মাস্টার সাহেব! যদি এই সাহেব এর স্বপ্ন সত্য হয় তাহলে পরবর্তী সোমবার পর্যন্ত

অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু প্রায় আধ ঘন্টা পরেই দারোয়ান দরজা খুললো এবং জামিনের জন্য মোবারকবাদ দিল। আমরা সবাই তৈরী হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পরই মোহতরম মিয়া সাহেবকে ডেকে বলা হল যে, মাষ্টার সাহেব এবং ইনচার্জ ইমারজেন্সি সেল এর জামিন ভুলক্রমে বাকী রয়ে গেছে। সেই সময় মোহতরম মিয়া সাহেব আবেগ আপ্লুত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি এই দুইজনকে ছেড়ে যাব না, আপনি এটা কি করেছেন? প্রথমে এদের জামিন করান আমি এদের ছাড়া যাব না। আমারও এ বিষয়টি জানা হলো। আমরা অনেক দোয়া করেছি, যে কোন ভাবে আল্লাহ্ তাআলা মোহতরম মিয়া সাহেব এবং কর্নেল সাহেবকে অন্তত ভালভাবে জেল থেকে নিয়ে যাও। না জানি কি পরিবর্তন আসে। শেষে আল্লাহ্ তাআলা ফযল করলেন এবং মোহতরম মিয়া সাহেব যাওয়ার জন্য রাজি হলেন। তিনি আমাদের বললেন, চিন্তা করবেন না, আমি নিজেই আগামী কাল আপনাদের স্বাগত জানাবো। পরে যাওয়ার সময় মুসাফাকালে আমার হাত ধরতেই বললেন, মাষ্টার সাহেব! এগারতমর খবর বারতমই ভাল জানেন। কেননা আপনি এগারতম দিন আর আমি বারতম দিনের।

ঝং জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় বন্ধুদের পক্ষ থেকে মৌসুমী ফল এত বেশী আসতো যে, আমাদের কয়েকদিনের জন্য তা যথেষ্ট হতো। কিন্তু মিয়া সাহেবের পক্ষ থেকে আদেশ ছিল, সন্ধ্যার মধ্যে সব কিছু গরীব কয়েদীদের মধ্যে বন্টন করতে হবে এবং কোন জিনিসই অবশিষ্ট থাকবে না। এতে বেশীর ভাগ অংশই পুলিশরা নিয়ে যেতো। কেননা রাত শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করার বাহানায় তারা জানালায় আসতো এবং কিছু না কিছু নিয়ে যেতো। খাবার পর হুযূর নীরবে উঠতেন এবং বেসিনে প্লেট ইত্যাদি ধুয়ার জন্য নিয়ে যেতেন। কিন্তু আমরা এটা করতে দিতাম না। কয়েকবার এমন হয়েছে। একদিন আমরা খাবার খাচ্ছিলাম হুযূর প্লেট উঠালেন এবং ধুয়ার জন্য নিয়ে গেলেন। খাকসার হাজির হলাম এবং নিবেদন করলাম, মিয়া সাহেব! আপনি আমাদের হক কেন নষ্ট করছেন। তিনি বললেন, তা কিভাবে। আমি বললাম, আমাকে তো আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ ভাবে আপনার খেদমতের জন্যই পাঠিয়েছেন। খেদমতের এ হক আপনি কেন কেড়ে নিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমরা সবাই এখানে সমান এবং নিজের কাজ নিজে করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। কিন্তু আমার আবেদন গ্রহণ করতঃ পরবর্তীতে এই কাজ তিনি করেন নাই।

স্বচ্ছল শিক্ষিত পরিবারের দুই জন যুবক হত্যার মামলায় জেলে ছিলো তারা কয়েদ খানায় বি ক্লাস পেয়েছিল। তারা আমাদের সম্পর্কে জানার পর সাক্ষাতের জন্য আসলো। এক-দেড় ঘন্টা আলোচনা হলো হুযূর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাথে দাওয়াতে ইলাল্লাহর কাজ করলেন। অভিযোগের একটি শব্দও তাদের মুখ থেকে বের হলো না। এখন দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র সেই তত্ত্বকে স্মরণ করে মাঝে মধ্যে আমি নিজেও উপকৃত হই।

বন্দী অবস্থায় যে জায়নামায হুযূর ব্যবহার করতেন মুক্তির পর হুযূরের অনুমতি নিয়ে খাকসার নিজের কাছে তা রেখেছি। এটা আমার জন্য একটি অনেক মূল্যবান ও স্মরণে রাখার মত উপহার

দ্বিতীয় দিন আমাদের মুক্তির পর এই অধম খাদেমের জন্য তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য সব জামা'তী দফতর প্রায় ১১ টায় বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সমস্ত কর্মী আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য দারুয যিয়াফতে আসেন। হুযূর এই অধম খাদেমের গলায় তাঁর পবিত্র হাতে মালা পড়ান এবং বুক মিলান। এতে যতই গর্ব করি না কেন তা কমই হবে।

৬ জুন ১৯৯৯ সালে মুখালেফীনরা আমার বদলি তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল রাবওয়া থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে সরকারী হাই স্কুল ঠাট্টি বালা রাজে করে দেয়। আমি হুযূরের কাছে দোয়ার জন্য হাজির হলাম। তখন হুযূর বড় প্রতাপের সাথে বললেন মাষ্টার সাহেব! যদি তারা বদলি করে দেয় তাহলে তাদের আটকানোর জন্য একজন সত্তা তো আছেন। আল্লাহ্ তাআলা ফযল করবেন। হুযূরের দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ্ তাআলা কামীয়াব করেছেন এবং ২০ আগষ্ট ১৯৯৯ সালে তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল, রাবওয়াতে পুনরায় আমার বদলি হয়ে গেল।

খাকসারের বড় মেয়ে নায়লা হোসাইন এর বিয়ের এলান মসজিদ মোবারকে করানোর অনুমতির জন্য হুযূরের খেদমতে হাজির হই। হুযূর অনুমতি দিলেন, আমি নিবেদন করলাম আরেকটি আবেদন আছে, তখন তিনি নিজেই দ্রুত বললেন, হাঁ আমি জানি, রুখসাতের দোয়াও আমাকেই করাতে হবে। কিন্তু নিকট আত্মীয় কারো মৃত্যুর কারণে হুযূর সেদিন আসতে পারেন নাই।

এখন আমি আরও একটি কথা বলতে চাই, আমি কয়েকবার মোহতরম মিয়া সাহেবের দফতরে অস্থিরতা নিয়ে উপস্থিত হই এবং সকল অবস্থা তাঁর সামনে খুলে বর্ণনা করি। আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন। আমি দফতর থেকে যখন বাইরে বের হতাম আমার অস্থিরতা তখনই দূর হয়ে যেতো। আমি চিন্তা করতাম, এটি তো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর সময় দেখেছিলাম–লোকেরা কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি বেয়ে হুযূরের কাছে যেতো আর হাসতে হাসতে ফেরত আসতো। এই অধমের কি এটা জানা ছিল, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মিয়া সাহেবকেও ঐ একই মর্যাদা দান করবেন।

আল্লাহ্ তাআলার এই এহসান আমি কখনো ভুলতে পারবো না। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ সালে রাবওয়াতে হুযূরের অবস্থান কালের শেষ দিনে প্রায় সাড়ে বারটার সময় আমার সাক্ষাত হয়। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর মৃত্যুর সংবাদ জানলাম এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস নির্বাচন করলেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এবং আমার বংশধরদের সব সময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফীক দিন আর খিলাফতের বরকত থেকে সর্বদা মঙ্গল লাভের সৌভাগ্য দান করুন।

(তথ্য সূত্র : দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া খিলাফত জুবিলী সংখ্যা)

আহমদী ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর অমূল্য উপদেশ বাণী

অনুবাদঃ আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

যুগ খলীফার নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক আহমদী নারী পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের জন্য অপরিহার্য এক কর্তব্য। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে প্রত্যেক আহমদী এসব নির্দেশ পালন করে থাকে। এ প্রবন্ধে আহমদী ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর কিছু উপদেশ বাণী তুলে ধরছি যাতে করে আহমদী ছেলেমেয়েরা নিজেদের পরখ করে নিয়ে এসব উপদেশ বাণীর ওপর আমল করায় আরও সচেতন ও সজাগ হয়ে ওঠে। আমাদের শ্লোগান হলো–

*"যে মুহূর্তে আমরা খলীফার আহ্বান শুনি
সেই আহ্বানে ওই মুহূর্তেই আমরা জীবন উৎসর্গ করি।
কারো কারো মুখে পৃথিবীর প্রশংসা
কিন্তু আমাদের মুখে খিলাফতের জয়গাঁথা"*

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস নির্বাচিত হবার পর হুযূর (আই.) সর্বপ্রথম যে নির্দেশ প্রদান করেন তা আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত। বিশেষ করে আহমদী ছেলে মেয়েদের তো সর্বদাই এর ওপর আমল করা প্রয়োজন।

হুযূর (আই.) কানাডায় শিশুদের শিক্ষা দান করছেন

অনেক বেশী দোয়া করুন

২০০৩ সনের ২২শে এপ্রিল খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার পর হুযূর (আই.) তাঁর প্রথম বক্তব্যে বলেন, "জামা'তের সদস্য বৃন্দের কাছে আমার আবেদন বর্তমানে তারা যেন দোয়ার প্রতি বেশি বেশি মনোনিবেশ করে। দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করুন! বেশি বেশি দোয়া করুন! বেশি বেশি দোয়া করুন!!! আল্লাহ্ তাআলা নিজ সাহায্য ও সমর্থনে ভূষিত করুন এবং আহমদীয়াতের এ কাফেলা যেন উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে ধাবমান থাকে"। আমীন।

তিনটি কথা

"রাবওয়ার ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্য আমার তিনটি উপদেশ বাণী হলো, প্রথমত সালামের প্রচলন বৃদ্ধি করুন, দ্বিতীয়ত মসজিদে বেশি বেশি যান এবং বড়দেরকে সঙ্গে নিয়ে যান। তৃতীয়তঃ রাবওয়াতে বেশি বেশি গাছ লাগান। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর এই আশা ছিল যে রাবওয়ার প্রতিটি গৃহে তিনটি করে ফলের গাছ থাকবে। হুযূর (রাহে.)-এর এই আশার বাস্তবায়ন হওয়া উচিত।" *(আল ফযল, ১০ই জুন ২০০৩)*

আহমদী যুবক ও ছেলেমেয়েরা! নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করুন এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করুন।

"অতএব এ ব্যাপারেও বিশেষভাবে প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সত্যিকার অর্থে আমদীয়াতের সেবক বানান। শুধু নারা লাগানো, গীত গাওয়া ও অঙ্গীকার করাই যেন সার না হয় বরং আপনারা যেন বাস্তবেও তাই হন যা এক আহমদী খাদেমের হওয়া উচিত। আগামীতে বাচ্চারাও সংশোধিত হবে, অল্প বয়সের খাদেমরাও সংশোধিত হবে। এ সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি না দিলে ভবিষ্যতে আপনারা নিজেদের মাঝে হীনমন্যতার প্রকাশ দেখবেন। কারণ ইনশাআল্লাহ্ এ জামা'ত উন্নতি করবে সম্প্রসারিত হবে।

সুতরাং, নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সজাগ হন। নিজেদের মর্যাদাকে বুঝুন। আপনারা যদি নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন এবং নিজেদের দায়িত্বাবলী বুঝতে পারেন তবে শত্রুরা হাজারো প্রচেষ্টা চালিয়ে জামা'তের ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব, হে আহমদী যুবক ও ছেলেমেয়েরা জাগ্রত হও নিজেদের ইবাদতের মানকে উন্নত কর। নিজেদের চারিত্রিক মানকেও উন্নত কর। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।" *(খালেদ-নভেম্বর সংখ্যা ২০০৫)*

ছোট বেলা হতেই সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন

"আরো একটি মৌলিক বিষয় হলো সত্য বলা। এ বিষয়ে আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি। প্রত্যেক আহমদীর এ চেষ্টা হওয়া উচিত। প্রত্যেক আহমদী সে ছোট হোক বা বড় হোক সবারই এ চেষ্টা হওয়া উচিত। শৈশব থেকেই এ অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন যে 'আমি সত্য বলবো'। কোন কথাতে কোন ঠাট্টায়ও কারো সাথে মিথ্যা বলবেন না। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'যদি তুমি বল তোমার মুঠোয় কিছু আছে আর মুঠো খুললে তাতে যদি কিছু না থাকে তবে এটাও মিথ্যা'। এতটুকুও মিথ্যা বলবে না। ছোট বেলা থেকেই সত্য বলার অভ্যাস করুন।"

হুযুর (আই.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করছেন আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ

প্রত্যেক বাচ্চাই যেন খেদমতে খালক করে

আহমদীদের কাজ এবং ধর্মের দৃষ্টিতেও যা এক বড় কাজ আর ইসলামও সেই শিক্ষা দেয় এবং আহমদীরা এর ওপর আমল করে আর তাহলো খেদমতে খালক (সৃষ্টির সেবা)। আপনারা যারা ছোট তারা খেদমতে খালক করতে পারেন ছোট খাটো বিষয়গুলো পালন করে। আপনি যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন তাতে কোন ময়লা পড়ে আছে বা পাথর পড়ে আছে সেগুলো সরিয়ে দেন যেন কেউ হোঁচট না খায়। কেউ রাস্তা জিজ্ঞেস করলে তা বলে দেয়া..........এরপর স্কুলে যদি কেউ বলে 'পড়াটা বুঝিয়ে দাও আমি বুঝছি না। প্রশ্নটা পারছি না'। তাকে বুঝিয়ে দেওয়াও খেদমতে খালক। এরূপ ছোট ছোট খেদমতে খালক করা শিখুন। এগুলো আহমদী বাচ্চাদের কাজ হওয়া উচিত।

পরিশ্রমের সাথে লেখাপড়া করা

"জাগতিক লেখাপড়ার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার দিকেও পুরোপুরি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। পূর্ণ মনোযোগের সাথে দু'টি বিষয়েরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এতে করে আপনারা জাগতিক শিক্ষা অর্জন করার পর মানুষকে যেন জানাতে পারেন সঠিক ইসলামী শিক্ষা কী। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ভালো পথ কোনটি? এজন্য এ দু'ধরনের শিক্ষা অর্জন করা অত্যাবশ্যকীয়।"

সর্বদা মাতাপিতার অনুগত থাকুন

"আপনাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো পিতামাতার কথা মান্য করা, কিছু বাচ্চাদের জেদ ধরার অভ্যাস আছে। কোন কিছুর প্রয়োজন নেই তবুও গোঁ ধরে বসে আছে, 'আমি অমুক কাপড়টাই নিব'। আমি তের চৌদ্দ বছরের ছেলে মেয়েদেরকেও এরূপ করতে দেখেছি। এমনটি যারা করে তাদের পিতামাতার হয়তো সামর্থ নেই বা কিনে দিতে পারেন না, তাই অযথা জেদ করা উচিত নয়। তাদের কথা সর্বদা মান্য করা উচিত। তাদের সেবা করা দরকার তারা যেন কখনো আপনাদের কাছ থেকে কষ্ট না পায়। আমাদেরকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে আমরা যেন সবচেয়ে বেশী মাতাপিতার সেবা করি এবং তাদের কথা মানি।" *(মাশআলে রাহ, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮২)*

বড়দের সম্মান

আমাদেরকে হযরত রসূল করীম (সা.) নসীহত করেছেন "হযরত আনাস বিন মালিক বলেন, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সাথে দেখা করতে আসেন। সাহাবারা তাকে বসার জায়গা দিতে অলসতা করলে রসূল করীম (সা.) বললেন, যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না ও বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের কেউ নয়।" (তিরমিযী কিতাব বির্‌র ওয়াস সিলা) অতএব যেখানে লোক সমাগম ঘটে, জুমুআতে, জলসায় অনেক সময় ঘরেও হয়ে থাকে। আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমাতে আমি একবার খোদ্দাম আতফালদের বড়দের বসতে দাও বলেছিলাম যেখানে বড়রা দাঁড়িয়ে ছিল ও ছোটরা বসেছিল। এগুণটিও সকল আহমদী বড় ছোট নারী পুরুষদের মাঝে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৬-২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৭)*

ওয়াকফে নওরা ওয়াকফ নবায়ন করুন

"যে সব ওয়াকফে নও পনের বছরের হয়েছেন তাদের উচিত তারা যেন ওয়াকফ নবায়ন করে। ওয়াকফে নওরা যেন নিয়মিত নামায পড়েন ও কুরআন তেলাওয়াত করেন"।

ওয়াকফে নওদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠ করার দিকেও হুযূর আনোয়ার (আই.) মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে যুগ খলীফার প্রতিটি নির্দেশ পালন করার শক্তি দিন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস যেন তাঁরই দাসত্বে ত্যাগ করান, আমীন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর সফর সমূহের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক

সংকলন ও অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ্ শাম্স বিন তারিক

[তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবওয়ার খিলাফত জুবিলীর স্মরণিকায় প্রকাশিত হুযূর (আই.)-এর সফর সমূহের বিবরণী হতে সংকলিত]

যখন যুগ খলীফা স্বয়ং কোন দেশ সফর করেন তখন তা সেই দেশের জামা'ত ও সদস্যদের বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে। শুধু তাই নয়, সেই দেশগুলোতে বা এলাকাতে আহমদীয়াতের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য নতুন নতুন রাস্তা উন্মোচিত হয়। প্রথম তিন খলীফাতুল মসীহ্র যুগে এরূপ সফরের সুফল জামা'ত লাভ করেছে আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর হিজরতের সাথে সাথে এটি খিলাফতের নিয়মিত কার্যক্রমের একটিতে পরিণত হয়ে পড়ে।

পঞ্চম খিলাফতের যুগেও এ আশীষময় ধারা জারি থাকে, বরং দেশে দেশে জামা'তের বিস্তারে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে নবাগত জনসমষ্টির সাথে খিলাফতের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নিঃসন্দেহে এ সফরগুলো নতুন মাত্রা যোগ করে। হুযূর (আই.) তাঁর সফরগুলোতে যথেষ্ট সময় দিয়ে চলেছেন, দেশগুলোর বিস্তীর্ণ প্রত্যন্ত এলাকাসমূহ সফর করেছেন, অনেক দেশে এই প্রথমবার কোন খলীফাতুল মসীহ্ জলসায় যোগ দিয়েছেন, অনেক এমন দেশে তিনি গেছেন যেখানে এর পূর্বে কোন খলীফা কখনো যান নি। আবার দেশগুলোর অভ্যন্তরে দূরদূরান্তের এলাকায় যেতে কঠিন সফরকেও হুযূর (আই.) বরণ করে নিয়েছেন । হুযূর (আই.) এর সফর সমূহের আরেক উল্লেখযোগ্য দিক মসজিদ নির্মাণ। এমনকি জার্মানীর জামা'তের জন্য হুযূর (আই.) শর্ত দেন যে তারা যদি বছরে পাঁচটি নতুন মসজিদ করতে পারেন তবে তিনি সফরে আসবেন। নিম্নে হুযূর (আই.) এর সফর সমূহের কিছু বিবরণ তুলে ধরা হল।

প্রথম সফর জার্মানী : ২০-৩১ আগষ্ট, ২০০৩

বার দিনের এ সফরের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল জার্মানীর ২৮তম জলসায় (আগষ্ট ২২-২৪) যোগদান ও ভাষণ প্রদান, ৩০শে আগষ্ট ডার্মস্টাটে নূর-উদ্দীন মসজিদ উদ্বোধন প্রভৃতি।

ফ্রান্স সফর : আগষ্ট ৩১- সেপ্টেম্বর ৮, ২০০৩

সাপ্তাহাধিককালের এ সফরে হুযূর হল্যান্ড হয়ে ফ্রান্স পৌছেন এবং সেখানে ৫-৭ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের জলসায় যোগ দেন।

ঘানা সফর : মার্চ ১৩-২৫, ২০০৪

এটি ছিল ইউরোপের বাইরে হুযূর (আই.) এর প্রথম সফর। পশ্চিম আফ্রিকার সফরের প্রথম অংশ হিসেবে হুযূর (আই.) ঘানাকে বেছে নেন। উল্লেখ্য যে হুযূর (আই.) ১৯৭৭-১৯৮৫ পর্যন্ত ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে ঘানায় অবস্থান করেন। ঘানার রাষ্ট্রপতি জন আজইয়েকুম কুফুওর সাথে সাক্ষাতে ঘানাকে হুযূর (আই.) তাঁর 'দ্বিতীয় গৃহ' আখ্যায়িত করলে রাষ্ট্রপতি বলেন Welcome back home Huzur (আপনার ঘরে প্রত্যাবর্তনে আপনাকে স্বাগতম, হুযূর)

এ সফরে হুযূর আশান্টি এলাকার প্যারামাউন্ট চীফের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাত করেন। তাছাড়া কোফোরিডুয়া-তে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি স্থাপন, মুসলিম হোমিও ক্লিনিক ও তাহির হোমিও কমপ্লেক্স পরিদর্শন, সীমান্তবর্তী পাগা শহরে একটি মসজিদ (খুব সম্ভবতঃ বায়তুল হাবীব মসজিদ) উদ্বোধন প্রভৃতি এ সফরের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। হুযূর (আই.) নিজের সাবেক কর্মস্থলও পরিদর্শন করেন।

বুরকিনা ফাসো সফর : মার্চ ২৫ - এপ্রিল ৩, ২০০৪

এটি ছিল কোন খলীফাতুল মসীহের প্রথম বুরকিনা ফাসো সফর। হুযূর সড়ক পথে বুরকিনা ফাসো পৌঁছেন। জলসায় যোগদান ছাড়াও দ্বিতীয় জুমুআর খুতবা হুযূর (আই.) বোবো দিউলাসো নামক শহরে প্রদান করেন। হুযূর ইসলামিক রেডিও আহমদীয়ার স্টুডিও পরিদর্শন করেন, যেখান থেকে ৫০ কি. মি. ব্যাসার্ধ জুড়ে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের নিকট রেডিওর মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। হুযূর (আই.) এ সফরকালে বুরকিনা ফাসোর রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

বেনিন সফরঃ এপ্রিল ৪-১১, ২০০৪

সপ্তাহ ব্যাপী এ সফরে হুযূর (আই.) আহমদীয়াতে তুলনামূলকভাবে নতুন আগমনকারী অথচ দ্রুত উন্নতশীল এ দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। এ সফরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে বেনিনের রাষ্ট্রপতি ও স্পীকারের সাথে সাক্ষাৎ, পারাকূ-তে সেই এলাকার প্রথম আহমদীয়া মসজিদ উদ্বোধন প্রভৃতি।

নাইজেরিয়া সফর : এপ্রিল ১১-১৩, ২০০৪

সংক্ষিপ্ত তিন দিনের নাইজেরিয়া সফরের মধ্য দিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার এ ঐতিহাসিক সফর সমাপ্ত হয়। এখানে এক সংক্ষিপ্ত জলসায় ভাষণ প্রদান ছাড়াও হুযূর

(আই.) আলারো-তে হুফ্‌ফাযদের এক ক্লাসের উদ্বোধন করেন, ওডো ওরো-তে মাসরূর গেষ্ট হাউজ কমপ্লেক্সের এবং আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধন করেন, এবং আপাপা-তে আহমদীয়া হাসপাতাল নতুন উইং-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

জার্মানী ও হল্যান্ড সফর : মে ১৬-জুন ৬, ২০০৪

এ সফরকালে হুযূর (আই.) জার্মানী মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার রজত জয়ন্তী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন এবং ২৩শে মে কোবলেন্‌য-এ বায়তুত তাহির মসজিদের উদ্বোধন করেন। ২রা -৬ই জুন হল্যান্ড সফর করে হুযূর (আই.) ৭ই জুন লন্ডন প্রত্যাবর্তন করেন।

কানাডা সফর : জুন-২১ জুলাই ২০০৪

এ সফরে হুযূর (আই.) মিসিসাউগাতে প্রথম জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। জামেয়া পরিদর্শন ছাড়াও ২রা-৪ঠা জুলাই কানাডার জলসা সালানায় হুযূর (আই.) অংশগ্রহণ করেন।

জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড সফর : আগষ্ট ১৬- সেপ্টেম্বর ১৫, ২০০৪

প্রায় মাসব্যাপী পশ্চিম ইউরোপীয় চারটি দেশের এ সফরের শুরু হয় জার্মানীতে বায়তুল হাবীব মসজিদের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। ২০-২২শে আগষ্ট জার্মানীর জলসায় যোগদানের পর ১লা সেপ্টেম্বর হুযূর (আই.) সুইজারল্যান্ড পৌঁছেন। ৩রা ও ৫ই সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মত কোন খলীফাতুল মসীহ্‌র উপস্থিতিতে সুইজারল্যান্ডের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর হুযূর (আই.) জার্মানী ফিরে আসেন এবং ৭ই সেপ্টেম্বর উসিঞ্জেন-এ বায়তুল হুদা মসজিদের উদ্বোধন করেন। ৮ই সেপ্টেম্বর হুযূর (আই.) বেলজিয়াম পৌঁছেন এবং ১০-১১ই সেপ্টেম্বর বেলজিয়ামের জলসায় যোগদান করেন। এরপর হুযূর (আই.) ১৩ই সেপ্টেম্বর হল্যান্ডের নুনস্পীটে পৌঁছেন এবং সেখানে দুই দিন অবস্থান করে ১৫ই সেপ্টেম্বর বেলজিয়াম, ফ্রান্স হয়ে সড়ক পথে লন্ডন প্রত্যাবর্তন করেন।

খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী নয় বরং চিরস্থায়ী হওয়া উচিত

"খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে আপনাদের সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী নয় বরং চিরস্থায়ী হওয়া উচিত এবং তা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত যেন আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে এ সম্পর্ক দৃশ্যমান হয়। এ সম্পর্কের খাতিরে যা আপনারা আপনাদের রবের সাথে স্থাপন করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা জামা'তে এমন মাতা-পিতা সৃষ্টি করুন যারা এমনভাবে তাদের সন্তানদের লালন-পালন করে যেন সে সন্তানেরা খিলাফতে আহমদীয়ার খাতিরে সত্য সত্যই নিজ জীবনকে কুরবানী করতে চায়। আপনাদের মাধ্যমে এমন প্রজন্ম সমূহ লালিত হোক যাদের জীবনের একক উদ্দেশ্য এই হবে যে তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পতাকাকে বিশ্বময় উড্ডীন করবে এবং ঐশী সন্তুষ্টির সন্ধানী হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ আদর্শের ভিত্তিতে জীবন যাপনের এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন"। *[মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, যুক্তরাজ্য জলসা, ৩০শে জুলাই, ২০০৫]*

যুক্তরাজ্যের মধ্য ও উত্তর অংশ সফর: সেপ্টেম্বর ৩০-অক্টোবর ৯, ২০০৪

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ যুক্তরাজ্যে অবস্থান করলেও নিজ কর্মস্থলের বাইরে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানীয় জামা'ত সফর বেশ দুর্লভ। বার্মিংহামের দারুল বরকত মসজিদের উদ্বোধনের জন্য ৩০শে সেপ্টেম্বর হুযূর (আই.) এ শহরে আগমন করেন। এরপর উভয় ইংল্যান্ডের কিছু জামা'ত হয়ে ৫ই অক্টোবর হুযূর (আই.) স্কটল্যান্ড পৌঁছেন। ৯ই অক্টোবর হুযূর (আই.) ফিরে আসেন।

ফ্রান্স সফর : ডিসেম্বর ২২-৩১, ২০০৪

এ সফরের দুটি বিশেষ তাৎপর্যবহ ঘটনা ছিল : (১) ফ্রান্সের বায়তুস সালাম মসজিদ থেকে সরাসরি ১১৩তম কাদিয়ান জলসার উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান। এটি ফ্রান্সের ১৩তম জলসারও সমাপনী ভাষণ ছিল। (২) এ সফর একদিন ২৭শে ডিসেম্বর যোহর ও আসরের নামাযের পর এক সাথে পাঁচ দেশের পাঁচজন ব্যক্তি হুযূর (আই.) এর মোবারক হাতে সরাসরি বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। দেশগুলো হল : তিউনিশিয়া, যুগোস্লাভিয়া (সাবেক), মার্টিনিক দ্বীপ, মাদাগাস্কার ও ফিলিপিন্‌স। এ সফরকালে হুযূর ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ভারসাই প্রাসাদ দর্শন করেন।

স্পেন সফর : জানুয়ারী ১-১৭, ২০০৫

ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ এ সফরে প্রথম বারের মত কোন খলীফাতুল মসীহ্‌র উপস্থিতিতে স্পেনের জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রানাডার আল হাম্রা প্রাসাদসহ স্পেনের অন্যান্য এলাকা পরিদর্শন শেষে ফ্রান্স হয়ে সড়ক পথে হুযূর (আই.) লন্ডন প্রত্যাবর্তন করেন।

পূর্ব আফ্রিকা (কেনিয়া, তানজানিয়া ও উগান্ডা) সফর : এপ্রিল ২৬-মে ২৫, ২০০৫

এটি ছিল হুযূর (আই.) এর এতদঞ্চলে প্রথম সফর। আর ইতিপূর্বে এ তিনটি দেশের জলসা সালানায় কখনো কোন খলীফাতুল মসীহ্ উপস্থিত হন নি। সে হিসেবে এ সফর ছিল বিশেষ তাৎপর্যবহ।

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীর বিমান বন্দরে কেনিয়ার মন্ত্রী জোসেফ নায়াগা হুযূর (আই.) কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পরদিন হুযূর (আই.) এর বড় ভাই মির্যা ইদ্রীস আহমদ সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ আসে, ইন্না লিল্লাহি.....রাজেউন। এদিন হুযূর নাইরোবীর বহুতল মসজিদ কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন, আহমদীয়া হল উদ্বোধন

করেন, লঙ্গরখানা ও আহমদীয়া ক্লিনিক পরিদর্শন করেন এবং কয়েকজন সাহাবীর কবর যিয়ারত করেন। ২৮শে এপ্রিল কেনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মোদি আউয়োরীর উপস্থিতিতে জলসার উদ্বোধন হয়। জলসা শেষে ৮ই মে পর্যন্ত কেনিয়া অবস্থান কালে হুযূর (আই.) এর কর্মব্যস্ততার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নাইভাশা ও নাকুরুতে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি স্থাপন, নাকুরু, কোনডেলে ও মোম্বাসা-তে ক্লিনিক পরিদর্শন, এন কোরো হ্রদ দর্শন, এলডোরোটে মসজিদ উদ্বোধন ও মিশন হাউজের ভিত্তি স্থাপন, বানজা-তে আহমদীয়া মসজিদ উদ্বোধন, মোম্বাসা-তে জুমুআর খুতবা প্রদান, জাতীয় দৈনিক 'স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকার প্রভৃতি।

এরপর ৮-১৭ই মে হুযূর (আই.) তানজানিয়া সফর করেন। বিমানবন্দরে রাজধানী দারুস সালামের ডেপুটি মেয়র হুযূর (আই.) কে অভ্যর্থনা জানান। ৯-১০ই মে জলসা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে দুইশত ব্যক্তি এক অনুষ্ঠানে হুযূর (আই.) এর হাতে বয়আত নেন। এ সফরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তানজানিয়ার প্রধান মন্ত্রী ফ্রেভারিক টি, সুমায় এবং রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম এম কাপার এর সাথে সাক্ষাৎ, মরোগোরো-তে আহমদীয়া মিশন ও মেডিকেল সেন্টার উদ্বোধন, কিহোন্ডা-তে আহমদীয়া হাসপাতালে নতুন আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন উদ্বোধন, চালিন্‌সে-তে মসজিদ উদ্বোধন প্রভৃতি।

১৭ই মে হুযূর (আই.) উগান্ডা পৌঁছেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মিনিষ্টার অব প্রটোকল হুযূর (আই.) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মিশন হাউজে আসেন। এ সফরের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এম্ বিক্কো-তে আহমদীয়া প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শন, কাসামবিরা ও জিনজা সফর, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ, বুসিয়াতে মসজিদ উদ্বোধন, এম্ বালে-তে আহমদীয়া হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, ইগাঙ্গা-তে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন, সামাকা সফর, কিয়ানজালে-তে মসজিদ উদ্বোধন, রাষ্ট্রপতি ইয়োওয়েরি কাগুটা মুসেভেনি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রভৃতি। ২৫ মে হুযূর লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

কানাডা সফর :
জুন ৪-জুলাই ৬, ২০০৫

মাসাধিককালের এই সফরটি হুযূর (আই.) কানাডার পশ্চিম প্রান্তের বন্দর নগরী ভ্যাংকুভারে শুরু করেন। হুযূর (আই.) প্রথম দুই দিন ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার রাজধানী ভিক্টোরিয়ায় বনভোজনে কাটান। ফেরী যোগে যাত্রার পর রয়েল লণ্ডন মোম (wax) যাদুঘর দর্শন ও ফেয়ার মাউন্ট এম্প্রেস হোটেলে অবস্থান করেন। ভ্যাংকুভারে জুমুআর খুতবা প্রদান ও মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর হুযূর (আই.) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত ব্যানফ জ্যাস্পার ও ক্যামলুপ হয়ে ১৫ই জুন ক্যালগেরী পৌঁছেন এবং এখানেও জুমুআ পড়ান এবং বায়তুন নূর মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর হুযূর (আই.) এডমন্টন ও সাস্কাচুয়ান হয়ে কানাডার পূর্বাংশে টোরন্টোতে আগমন করেন। সফরের এ অংশের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, কানাডার জলসা, ডারহামে ডঃ বুশারত সাহেবের দান কৃত সুরম্য অট্টালিকা পরিদর্শন ও একে বায়তুল মাহদী নামকরণ করে একটি পীচ ফলের চারা রোপন, অটোয়াতে কানাডার প্রধান মন্ত্রী পল মার্টিনের সাথে সাক্ষাৎ ব্রাম্পটনে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, মিসিসাউগা ও কর্ণওয়াল সফর ও সেখানকার মিশন হাউসে চারা রোপন প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে ভ্যাংকুভার, ক্যালগেরী ও ব্র্যাম্পটন মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের জন্য কাদিয়ান থেকে বিশেষভাবে আনা ইট ব্যবহার করা হয়। সফর শেষে ৬ই জুলাই হুযূর (আই.) লন্ডনের উদ্দেশ্যে কানাডা ত্যাগ করেন।

পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া সফরঃ আগষ্ট ২২-সেপ্টেম্বর ৩০, ২০০৫

যুক্তরাজ্য জলসার পর জার্মানী জলসার উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.) বেলজিয়াম হয়ে জার্মানী পৌঁছেন। কোল্‌ন এ বায়তুন নস্‌র মসজিদ পরিদর্শন, ওয়ার্যবুর্গ-এ 'বায়তুল আলীম' মসজিদ ও আওফুনবাখ-এ 'বায়তুজ জামে' মসজিদ উদ্বোধন, বেনস্‌হাইম-এ 'বশীর মসজিদ' এর ভিত্তি স্থাপনের পর ২৬-২৮শে আগষ্ট মানহাইম-এ জলসায় হুযূর (আই.) যোগদান করেন।

এরপর হুযূর (আই.) স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর এক সফরে ডেনমার্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ডেনমার্কের উল্লেখযোগ্য কর্মব্যস্ততা ছিল : রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল 'টি.ভি. ২' কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ, জাতীয় দৈনিক 'জিল্যান্ডস পোস্টেন' ও 'ক্রিস্টেলিগ ডাগ ব্লাড' কর্তৃক সাক্ষাতকার গ্রহণ, রসকুইড ক্যাথিড্রাল (রাজকীয় গীর্জা) এর যাদুঘর পরিদর্শন ও গীর্জার আর্চ বিশপ কর্তৃক অভ্যর্থনা, কোপেন হেগেনের 'নুসরত জাঁহান মসজিদ' থেকে জুমুআর খুতবা প্রদান প্রভৃতি। এরপর হুযূর (আই.) সুইডেনের মালনো হয়ে গথেনবুর্গ পৌঁছেন এবং সেখানে গথেনবুর্গ যাদুঘর ও 'আস্কিম' নামক সমুদ্রতটবর্তী দর্শনীয় স্থান দর্শন করেন। এরপর স্ক্যান্ডিনেভিয়ার তিনটি দেশ ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়ের এক সমন্বিত জলসা ১৬-১৮ সেপ্টেম্বর গথেনবুর্গে অনুষ্ঠিত হয় । জলসার দ্বিতীয় দিনে সুইডেনের ধর্ম, যুব ও বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী মিসেস লেনা হ্যালেন গ্রণ হুযূর (আই.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর হুযূর (আই.) নরওয়ের রাজধানী অসলো পৌঁছেন এবং সেখানে জামা'তের সদস্যদের পাশাপাশি অসলো শহরের মেয়র পার ডিল্ট্ লির সিমোনসেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ২৪শে সেপ্টেম্বর নরওয়ের সংসদ সদস্য লার্সরীসে হুযূর (আই.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় হুযূর (আই.) এর সম্মানে গ্র্যান্ড হোটেলে আয়োজিত এক সম্বর্ধনায় হুযূর (আই.) বক্তৃতা করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর হুযূর (আই.) হল্যান্ডের নুনস্পীটের উদ্দেশ্যে যাত্রার পথে জার্মানীর ইসেলবুর্গ শহরে 'বায়তুন নাসির' মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হল্যান্ডে অবস্থান কালে হুযূর (আই.) হেগ সফর করেন এবং সেখানে আন্তর্জাতিক আদালত ও প্যানোরমা দর্শন করেন। আন্তর্জাতিক আদালতে হুযূর (আই.)কে এ

আদালতের সাবেক প্রধান বিচারপতি চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.) এর ছবি টাঙ্গানো একটি কক্ষও দেখানো হয়। এছাড়া হল্যান্ডের ভার কোরেন-এ একটি ফলের খামার, এল্যা গার্ডেন-এ একটি বীজ কারখানা ও ডোলেডাম দর্শন করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর নুনস্পীটে 'বায়তুন নূর' মসজিদে জুমুআর খুৎবা প্রদান করে হুযূর (আই.) লন্ডনে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

উত্তর ইংল্যান্ডের হার্টলিপুল সফর : নভেম্বর ১১, ২০০৫

এ সফরে হুযূর (আই.) হার্টলিপুলের 'নাসির মসজিদ' উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য যে হার্টলিপুল যুক্তরাজ্যের প্রথম জামা'ত যেখানে স্বদেশী ইংরেজগণ এক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

মরিশাস সফর : ডিসেম্বর, ২০০৫

এ সফরে হুযূর (আই.) মরিশাসের নিউ গ্রোভ জামা'তের 'বায়তুস সালাম' মসজিদ, রোজ হিল-এ 'দারুস সালাম' মসজিদ এবং মিডল্যান্ডস, ক্যাতো বোখলেস, ফিনিক্স, ক্র অ. সের্ফ এক কুরিপিরি জামাত পরিদর্শন করেন এবং ১০ ডিসেম্বর দিল্লীর উদ্দেশ্যে মরিশাস ত্যাগ করেন।

ভারত সফর : ডিসেম্বর ১১, ২০০৫-জানুয়ারী ১৭, ২০০৬

১১ই ডিসেম্বর মরিশাস থেকে দিল্লী বিমান বন্দরে হুযূর (আই.) এসে পৌঁছলে কাদিয়ান থেকে আগত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব তাঁকে স্বাগত জানান। ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দিল্লী অবস্থান কালে হুযূর (আই.) লোক সভার স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এর সাথে সাক্ষাৎ করেন; কুতুব মিনার, তুঘলকাবাদ কেল্লা দর্শন করেন, মোঘল সম্রাট হুমায়ুন এবং বিশিষ্ট আউলিয়া হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রহ.) এর কবর জিয়ারত করেন; আগ্রার তাজমহল দর্শন করেন; সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ও প্রশ্নের উত্তর দেন। হুযূর (আই.) এর আগমনের সংবাদ গুরুত্বের সাথে ভারতের অন্যতম বৃহত দৈনিক 'হিন্দ সমাচার' সহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৫ই ডিসেম্বর অমৃতসরের উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন। পথে বিয়াস স্টেশনে যাত্রা বিরতি কালে 'ইন্ডিয়া টিভি'-কে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। অমৃতসর হয়ে বিকাল ৫ টার দিকে হুযূর (আই.) কাদিয়ান পৌঁছেন। এবং প্রথমেই বেহেশতি মাকবেরায় হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কবর যিয়ারত করেন। ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত পুরো এক মাস হুযূর (আই.) কাদিয়ানে অবস্থান করেন। এর মধ্যে ২৬-২৮ ডিসেম্বর কাদিয়ান জলসা ও ১০ই জানুয়ারী ঈদুল আযহিয়া এবং নিয়মিত জুমুআর খুতবা এম. টি এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। হুযূর (আই.) কাদিয়ানে পৌঁছার পর দিন তাঁর মাতা হযরত সাহেবযাদী সৈয়দা নাসিরা বেগম সাহেবা, যিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর সাহেবযাদী রাবওয়া থেকে কাদিয়ান পৌঁছেন।

কাদিয়ান অবস্থান কালে হুযূর (আই.) এর সাথে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ কাদিয়ানে এসে সাক্ষাৎ করেন, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, পাঞ্জাবের গণপূর্তমন্ত্রী সরদার প্রতাপ সিং বাজওয়া, গুরুদাসপুরের জেলা প্রশাসক বিবেক প্রতাপ সিং, বাটালা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কর কালেক্টর প্রমুখ। অগণিত আহমদীর সাথে ব্যক্তিগত মুলাকাত ছাড়াও হুযূর (আই.) দরবেশানে কাদিয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া পাকিস্তান এবং তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবওয়া কর্মকর্তাগণ, অনুরূপভাবে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ান এবং তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্ফে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন। হুযূর (আই.) জলসার পরদিন ভারতের মজলিসে শূরাতেও যোগদান করেন। জামেয়া আহমদীয়া ও জামেয়াতুল মুবাশ্শেরীন এর ছাত্র শিক্ষকের সাথেও সভা করেন। এছাড়া কাদিয়ানে অবস্থিত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ, স্কুল কলেজ-হাসপাতাল, জামা'তী দপ্তর ও অন্যান্য স্থাপনা সমূহ হুযূর (আই.) ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করেন।

৮ই জানুয়ারী হুযূর (আই.) হুশিয়ারপুর সফর করেন। সর্বধরম ও সবজাও কমিটির সভাপতি অনুরাগ সুদ্ধ হুশিয়ারপুর গণপূর্ত রেষ্ট হাউজে হুযূর (আই.)-কে অভ্যর্থনা জানান। হুশিয়ারপুরের বেশ কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা যেমন সেখানকার কে. এম. পি, এ. এস, পি. এবং ডি. এস. পি. এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আই.) এরপর সেই ঐতিহাসিক কামরায় যান, যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চল্লিশ দিন নিভৃতে ইবাদত করেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে হুযূর অত্যন্ত দীর্ঘ দোয়া করেন।

১৫ই জানুয়ারী বেহেশতি মাকবেরা যিয়ারত শেষে কাদিয়ানের মাঠে সমবেত অগণিত আহমদীদের সামনে এসে হুযূর (আই.) হাত নেড়ে বিদায় নেন। এরপর দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। পরদিন দিল্লীতে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কবর যিয়ারত করেন এবং ১৭ই জানুয়ারী লন্ডনের উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন।

সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি, নিউজিল্যান্ড ও জাপান সফর : এপ্রিল ৪-মে ১৫, ২০০৬

৪ঠা এপ্রিল হুযূর (আই.) লন্ডন ত্যাগ করে ৫ই এপ্রিল সিঙ্গাপুর আগমন করেন। ৭ই এপ্রিল ত্বাহা মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন এবং মিশন হাউজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১০ই এপ্রিল সিঙ্গাপুরের অন্যতম সুন্দর দ্বীপ 'সান্তোসা' দর্শন করার পর অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

২৫ এপ্রিল পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া অবস্থানকালে হুযূর (আই.) ১৪-১৬ এপ্রিল অষ্ট্রেলিয়ার জলসায় যোগদান করেন। এছাড়াও ওয়াক্ফে নও শিশুদের ক্লাস, অন্যান্য শিশুদের ক্লাস, লাজনা ও আনসারের আমেলার সাথে সভা, আহমদী স্থপতি, প্রকৌশলী ও তথ্য প্রযুক্তিবিদদের সাথেও সভা করেন। হুযূর (আই.) ব্রিসবেন, এডেলেইড ও সিডনী অপেরা হাউজও দর্শন করেন। এরপর ফিজির উদ্দেশ্যে রওনা হন।

প্রায় দশদিনের ফিজি সফর একদিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য রাখে। আন্তর্জাতিক তারিখ

রেখা ফিজির উপর দিয়ে যাওয়াতে একে আক্ষরিকভাবেই পৃথিবীর প্রান্ত অভিহিত করা হয়। ২৮শে এপ্রিল হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে প্রথমবারের মত বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত হয়। এছাড়া হুযূর (আই.) এ সফর কালে ফিজির উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং লাউটোকা, নারেরে এবং নাবাসা সফর করে সেখানকার আহমদীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং লাউটোকা আহমদীয়া স্কুল, এবং নারেরেতে স্থাপিত আহমদীয়া প্রাথমিক স্কুল এবং আহমদীয়া কলেজ পরিদর্শন করেন।

এরপর মে ৪-৮ হুযূর (আই.) নিউজিল্যান্ডে অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে ৮ই মে জুমুআর খুৎবা প্রদান করেন। এরপর হুযূর (আই.) এক সপ্তাহের জন্য জাপান সফর করেন। এ সফরে হুযূর (আই.) জাপানের ২৩ তম সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেন। এ সফরকালে জাপানে ক্রোয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত ৯ই মে হুযূর (আই.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৫ই মে হুযূর (আই.) লন্ডন ফিরে আসেন।

বেলজিয়াম, জার্মানী ও হল্যান্ড সফর: জুন ৩-২০, ২০০৬

৩রা জুন রওয়ানা হয়ে ৪ঠা জুন বেলজিয়াম জলসায় হুযূর (আই.) সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। এরপর জার্মানীর মান হাইম-এ হুযূর (আই.) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর ২৭তম ইজতেমা এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানীর ২৯তম ইজতেমায় উপস্থিত থেকে আশিসমন্ডিত করেন। ১২ই জুন তালীমুল ইসলাম কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির আয়োজিত এক নৈশভোজে হুযূর (আই.) অংশগ্রহণ করেন। ১৪ই জুন দুইজন জার্মান সাংসদ গ্রাগার আমান এবং সাশা রাবি এসে হুযূর (আই.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৭ই জুন হুযূর (আই.) নুনস্পীট, হল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৮ই জুন নামায যোহর-আসরের পর ৯ জন ব্যক্তি সরাসরি হুযূর (আই.) এর হাতে বয়আত করেন। এরপর হুযূর (আই.) হল্যান্ডে জলসা সালানার সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন।

জার্মানী ও হল্যান্ড সফর : ডিসেম্বর ২০০৬-জানুয়ারী ২০০৭

এবারের জার্মান সফরের মূল আকর্ষণ ছিল কাদিয়ান জলসার উদ্দেশ্যে জার্মানীর ফেকেন হাইম– এ অবস্থিত 'ফ্যাব্রিক' স্পোর্টস সেন্টার থেকে সরাসরি ভাষণ। এ জলসায় কাদিয়ানে সমবেতদের দৃশ্যও সরাসরি হুযূর (আই.) এর সামনে দেখানো হয়। জানুয়ারী ২ তারিখে হুযূর (আই.) বার্লিনে খাদিজা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রাখে কেননা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর তাহরীকে সেই যুগেই মহিলাদের চাঁদায় বার্লিনে মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি কেনা ও অন্যান্য উদ্যোগ নেয়া হয় কিন্তু পরবর্তীতে তা সম্ভব হয় নি। নতুন এ মসজিদের অর্থায়নও মহিলাদের দেয়া আর্থিক কুরবানী থেকেই করা হয়েছে।

এ সফরে হুযূর (আই.) হাউভেলবার্গ প্রাসাদ এবং বিখ্যাত ফ্লস শোয়েট্যিঞ্জেনের বাগান দর্শন করেন। পরবর্তী জুম'আ হল্যান্ডে আদায় করে হুযূর (আই.) সফর সমাপ্ত করেন।

ফ্রান্স, হল্যান্ড ও জার্মানী সফর : আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ২০০৭

এ সফরে ফ্রান্স এবং এরপর বেলজিয়াম হয়ে হল্যান্ডও হুযূর (আই.) সফর করেন। এরপর ৩১শে আগষ্ট থেকে ২রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর জলসায় হুযূর (আই.) অংশগ্রহণ করেন। এ সফরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল : ৩রা সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়া থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ, এরপর জার্মানীর, আলবেনিয়া, বসনিয়া, বুলগেরিয়া, কসোভো, হাঙ্গেরী, মাল্টা, রোমানিয়া এবং ম্যাসিডোনিয়ার মোবাল্লেগদের সঙ্গে সভা এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর কাসেল-এ 'বায়তুল মাহমুদ' মসজিদ এবং একই দিন শুয়েবার্ন-এ 'বায়তুল মুকীত' মসজিদ উদ্বোধন প্রভৃতি।

খিলাফত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং আপনাদের একতা ও শক্তির উৎস হবে

রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে খিলাফতে রাশেদার যুগ সংক্ষিপ্ত হবে, এবং তদ্রুপই হয়েছে। কিন্তু তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন যে বর্তমান যুগে, অর্থাৎ তাঁর প্রকৃত গোলামের আগমনের পরবর্তীতে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে তা নবুওয়তের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং কিয়ামত অবধি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোন কোন ব্যক্তি 'খিলাফত কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে' কথাটিকে নিজ চিন্তা-চেতনা অনুসারে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতেন। আজও জামা'তের কিছু সদস্য এরূপ আলোচনায় লিপ্ত হয়ে থাকেন। যে কেউ ঘুনাক্ষরেও সন্দেহ করে যে খিলাফত কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে কিনা, তারা বস্তুতঃ আল্লাহ্র রজ্জুকে ছিন্ন করার কথা বলে থাকে! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যার পর বাকী সব কিছুই রদ হয়ে যায়। তাদেরকে নিজ যুক্তি তর্ক নিজের কাছেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এবং জামা'তের মধ্যে বিশৃংখলার বিস্তার থেকে বিরত হওয়া উচিত। স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আল্লাহ্র রজ্জু বর্তমান যুগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। খিলাফতের সাথে যুক্ত থেকে তাঁর শিক্ষা পালন আপনাদেরকে শক্তি দিবে। খিলাফত আপনাদের একতা ও শক্তির উৎস হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যোগসূত্রে এ খিলাফত আল্লাহ্ তাআলার সাথে আপনাদের সংযোগ ঘটাবে। এ রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। যারা তা করবে না, তারা ছিন্ন-ভিন্ন ও ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কেবল নিজ ধ্বংসেরই কারণ হবে না বরং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও ধ্বংসের কারণ হবে। অতএব, যে কেউ নিজ অন্তঃকরণে খিলাফতের বিরোধী কোন ধারণা রাখে, তার নিজ অবস্থা নিয়ে চিন্তা করা উচিত।"

[জুমুআর খুতবা, ২৬শে আগষ্ট ২০০৫]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর শতাধিক মহান কল্যাণময় তাহরীক

মূল সংকলক : মুকাররম হাবিবুর রহমান যিরভি, রাবওয়া
অনুবাদ : আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জামাতের উদ্দেশ্যে প্রথম বাণীতে বলেন ঃ

"কুদরতে সানিয়া (দ্বিতীয় শক্তি ও মহিমা) যদি না থাকে তাহলে সত্য ধর্ম কখনো উন্নতি করতে পারে না। অতএব এ কুদরতের সাথে পরম আনুগত্য, ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার বন্ধনের সম্পর্ক রাখুন এবং খিলাফতের আনুগত্যের প্রেরণাকে স্থায়ী ও সমুন্নত করুন আর এর সাথে ভালবাসার আবেগ এতটা বৃদ্ধি করুন যেন এ ভালবাসার তুলনায় অন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক তুচ্ছ প্রতীয়মান হয়। ইমামের সাথে সম্পৃক্ততার মাঝেই সব কল্যাণ আর তিনিই আপনাদের জন্যে সব ধরনের বিপর্যয় ও পরীক্ষার মোকাবেলার এক ঢাল স্বরূপ" *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ মে ২০০৩)*।

আবার হুযূর (আই.) বলেন ঃ

"খলীফাগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তাহরীকও হতে থাকে। যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে, মসজিদ আবাদ রাখার জন্যে, নামায প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সন্তানসন্ততির তরবিয়তের ব্যাপারে নিজেদের মাঝে চারিত্রিক মর্যাদা উন্নীত করার লক্ষ্যে সাহস সৃষ্টি করার ব্যাপারে। আবার দাওয়াত ইলাল্লাহ্ প্রসঙ্গে বা বিভিন্ন আর্থিক কুরবানীর তাহরীকগুলোও রয়েছে। এসব বিষয়েরই আনুগত্য করা আবশ্যক। অন্য কথায় আনুগত্য বলতে ইবাদতের অধীন সংগত এসব কথাই আসে। নবী বা কোন খলীফা তোমাদের দিয়ে ঐশী আদেশ ও বুদ্ধি বিবেচনার বিপরীত কোন কাজ করান না। এটা তো বলা হয় না, তোমরা আগুনে প্রবেশ কর বা সমুদ্রে ঝাঁপ দাও......তাই এটা সুস্পষ্ট হোক যে নবী বা যুগের খলীফা কখনো হাসিঠাট্টা করেও একথা বলতে পারেন না" *(খুতবাতে মাসরূর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩)*।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বিগত বছরগুলোতে জামা'তের তা'লীম, তরবিয়ত, তবলীগে ইসলাম ও আহমদীয়ত এবং জামাআতের উন্নতি ও মানব মন্ডলীর সেবা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় যেসব কল্যামন্ডিত তাহরীক করেছেন স্মরণ করিয়ে দেবার ক্ষেত্রে এগুলোর কিছু কিছু বর্ণনা করা যাচ্ছে যেন জামাতের বন্ধুগণ এসব তাহরীকের ওপর সত্যিকার অর্থে আমল করার চেষ্টা করে আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হতে থাকেন।

(১) ইংল্যান্ডের জামাত ও MTA-এর কর্মীবৃন্দের জন্যে দোয়ার তাহরীক : আমার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে এতে কোন কোন কর্মী ধারাবাহিক ৪৮ ঘন্টা ধরে কাজ করছেন। এরপর কিছুটা বিশ্রাম নেন। তারা আমাদের দোয়ার অধিকারী *(খুতবাতে মাসরূর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮)*।

(২) দোয়ার তাহরীক ঃ এপ্রিল ১৯০৩ পুন: ইলহাম হয়-'রাব্বি ইন্নী মাযলুমুন ফানতাসির ফা সাহ্‌হিকহুম তাসহীকা অর্থাৎ হে আমার প্রভু আমি নির্যাতিত। আমাকে সাহায্য কর এবং তাদেরকে ভালভাবে নিষ্পেষিত কর (তাযকিরা)। প্রত্যেক আহমদীর আজকাল এ দোয়া করা আবশ্যক। এদিকে দৃষ্টি দিন *(খুতবাতে জুমুআ, ২৫ জুলাই ২০০৩)*।

(৩) তাহের ফাউন্ডেশনের ঘোষণা ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) জামা'তের উন্নতিকল্পে অনেক প্রোগ্রাম করেছেন এবং সেবা করেছেন। এর স্মরণার্থে হুযূর এ ফাউন্ডেশনের ঘোষণা করেন এবং যাতে এ কাজ ভালভাবে চলতে পারে সেজন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্যে জামা'তকে পরামর্শ দেন। এ সংগঠন যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারে সেজন্যে হুযূর (আই.) দোয়াও করেন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩)*।

(৪) নুসরৎ জাহাঁ স্কীমের অধীন আহমদী ডাক্তারদের ওয়াকফে জিন্দেগী করার তাহরীক ঃ এসব ডাক্তার সাময়িকভাবে আফ্রিকার হাসপাতালগুলোতে সেবা দান করবেন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ ডিসেম্বর ২০০৩)*।

(৫) মানবতার সেবার তাহরীক ঃ জামা'তী পর্যায়ে মানবতার সেবার কাজ সামর্থ্যানুযায়ী হয়ে চলেছে। আফ্রিকা, রাবওয়া ও কাদিয়ানে ওয়াকেফীন ডাক্তারগণ গরীব রুগীদের সেবা করে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও প্রত্যেক পেশার লোকদের সামর্থ্য অনুযায়ী মানবতার সেবার তাহরীক করেন হুযূর আকদস (আই.) *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ নভেম্বর ২০০৩)*।

(৬) ইন্টানেটের ব্যবহার একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে চলেছে। এথেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করুন : তবলীগের নামে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছেলে মেয়ের মাঝে সংযোগ স্থাপন করা উচিত নয় *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ নভেম্বর ২০০৩)*।

(৭) কুসংস্কার ও বিদাত পরিহার করা আবশ্যক : মহিলাদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। নিজ এলাকার রুসুম রেওয়াজ বা রীতিনীতির অনুসরণ করা উচিত নয়। মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হিন্দুস্তানের সাধারণ রীতি। আমাদের ইসলামী রীতিনীতি পুরোপুরি পালন করা আবশ্যক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩)*।

(৮) সিগারেট তথা ধুমপান না করার তাহরীক : হুক্কা ছেড়ে এখন লোকেরা সিগারেট ধরেছে। সিগারেট পান করা পরিহার করা আবশ্যক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩)*।

(৯) লটারী হারাম (নিষিদ্ধ) : আজকাল ইউরোপে এর খুব প্রচলন দেখা যায়। পাশ্চাত্যে লটারীর প্রচলন আছে। এ লটারী খেলার পর যে অর্থ পাওয়া যায় তা হারাম। যেভাবে জুয়ার টাকা হারাম। প্রথমত এটা নেওয়া উচিত নয় আর যদি পাওয়াও যায় তাহলে তা নিজের ক্ষেত্রে ব্যয় করা উচিত নয় *(খুতবাতে মাসরূর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮১)।*

(১০) যাদু টোনা ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া উচিত : হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'পীর হোন পীর পুজারী হবেন না'। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, মু'মিন হতে চাইলে আমার ইবাদত কর। আর তোমরা বল, পীর সাহেবের দোয়া আমাদের জন্যে যথেষ্ট। এসব শয়তানী ধ্যানধারণা। এ থেকে রক্ষা পাওয়া আবশ্যক। মহিলাদের মাঝে এ রোগ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এশিয়াবাসীদের মাঝেও এটা বেশি দেখা যায়। আমাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর পরিসংখ্যান নেয়া উচিত এবং এ বিদাত থেকে আমাদের লোকদের বাঁচানো উচিত *(খুতবাতে মাসরূর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬৪)।*

(১১) নেযামে জামাতের প্রতি আনুগত্যের তাহরীক : পনর বছর বয়স হলেই তো একজন আহমদী খাদেম হিসেবে জামাতের কাজে অংশ গ্রহণ করবে। ছোট বেলা থেকেই তাকে একাজে অংশ গ্রহণে উৎসাহ দেয়া উচিত। এটা জামাতের জন্যে কল্যাণজনক হবে। একদিন না একদিন তারা অংগসংগঠনের সদস্য তো হবেই। প্রথম থেকেই যদি তাদের ট্রেনিং দেয়া হয় তখন তারা ভাল কর্মী হবে। খলীফাদের সাথে যেন তাদের আগে থেকে সম্পর্ক সৃষ্টি করানো হয় *(খুতবাতে মাসরূর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৫)।*

(১২) দোয়ার তাহরীক ঃ এ দোয়া অন্যান্য দোয়াগুলোর সাথে বিশেষভাবে অবশ্যই যেন করা হয় –

রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯) অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা হতে দিও না এবং তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে কৃপা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা *(খুতবা জুমুআ, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩)।*

(১৩) সত্যবাদিতার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ দির্দেশ : আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেককে সত্যবাদিতার উচ্চমান প্রতিষ্ঠা করার এবং মিথ্যার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে একে ঘৃণা করার সৌভাগ্য দিন *(খুতবাতে মাসরূর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৪)।*

(১৪) বিয়েশাদীতে অনাড়ম্বরতা ও আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখার তাগিদঃ বিয়েশাদীতে পর্দার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না। এদিকে পিতা মাতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আমাদের সফলতা খোদা তাআলার সন্তুষ্টি এবং দোয়ার মাঝে নিহিত।

(১৫) জামাতী দালান কোঠা ও এর পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নিয়মিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ঃ এর জন্যে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা ইমাইল্লাহ্ যেন স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে কাজ করে *(খুতবা জুমুআ, ২৩ এপ্রিল ২০০৪)।*

(১৬) বিয়েশাদীতে যেন অপচয় করা না হয় : আজকাল বিয়েশাদীতে এত অনর্থক ব্যয় করা হয় যে এর সীমা পরিসীমা নেই। এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলা হচ্ছে *(খুতবা জুমুআ, ৩০ এপ্রিল ২০০৪)।*

(১৭) আমি যে বিষয়টা খুব পছন্দ করি তা হলো, আফ্রিকার পিপাসার্ত লোকদের যেন খাবার পানি সরবরাহ করা হয় ঃ আহমদী ইঞ্জিনিয়াররা এ ব্যাপারটি নিয়ে যেন উপযোগিতার (Feasibility) রিপোর্ট উপস্থাপন করে। আমাদের জামাতের Humanity First মানব কল্যাণে অনেক কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের কমতি আছে। এজন্যে আমাদের জামাতের ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট এসোসিয়েসন এ ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ জুন, ২০০৪)।*

(১৮) প্রত্যেক আহমদী দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজে বছরে কমপক্ষে ২ সপ্তাহ যেন ওয়াকফ করে : তারা যে মহাদেশ বা দেশের সাথে সম্পর্ক রাখুক এদিকে যেন মনোযোগী হয়। *(খুতবা জুমুআ, জুন ২০০৪)।*

(১৯) জামাতের তাৎপর্য ও এর আদবের প্রতি যেন মনোযোগ দেয়া হয়। *(খুতবা জুমুআ, ২৮ মে ২০০৪)।*

(২০) হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের পবিত্র পুস্তকাদি থেকে কল্যাণমন্ডিত হোন *(খুতবা জুমুআ, ১১ জুন ২০০৪)*

(২১) ইজতেমা ও জলসাসমূহ থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার নির্দেশ।

(২২) ওয়াকেফীনে নও যেন বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করে *(খুতবা জুমুআ, ১৮ জুন ২০০৪)*

(২৩) নিজের এবং নিজের বংশধরদের জীবন পবিত্র করার জন্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওসীয়্যতের ঐশী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হোন। *(যুক্ত রাজ্যের জলসার সমাপ্তি ভাষণ, ১ আগষ্ট, ২০০৪)*

(২৪) Humanity First সংস্থাটির প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিন *(খুতবা জুমুআ, ২৭ আগষ্ট ২০০৪)।*

(২৫) শিশুদের মাঝে 'আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু" বলার অভ্যাস সৃষ্টি করুন *(জুমুআর খুতবা, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪)।*

(২৬) কুরআন করীম তেলাওয়াত এবং এর অনুবাদ পাঠ করার জন্যে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ *(খুতবা জুমুআ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।*

(২৭) বিয়েশাদীর সমস্যার নিরসনকল্পে দৃষ্টি দিন *(খুতবা জুমুআ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৪)।*

(২৮) এ অঙ্গীকার করুন, খোদা তাআলা সৌভাগ্য দিলে পঞ্চম খিলাফতের যুগে আমরা জার্মানীর প্রত্যেক শহরে মসজিদ নির্মাণ করবো *(খুতবা জুমুআ, ২৭ আগষ্ট ২০০৪, এবং আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ অক্টোবর ২০০৪)।*

(২৯) আহমদীয়তের বাণী বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছান *(খুতবা জুমুআ, ৮ অক্টোবর, ২০০৪)।*

(৩০) তাহরীকে জাদীদের পঞ্চম দপ্তরের প্রবর্তন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ নভেম্বর, ২০০৪)।*

(৩১) তাহরীকে জাদীদের প্রথম দপ্তরের খাতা সঞ্জীবিত করার তাহরীক *(খুতবা জুমুআ, ৫ নভেম্বর ২০০৪)।*

(৩২) হার্টলে পুল এবং ব্রাডফোর্ড মসজিদ নির্মাণের জন্যে চাঁদার তাহরীক *(খুতবা জুমুআ, ১৫ অক্টোবর, ২০০৪)।*

(৩৩) স্পেনের Valencia (ভ্যালেনসিয়া) নামক স্থানে আরও একটি মসজিদ নির্মাণের মহান তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ জানুয়ারী ২০০৫)।*

(৩৪) বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপিত অভিযোগগুলোর জবাব দিতে বিভিন্ন দল গঠন করুন *(খুতবা জুমুআ, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫)।*

(৩৫) লাজনা ইমাইল্লাহ্, খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্‌র সংগঠনের খিদমতে খালক বিভাগকে রুগীদের সেবা করার জন্যে কর্মসূচী প্রণয়নের উপদেশ *(খুতবা জুমুআ, ১৫ এপ্রিল, ২০০৫)*

(৩৬) মরিয়ম শাদী ফান্ডের প্রতি মনোযোগ দিন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ জুন ২০০৫ ও খুতবা জুমুআ, ২৫ নভেম্বর ২০০৫)।*

(৩৭) তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনের জন্যে আর্থিক কুরবানীর তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ জুন ২০০৫)*

(৩৮) শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলীর আধ্যাত্মিক কর্মসূচী প্রদান *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১০ জুন ২০০৫)।*

(৩৯) শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী ২০০৮ ও হুকূকুল ইবাদ (সৃষ্টি সেবা) আদায় প্রসঙ্গে *(খুতবা জুমুআ, ২৬ আগষ্ট ২০০৫)।*

(৪০) মিথ্যা অহমিকা দূরীভূত করার জন্যে প্রত্যেক আহমদী সংগ্রাম করুন *(খুতবা জুমুআ, ২৬ আগষ্ট ২০০৫)।*

(৪১) জামাতে আহমদীয়া নরওয়েকে মসজিদ নির্মাণের জন্যে অধিক পরিমাণে আর্থিক কুরবানী করার জোর তাহরীক *(খুতবা জুমুআ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।*

(৪২) তাহরীকে জাদীদের চাঁদা এবং মসজিদ নির্মাণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহরীক *(খুতবা জুমুআ, ১১ নভেম্বর ২০০৫)।*

(৪৩) লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ওয়াকফে নও আবশ্যক *(জামেয়া আহমদীয়া লন্ডনের উদ্বোধনী ভাষণ, ১ অক্টোবর, ২০০৫)।*

(৪৪) অঙ্গ সংগঠনগুলো নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন *(মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃটেনের ইজতেমায় সমাপ্তি ভাষণ, ২ অক্টোবর ২০০৫)।*

(৪৫) উত্তম পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধ করুন *(খুতবা জুমুআ, ১৮ নভেম্বর ২০০৫)।*

(৪৬) বিয়েশাদীতে অনর্থক রুসুম রেওয়াজ (কুসংস্কারপূর্ণ রীতিনীতি) বাজে খরচ ও বেহুদা গান বাজনা ও অপচয় পরিহার করার বিশেষ তাগিদ *(খুতবা জুমুআ, ২৫ নভেম্বর ২০০৫)।*

(৪৭) এমটিএ'র (MTA) মাধ্যমে উপকৃত হোন। অঙ্গ সংগঠনগুলো তদারকী করুন *(খুতবা জুমুআ, ২ ডিসেম্বর ২০০৫, মরিসাস)।*

(৪৮) লাজনা ইমাইল্লাহ্ তরবিয়তের ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করুন *(জলসা চলাকালে লাজনা ইমাইল্লাহ্ কাদিয়ানে প্রদত্ত ভাষণ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৫)।*

(৪৯) নও মুবায়েঈন (নবদীক্ষিতগণ)কে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করুন *(দৈনিক আল ফযল, ২৮ মার্চ ২০০৬)।*

(৫০) আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহরাজীর কথা বিশ্বকে অবহিত করুন এবং বিপুল সংখ্যায় দুরূদ শরীফ পাঠ করুন *(খুতবা জুমুআ, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৬, ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৬, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ৩-৯ মার্চ ২০০৬)*

(৫১) জার্নালিজম (সংবাদিকতা) পড়ার প্রতি মনোযোগ দিন *(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩-৯ মার্চ ২০০৬)।*

(৫২) আর্থিক কুরবানীর সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্যে বিশেষভাবে নির্দেশ *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১-২৭ এপ্রিল ২০০৬)*

(৫৩) চাঁদার প্রত্যেক তাহরীকে অংশ নিতে চেষ্টা করুন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২১-২৭ এপ্রিল ২০০৬)।*

(৫৪) তাহের হার্ট ইন্সটিটিউটে অংশ গ্রহণ করার জন্যে ডাক্তারদের প্রতি তাহরীক

(৫৫) প্রত্যেক আহমদীকে জামাতের কর্মনিষ্ঠ অংশে পরিণত করুন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১২-১৮ মে, ২০০৬)।*

(৫৬) রিশ্‌তানাতা বিভাগকে কর্মতৎপর হওয়া আবশ্যক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২-১৮ মে ২০০৬)।*

(৫৭) শিশুদের মাঝে বা-জামাত নামায পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করুন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২-৮ জুন ২০০৬)।*

(৫৮) আমিত্বের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ জুন-৬ জুলাই ২০০৬)।*

(৫৯) মুরব্বী ও কর্মকর্তাগণ কারও প্রতি যেন পক্ষপাতিত্ব না করেন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ জুন-৬ জুলাই ২০০৬)।*

(৬০) মেহমানদের সাথে সমতাপূর্ণ আচরণ করুন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১-১৭ আগষ্ট ২০০৬)।*

(৬১) ঈদ উপলক্ষে প্রতিবেশীদেরকে উপহার সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে পরিচিতি লাভের সুযোগ সৃষ্টির তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ অক্টোবর ২০০৬)।*

(৬২) 'সুলতানুল কলম' সংগঠনকে কার্যকর করার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪-৩০ নভেম্বর ২০০৬)।*

(৬৩) সব জামাত ওয়াকফে আরযীর প্রতি মনোযোগ দিন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪-৩০ নভেম্বর ২০০৬)।*

(৬৪) অবসর গ্রহণের পর পশ্চিমা দেশগুলোর জন্যে ওয়াকফ করুন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪-৩০ নভেম্বর ২০০৬)।*

(৬৫) বেকার থাকার স্বভাব পরিহার করার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪-৩০ নভেম্বর ২০০৬)।*

(৬৬) পারিবারিক কলহ পরিহার করার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১-৭ ডিসেম্বর ২০০৬)।*

(৬৭) যুগ খলীফার বক্তব্য গোটা জামাতকে উদ্দেশ্য করেই হয়ে থাকে *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২-২৮ নভেম্বর ২০০৬)।*

(৬৮) খিদমতে খালক (সৃষ্টি সেবা) বিভাগকে কর্মতৎপর হওয়ার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫-১১ জানুয়ারী ২০০৭)।*

(৬৯) তবলীগের জন্যে পুস্তকাদি এবং গণসংযোগের বিভিন্ন নতুন নতুন মাধ্যম অবলম্বন করার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২-১৮ জানুয়ারী ২০০৭)।*

(৭০) জামাতের প্রতিটি পয়সা যথার্থ উদ্দেশ্যে ব্যয় হওয়া আবশ্যক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২-৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭)।*

(৭১) হল্যান্ডে অনেক মসজিদ নির্মাণের তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ ফেব্রুয়ারী -২ মার্চ ২০০৭)।*

(৭২) পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরের শিশুরা ওয়াকফে জাদীদের পুরো দায়িত্বভার গ্রহণ করুক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২-৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭)।*

(৭৩) সহাবাগণের (রা.) সন্তান-সন্ততিরা কুরবানীর উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯-১৫ মার্চ ২০০৭)।*

(৭৪) আরব বাসীকে সত্য গ্রহণ করার আহ্বান *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩-১৯ এপ্রিল ২০০৭)।*

(৭৫) রাবওয়াবাসীকে উত্তম আদর্শবানে পরিণত হওয়ার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪-১০ মে ২০০৭)।*

(৭৬) উপযুক্ত কর্মকর্তা নির্বাচিত করুন *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ এপ্রিল ও ৩ মে ২০০৭)।*

(৭৭) দুষ্ট খ্রিষ্টান-পাদ্রী ও পন্ডিতদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্যে দোয়ার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫-২১ জুন ২০০৭)।*

(৭৮) নিকটাত্মীয়দের অধিকার আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৯ জুন-৬ জুলাই, ২০০৭)।*

(৭৯) আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২-২৮ জুন ২০০৭)।*

(৮০) এতীমদের দেখা শুনার উদ্দেশ্যে গঠিত তহবিলে প্রাণ খুলে অংশ গ্রহণ করার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২-২৮ জুন ২০০৭)।*

(৮১) মরিয়ম শাদী ফান্ডে অংশ গ্রহণের জন্যে মনোযোগ আকর্ষণ *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২-২৮ জুন ২০০৭)।*

(৮২) আপ্যায়ন করতে ঋণ থেকে রক্ষা পাওয়া আর মিতব্যয়ী হওয়ার জন্যে মনোযোগ আকর্ষণ *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬-১২ জুলাই ২০০৭)।*

(৮৩) আহমদীরা যেন সারা বিশ্বে নিরাপত্তার বাণী ছড়িয়ে দেয় *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩-১৯ জুলাই ২০০৭)।*

(৮৪) আহমদী আইন ব্যবসায়ীদের এসাইলাম (Asylum) প্রার্থীদের কাছ থেকে কম ফিস নিতে এবং কারও বিপদগ্রস্থতার সুযোগে অবৈধভাবে উপকৃত না হওয়ার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬-১২ জুলাই ২০০৭)।*

(৮৫) পাকিস্তানের জন্যে দোয়ার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০-১৬ আগষ্ট ২০০৭)।*

(৮৬) কাযা বিভাগীয় সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়নের তাহরীক *(দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া ২১ আগষ্ট ২০০৭)।*

(৮৭) খিদমতে খালকের (সৃষ্টি সেবা) তাহরীক *(দৈনিক আলফযল, রাবওয়া ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।*

(৮৮) দরিদ্রদের সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখুন *(দৈনিক আলফযল, রাবওয়া ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।*

(৮৯) কমপক্ষে ৭০ ভাগ নও মুবায়েঈন (নবদীক্ষিত)দের তজনীদের অন্তর্ভুক্ত করার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩১ আগষ্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৭)।*

(৯০) ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা অন্যদের কাছে পৌঁছানো *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪-২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।*

(৯১) নিজেদের অন্তরে জামাতের ইতায়াতের আবেগকে আগের চেয়েও অধিক সৃষ্টি করুন *(দৈনিক আলফযল, ৩০ অক্টোবর ২০০৭)।*

(৯২) খিলাফতে আহমদীয়ার নতুন শতাব্দীর জন্যে (ঘোষিত) দোয়াগুলোর তাহরীক সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২-৮ নভেম্বর ২০০৭)।*

(৯৩) ডেক-ডেকচি পরিষ্কার করার জন্যে মেশিন তৈরীর তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ সেপ্টেম্বর-৪ অক্টোবর ২০০৭)।*

(৯৪) খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জলসার প্রস্তুতির তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ সেপ্টেম্বর-৪ অক্টোবর ২০০৭)।*

(৯৫) এতীমদের দেখাশুনার জন্যে তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭-১৩ ডিসেম্বর ২০০৭)।*

(৯৬) তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ নও মুবায়েঈনদের বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করুন *(দৈনিক আলফযল, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৭)।*

(৯৭) কারও ওপর যুলুমের প্রতিশোধ যুলুমের মাধ্যমে নিবেন না *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪-১১ জানুয়ারী, ২০০৮)।*

(৯৮) পাকিস্তানের স্থায়িত্বের জন্যে দোয়ার তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮-২৪ জানুয়ারী ২০০৮)।*

(৯৯) কলমের মাধ্যমে জিহাদের তাহরীক *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১-৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৮)।*

(১০০) শিশুদেরকে অধিক সংখ্যায় ওয়াকফে জাদীদে অন্তর্ভুক্তির তাহরীক

(১০১) জামাত এবং অঙ্গ সংগঠনগুলো এমনভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন করবে যার মাধ্যমে কুরবানীর মান ও স্তর উন্নীত হয়

(১০২) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার তাহরীক।

(১০৩) নামায বা-জামাত প্রতিষ্ঠা করার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়ার তাহরীক।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ৬, ১৩, ২০ ২৭ মার্চ ও ৪ এপ্রিল ২০০৮ সংখ্যাগুলো থেকে অনূদিত)

আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

মাওলানা মাহমুদ আহমদ, মিশনারী ইনচার্জ ও আমীর, অষ্ট্রেলিয়া

আমরা তালিমুল ইসলাম কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ এক সাথে পড়েছি। মিয়া সাহেব তখন সকলের চাইতে অনন্য ছিলেন। যেমন গাউন ও টুপি তখন এক রকম আমাদের হাতেই থাকত। কিন্তু হুযূর পুরোপুরি এর পাবন্দী করতেন। তিনি নিয়মিত গাউন ও টুপি পরতেন। আমরা মন্তব্য করতাম যে, কোন সময় টুপি বা গাউন না পরলেও চলে। তিনি বলতেন যে এটাতো কলেজ টাইমে পরার জন্য বলা হয়েছে। এ মন্তব্য করলেন হযরত সাহেবের একজন ক্লাসমেট, যিনি বর্তমানে কাষ্টমসে কর্মরত।

আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা খোদ্দামুল আহমদীয়ায় এক সাথে কাজ করেছি। মজলিসে আমেলার মিটিং বাদ মাগরিব শুরু হয়ে এশা পর্যন্ত চলতো। মসজিদ মোবারকে আযানের পরপরই মিটিং শেষ হতো। হযরত সাহেব আযান শুরু হলেই অনুমতি নিয়ে মসজিদ মোবারকে চলে যেতেন। আমরা যদি বলতাম যে, আমরাও নামাযে যাব। তিনি বলতেন, 'মসজিদে গিয়ে অজু সেরে দু'রাকাত নফল আদায় করা যাবে আর মিটিং তো শেষ হয়েছে। মসজিদে গিয়ে প্রথম সারিতে বসার সওয়াব আছে'। ছোট বেলা হতে আমরা রাবওয়াতে একই সময় বড় হয়েছি। তখন হতে দেখেছি যে, মসজিদে নামায, রোযায় দরস শোনার প্রতি তিনি সহপাঠিদের মধ্যে ভিন্ন ছিলেন। শুনা ও এতায়াত করার ব্যাপারে তাঁর গুণ পরিলক্ষিত হয়। অফিসেও কাজের বেলায় সদা তিনি নিয়মানুবর্তিতা দেখিয়েছেন। কোন ব্যাপারে তাকে জেদ করতে দেখিনি। তিনি তার মতামত ব্যক্ত করতেন। তবে তার কথাটি বলবৎ থাকুক, এমন ঘটনা আমার মনে পড়েনি। হযরত সাহেব মোটেই দরবারী টাইপের ছিলেন না। তাঁর মরহুম পিতা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেবও দরবারী ছিলেন না। তবে তাঁর এডমিনিষ্ট্রেশনের দক্ষতার ব্যাপারে দ্বিমত নাই। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদও তদনুরূপ।

খিলাফত হলো ফুলদানী। বিভিন্ন ফুলের দ্বারা যেমন ফুলদানী সাজান

হুযূর (আই.) এর সাথে লেখক মাওলানা মাহমুদ আহমদ, মিশনারী ইনচার্জ ও আমীর, অষ্টেলিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট সদস্য মি. রজার প্রাইস

খিলাফত হলো ফুলদানী। বিভিন্ন ফুলের দ্বারা যেমন ফুলদানী সাজান হয়। খিলাফতও তেমনি সময় অনুযায়ী খোদা তাআলা খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে খিলাফতের সৌন্দর্য প্রকাশ করে থাকেন। এই কারণেই হযরত খলীফা রাবে (রাহে.) তার জুমুআর খুতবাতে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এক খলীফাকে অন্যের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন সুবাস থাকে

হয়। খিলাফতও তেমনি সময় অনুযায়ী খোদা তাআলা খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে খিলাফতের সৌন্দর্য প্রকাশ করে থাকেন। এই কারণেই হযরত খলীফা রাবে (রাহে.) তার জুমুআর খুতবাতে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এক খলীফাকে অন্যের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন সুবাস থাকে। হযরত সাহেব মূলত: এগ্রিকালচারিষ্ট। তার মানে কৃষিবিদ। তাই পরিশ্রম অর্থাৎ রৌদ বৃষ্টিতে কাজ করায় অভ্যস্ত। রাবওয়ার পাশেই তাঁদের খামার। হযরত খলীফা রাবে যখন খলীফা হন, তখন তাঁর নিজের ও তিনি যে সমস্ত জমি দেখাশুনা করতেন, সে সবের দায়িত্ব মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)কে দেন। হযরত সাহেব কয়েক বৎসর আফ্রিকার ঘানায় শিক্ষকতা করেছেন। তদুপরি সেখানে জামা'তের ফার্মেরও ম্যানেজার ছিলেন। তখন সেখানে গমের চাষে সফল হয়ে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। পানির খুবই অভাব সেখানে। দূর দূরান্ত হতে পান করার পানি বয়ে আনতে হতো। সেটাও তিনি কয়েক বছর করেছেন। পানি যে কত বড় নিয়ামত তা সেখানে গেলে বুঝা যায়। ঘানা সফর কালে, ওয়াতে পৌঁছলে খোদ্দামরা আমাকে বলল যে, এশার পর আমাকে তারা অদ্ভুত এক জিনিষ দেখাবে। তবে রাতে প্রায় হাফ মাইল যেতে হবে। গিয়ে দেখি পানির চাপ কল। তারা বলল এটাতে খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার লোহার একটি হাতলে চাপ দিলে পানের যোগ্য পানি বেরিয়ে আসে।

বায়তুল হুদা, সিডনী অষ্ট্রেলিয়া

হযরত সাহেব জামা'তের বিভিন্ন অফিসে কাজ করেছেন। আমি যখন ১৯৯১ সালে অষ্ট্রেলিয়া আসি, তখন তিনি তাহরীকে জাদীদের ওসীয়্যত ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ ছিলেন। এই বিভাগটি ওকালতে মাল সানীর অধীনে কাজ করে। পরে তিনি নাযের তালিম পদে অধিষ্ঠিত হন। খলীফা নির্বাচিত হবার সময় তিনি নাযের আলা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অংগসংগঠনে তিনি খোদ্দাম ও আনসারুল্লায় কাজ করেছেন। সর্বত্রই তিনি তার সহকর্মীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার সুন্দর নমুনা দেখিয়েছেন। তবে যে বিষয়টিতে আমাদেরকে বিশেভাবে আকৃষ্ট করেছেন তা হলো ইবাদতের প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি আর নিয়মানুবর্তিতা। লায়ালপুর, বর্তমান ফয়সালাবাদ, সেখানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় একবার ছুটিতে রাবওয়াতে যাতায়াতে কোন ব্যঘাত ঘটে। কালক্ষেপন না করে তখনই তিনি বাইসাইকেলে যাত্রা করেন এবং সময়মত ফয়সালাবাদে পৌঁছান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ অষ্ট্রেলিয়া এসেছেন। তার সাথে আমাদের স্থানীয় এম, পি, অনারেবল রজার প্রাইস্ দেখা করেছেন। হুযূর যেদিন পৌঁছান তার পরের দিনই মি. প্রাইস্-এর বিদেশ যাবার কথা। তাই হুযূর সেদিনই তাকে সাক্ষাত দান করেন। মোলাকাতের সময় ছিল ৩০ মিনিট তবে তা চলেছে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। অষ্ট্রেলিয়াতে কৃষির বিভিন্ন দিক নিয়েই বেশি আলোচনা হয়। যেখানেই গিয়েছি, আগেই নামাযের ব্যাপারে হুযূর জিজ্ঞাসা করেছেন কি ব্যবস্থা হবে। আলহামদুলিল্লাহ্, সকল স্থানেই সময়মত নামায আদায়ের ভাল ব্যবস্থা করা হয়। সিডনি অপেরা হাউস দেখার সময়ও সেখানে নামাযের ব্যবস্থা করা হয়।

কাজ সমাধা করার আগে আরাম করার প্রশ্নই উঠে না। ছোট সময় হতেই হুযূরকে এমনটা দেখেছি। হযরত মৌলানা আব্দুর রহীম দর্দ সাহেবের ছেলে মুজিবুর রহমান দর্দ শুনালেন যে, **"আফ্রিকার এক দেশে জামা'তের কাজে কিছু দিন একত্রে থাকার সুযোগ তার হয়েছে। কোন কোন সময় দিনরাত ধরে বেশ কাজ করতে হয়েছে। আবার লেইট নাইট কাজও করেছি। মিয়া সাহেব নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেছেন"।**

পঞ্চম খিলাফতের ইলেকশান হবার একদিন পূর্বে আমি অষ্ট্রেলিয়া হতে লন্ডন পৌছেছি। তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি খুবই আদর আপ্যায়ণ করে নিজে চা নাস্তা এনে দেন যে আমি ২২ ঘন্টা সফর করে লন্ডনে পৌঁছেছি। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর সাথে যথাযথ কাজ করার তৌফিক দান করুন।

যুগ খলীফার স্নেহধন্য বাংলাদেশ

মাওলানা ফিরোজ আলম, ইনচার্জ, বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

হুযূর আনওয়ার (আই.)-এর সাথে লেখক ও মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং বাংলাদেশ জামাতের মিশনারী ইনচার্জ সহ প্রতিনিধিদলের কয়েকজন

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক হাদীসে দু'বার উম্মতের মাঝে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার শুভসংবাদ দিয়েছেন। নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার একটি অর্থ হলো নবীর মাধ্যমে যে সংস্কার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পর তাঁর মান্যকারীদের মধ্য থেকে কিছু লোক খোদার পক্ষ থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন আর নবী নিজ মিশনকে যেভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন তার জন্য তাঁরাও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে কাজ করেন। আরও একটি অর্থ হলো খিলাফতে রাশেদা হুবহু সেসকল শিক্ষা ও আদর্শের অনুকরণ করে যা নবী স্বয়ং অনুসরণ করেছেন। তৃতীয়তঃ নবীর ওপর খোদা তাআলা যে ওহী ও বাণী অবতীর্ণ করেন, যে দিক নির্দেশনা দেন খলীফারা তাঁর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাশীল হন এবং আক্ষরিক অর্থে তার অনুসরণ করেন বরং একে পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করেন।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় খিলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় বিকাশে খোদা তাআলা যাদেরকে খিলাফতের আসনে সমাসীন করেছেন তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে এ অর্থের সত্যতা ও যথার্থতার সাক্ষ্য বহন করেন। বর্তমান যুগ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পঞ্চম খলীফার যুগ। আমাকে পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-এর বাঙ্গালী ও বাংলাদেশীদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা সম্পর্কে কিছু লিখতে বলা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ১৯০৫ সনে একটি ইলহাম হয় এর বঙ্গানুবাদ করলে যা দাঁড়াবে তাহলো **'পূর্বে বাঙ্গালা সম্পর্কে যে নির্দেশ জারী করা হয়েছে এখন তাদের মনস্তুষ্টির ব্যবস্থা করা হবে'**। এই ভবিষ্যদ্বাণীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও প্রথম পরিপূর্ণতা কখন কি ভাবে ঘটেছে তা সকলেরই জানা। সে বিষয়ে বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুধু একবার নয় বরং নবীকে দেয়া এক ঐশী প্রতিশ্রুতি বারংবার পূর্ণ হয়। আমরা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নিবেদিত মান্যকারীদের দেখেছি যে তাঁরা এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম অংশ বুঝুন বা না বুঝুন ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশের আক্ষরিক পরিপূর্ণতা দেখার বিষয়ে আন্তরিক। বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে যখন কারো সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা হয়, আলোচনায় সবার সাথে সবসময় একশত ভাগ মতৈক্য থাকা আবশ্যক নয় আর তা সম্ভবও নয় কিন্তু যখনই মতানৈক্য দেখা গেছে আমরা পুণ্যবান আহমদীদের এই বলে বিতর্ক পরিত্যাগ করতে দেখেছি যে, 'মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, বাঙ্গালীদের মনস্তুষ্টির ব্যবস্থা করা হবে তাই আপনার মনভাঙ্গা উচিত হবেনা'। যদিও আমরা জানি যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি ভিন্ন কিন্তু নেক লোকদের রীতিই আলাদা। জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার প্রিন্সিপাল আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মোহতরম মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব কয়েকবার হাসতে হাসতে বলেছেন যে- সমস্যা হলো, তোমাদের মন জয়ের নির্দেশ আছে নতুবা এমন শাস্তি দিতাম! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খলীফাদের আমরা এই ইলহামের ওপর

আক্ষরিকভাবে আমল করতে দেখেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর যুগেও আমরা এই ইলহামের ব্যবহারিক প্রতিফলন দেখেছি আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কয়েকবার এই ইলহামের কথা স্বয়ং উল্লেখ করেছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ পৃথিবীর সৌভাগ্যশালী জামা'ত গুলোর একটি যা সরাসরি হুযূর (আই.)-এর স্নেহের দৃষ্টিতে রয়েছে। হুযূর (আই.)-এর খিলাফতকালের সাথে নি:সন্দেহে বাংলাদেশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁর আশিসপূর্ণ খিলাফতকালে সংঘটিত শাহাদতের প্রথম ঘটনা ঘটে বাংলাদেশে। রঘুনাথপুরবাগের শহীদ শাহআলম সাহেব সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পঞ্চম খিলাফতের যুগে যিনি সত্যের জন্য প্রথম রক্ত দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। বলা যায় সত্যের খাতিরে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। হুযূর তাঁর বক্তৃতায় এবং বিভিন্ন সময় সাক্ষাতে শাহাদতের এ কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত বলবো যে, প্রতিটি শাহাদতের সম্মানকে অক্ষুন্ন ও সমুজ্জল রাখার জন্য জাতি হিসেবে আমাদের করণীয় হলো, যে ভাবধারা ও আদর্শের জন্য শহীদ মরহুম 'শাহাদতের জাম' পান করেছেন সে আদর্শ ও ভাবধারাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা এবং সে অঞ্চলে জামা'তকে শক্তিশালী করার সকল পরিকল্পনা হাতে নেয়া।

যাহোক, হুযূর বাংলাদেশ জামা'তের বিভিন্ন বিষয়, হরেক রকম সমস্যা ও বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা যত স্নেহ , ভালবাসা ও মমতার সাথে শুনেন এবং তাঁর সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেন তা দেখাই আমার কাজ আর প্রতিনিয়ত তা দেখে দেখে আমি আশ্চর্য হই যে, কিভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ইলহামের ওপর তিনি সচেতনভাবে বরং আক্ষরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেন। এর বহু দৃষ্টান্ত ও নযীর রয়েছে যা আমার পাশাপাশি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কর্মকর্তারাও জানেন। বাংলাদেশের হত দরিদ্র আহমদীরা জানেন, এ দেশের দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্ররা জানে, প্রবাসী বাঙ্গালীরা জানে, সে সকল পিতামাতারা জানেন যারা সন্তানের পড়ালেখার খরচ চালাতে পারেন না, সে সকল ওয়াকফে যিন্দেগী ভাইয়েরাও জানেন যাদের ঈর্ষণীয় পদমর্যাদাকে হুযূর জামা'তের আপামর সদস্যদের মাঝে সমুন্নত করতে চান। বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র অথচ ঈমানী চেতনায় সমৃদ্ধ আহমদীরা জানেন। সে সকল আহমদীরাও জানেন যাদের নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিলনা। সে সকল দরিদ্র পিতামাতাও জানেন যাদের কাছে শিশু বাচ্চার জন্য দুধ ক্রয়ের পয়সা ছিলনা। আর সে সকল পিতামাতাও জানেন যাদের কাছে মেয়ের বিয়ের খরচ বহন করার মত আর্থিক সামর্থ নেই। নবাগত আহমদীরাও জানেন আর জানেন জন্মগতরাও। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাবেনা আর তা উচিতও হবেনা।

হুযূরের সাথে প্রথম কোলাকুলি হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর ইন্তেকালের পর লন্ডনের মসজিদে ফযলে; কিন্তু তখন তিনি ছিলেন সাহেবজাদা মির্যা মাসরূর আহমদ মাত্র; খিলাফতের আসনে সমাসীন হতে তখনও একদিন বাকী । আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছিলাম, তাঁকে সমবেদনা জানাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি সে সুযোগ প্রথমে কাজে লাগান অর্থাৎ প্রথমে তিনি আমার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে আপনারা (খুব সম্ভব ফ্রেঞ্চ ডেস্কের মাওলানা জাহাঙ্গীর সাহেবের কথাও বলেছেন) হুযূরের খুব কাছে থেকে কাজ করেছেন অর্থাৎ তিনি একথা বলছিলেন যে সেদিন মর্মবেদনা সবচেয়ে বেশী ছিল আমাদের। কিন্তু এটিও হুযূরের আর একটি মহানুভবতা মাত্র।

দু'দিন পর হুযূরের সাথে প্রথম বাঙ্গালী প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ হয় 'সারে' প্রদেশের টিলফোর্ডে। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর পবিত্র মরদেহ সমাহিত করার পর বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মোবাশ শের উর রহমান সাহেব সহ অপরাপর বাঙ্গালী ভাইদের উপস্থিতিতে হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাই। হুযূর আমাদের সময় দেন এবং বাংলাদেশ জামা'তকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। আমার যতটা মনে পড়ে হুযূর সেদিন ওসীয়্যতের কথা বলেছিলেন।

একবার আমাদের কোন ভাই কোন একটি বিষয়ে হুযূরের নিকট গিয়ে বলেন যে হুযূর আপনি বাংলাদেশের জন্য এবং বাঙ্গালীদের জন্য দোয়া করবেন। তাঁর বলার রীতি ছিল অমসৃণ, তিনি বাক্য সঠিক ভাবে গঠন ও উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন এর সাথে ছিল ভাষারও অপরিপক্কতা । তাঁর কথার উত্তরে হুযূর হেসে বলেন আমি তো পাকিস্তানের জন্য দোয়া করবো। পরবর্তী মুহূর্তে তিনি বলেন, না না বাঙ্গালীদের জন্য আমি অবশ্যই দোয়া করবো, কেননা তাদের মন জয় করা আবশ্যক। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ইলহাম আমাদের কাজে আসলো।

ইউ. কে জলসা সালানা-য় বাংলাদেশ থেকে আগত প্রতিনিধি দলের হুযূরের সাথে সাক্ষাত লাভ হয়। আমারও সাথে যাওয়ার সুযোগ হয়। হুযূরের ইন্ডিয়া যাওয়ার কথা সামনে রেখে মোহতারম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব হুযূরের খেদমতে বিভিন্ন ভাবে এ বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন যে হুযূরের সাথে বাংলাদেশীদের সাক্ষাত হওয়া আবশ্যক । তিনি তার নিবেদনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ইলহামের শব্দ 'দিল জয়ী'বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেন। হুযূর বলেন যে 'দিলজয়ী পর বড়া জোর হেঁ' অর্থাৎ মনস্তুষ্টির ওপর অনেক বেশী জোর দিচ্ছেন, ব্যাপার কি?

হুযূর (আই.)এর পবিত্র সান্নিধ্যে নাযেরে আলা, উকীলে আ'লা এবং বাংলাদেশের কয়েকজন ওয়াকেফে জিন্দেগী

হুযূর সবই জানতেন । হুযূর বাংলাদেশীদের সাথে কোলকাতায় দেখা করার বা সময় দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন আর সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা বিস্তারিত ভাবে দেন। সে অনুসারে ব্যাপক প্রস্তুতিও নেয়া হয় । তিনি বলেন, পাঁচ হাজার বাঙ্গালীর বাংলাদেশ থেকে কোলকাতা আসা আবশ্যক । প্রায় পুরো দু'বছর এ বিষয়ে কাজ হয়। বাংলাদেশ জামা'ত অহরাত্র এ উদ্দেশ্যে কাজ করেছে । মোহতারম মৌলানা বশিরুর রহমান সাহেব তার সাথীদের নিয়ে এ লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন কিন্তু খোদার ইচ্ছা ভিন্ন ছিল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পরিশ্রমের সুফল জামা'ত পেয়েছে এবং পাবে। এবছর শুধু বাঙ্গালীরাই নয় বরং সারা বিশ্বের আহমদীদের হুযূর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারত যেতে বারণ করেছেন। আমাদের খোদা যাতে সন্তুষ্ট সেটিই আমাদের আনন্দ।

কথা প্রসঙ্গে এখানে হুযূরের একটি দিক নির্দেশনার কথা মনে পড়ছে। কোন এক সময় আমি হুযূর সকাশে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাই। হুযূরের নিকট নিবেদন করি যে, হুযূর বাঙ্গালীদের কাদিয়ান যাওয়ার তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বিষয়ে হালকা অনুযোগও করলাম। হুযূর বললেন, চেষ্টার কোন ক্রটি নেই, সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। কিন্তু খোদার যা ইচ্ছা তার সামনে আমরা সমর্পিত। হুযূর এ পর্যায়ে বলেন, বাংলাদেশের আহমদীদের বলুন দোয়ার ওপর অনেক জোর দিতে। ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া না করে আপনারা দোয়ার ওপর জোর দেন আর আমাকে দোয়ার জোরে বাংলাদেশ নিয়ে যান। দোয়া করুন যেন খোদা তা'লা অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। এ ছিল বাংলাদেশী আহমদীদের জন্য হুযূরের বাণী যা যথাসময়ে আমরা ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে অবহিত করেছি।

এবারের জলসা সালানা ইউ.কে এবং জলসা জার্মানীর পর হুযূর যখন ইউরোপ থেকে লন্ডন ফিরে আসেন মুলাকাত প্রত্যাশীদের ভিড় লেগে যায়। খাকসারকেও মুলাকাতের জন্য নাম লিখাতে হয়। জোহরের নামাযের মাত্র কয়েক মিনিট বাকী ছিল কিন্তু আমি সহ আরও কয়েকজনের মুলাকাত তখনও হওয়া বাকী, যাদের ভিতর খান্দানের এক সদস্যও ছিলেন। হুযূর অধমকে ডাকেন ;আমি যখন ভিতরে যাই তখন হুযূর বলেন আমি ভাবলাম আপনাকে ডাকি। হুযূরের এমন ব্যবহার ইতোপূর্বেও দেখেছি।

যাদের হুযূর এত ভালবাসেন তাদেরকে ভালবাসার মর্যাদা দেয়া শিখতে হবে নইলে তা খোদার সন্নিধানে অকৃতজ্ঞতার শামিল । খলীফার প্রত্যাশা আমাদের প্রতি অনেক বড়; তিনি আমাদেরকে জাতি হিসেবে তালিম ও তরবিয়তের ময়দানে অনেক অগ্রগামী দেখতে চান। যে যে ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে রয়েছি তিনি তার প্রায় সবই জানেন আর সে দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশ জামা'তকে দিক নির্দেশনা দিয়ে আসছেন । হুযূরের সকল দিক নির্দেশনা যথাসময়ে বাংলাদেশ জামা'তকে পৌছানো হয়েছে। এসকল পথনির্দেশনা সম্বলিত পত্রাবলী যদি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয় তাহলে তা একটি মোটা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হতে পারে। তরবিয়ত ও তালিমের ক্ষেত্রে ঘাটতির কারণে হুযূর কোন কোন সময় উষ্মাও প্রকাশ করেছেন। যেমন একবার তিনি বলেন যে, অনেক পুরনো জামা'ত আপনারা। আপনাদের কাছে এ রকম আশা ছিলনা। আপনাদেরকে অন্যদের জন্য আদর্শ হওয়া উচিত।

অতএব, জাতি হিসেবে আমরা খলীফাতুল মসীহর দৃষ্টিতে ঈর্ষণীয় মর্যাদা রাখি আর সে কারণে আমাদের দায়িত্বও অনেক বড়। এ মহান দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শক্তি ও সামর্থ দান করুন।

বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসা-২০০৯ এর সমাপ্তি অধিবেশনে

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর ঈমান উদ্দীপক ভাষণ

Inernet Stream এর মাধ্যমে MTA-তে Live সম্প্রচারিত

কাউকে লাঞ্ছিত হতে দেখে বা অপমানিত হতে দেখে আমরা আনন্দ পাই না আর এতে আমাদের কোন আগ্রহও নেই। বরং আমরাতো বিরোধিদের উন্নতির জন্যও দোয়া করি। আমরা তো সেই মুহাম্মদী মসীহ্র মান্যকারী যিনি ঘৃণার স্থলে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন। আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে হৃদয়ে যদি হিংসা বিদ্বেষ লালন কর তবে তোমাদের দোয়া গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পাবে না। অতএব, আমরা তো ভালোবাসার দূত।

তাশাহুদ ও তাআউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলার এটি অনেক বড় এহসান এবং অনুগ্রহ যে, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তকে এ যুগের আবিষ্কারাদিকে কাজে লাগানোর তৌফিক এবং সুযোগ দিয়েছেন। বরং বলা উচিত যে, এ যুগে যে সমস্ত প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়েছে এবং আবিষ্কারাদি সামনে এসেছে এগুলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের কল্যাণেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। আর এ উদ্দেশ্যেই এগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। আজকে যদি পৃথিবীর ধন-সম্পদের দিকে আপনি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন, এক এক ব্যক্তির কাছে লক্ষ কোটি ডলার বা এ ধরনের বিশাল অংকের সম্পদ রয়েছে। আর বিশ্বজোড়া আহমদীয়া জামা'তের মোট বাজেটও তাদের কোন এক ব্যক্তির সম্পত্তির হয়ত সমান হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সামান্য সম্পদ, সীমিত অর্থ যা আহমদীয়া জামা'তের আছে, তার মাধ্যমে যে ফলাফল সামনে আসছে এবং বিশ্ব জামা'ত যেভাবে এই সীমিত অর্থকে কাজে লাগাচ্ছে পৃথিবীর বস্তুবাদী জগতের কোন ব্যক্তি এভাবে কখনো সম্পত্তি কাজে লাগায়নি। তাদের হাতে যে সম্পদ বা অর্থ আসে বা তারা যে আয় করে তারা তা পার্থিব ক্রীড়া কৌতুকে নষ্ট করে বা জাগতিক বিলাসিতায় এগুলো বিনষ্ট হয়। আর বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমেও এগুলো নষ্ট করে। ব্যক্তির কথা না হয় বাদই দিলাম, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার এবং তাদের যে অঢেল সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিকে সেভাবে তারা কাজে লাগাতে পারে না বা ব্যবহার করতে পারে না যেভাবে এ ছোট্ট জামা'ত আল্লাহ্ তাআলার ফযলে মানবকল্যাণে যথাযথ খাতে কাজে লাগাচ্ছে এবং ব্যবহার করছে। এমটিএ-এর যে প্রচার মাধ্যম, খোদা তাআলা আহমদীয়া জামা'তকে আজ দিয়েছেন তা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন মহাদেশে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে যাচ্ছে। যে অল্প খরচে এই অনুষ্ঠানাদি প্রচারিত হচ্ছে জাগতিক ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত যারা, তারা এমনটি ভাবতেও পারে না। ইতিপূর্বে আমরা এই ধরনের আবিষ্কারাদির দিকে আক্ষেপের দৃষ্টিতে তাকাতাম যে, 'আমাদের যদি এগুলো নিজেদের কাজে লাগানোর' সুযোগ আসতো! কিন্তু আজকে আমরা আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এই আবিষ্কারাদি যথাযথ ভাবে ব্যবহার করছি এবং এটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে এর সঠিক ব্যবহার কী এবং কিভাবে একে কাজে লাগানো যায়। অতএব এটি খোদা তাআলার অনেক বড় অনুগ্রহ যে আমরা এই আবিষ্কারকে যথাযথ ভাবে মানবকল্যাণে ব্যবহার করছি। আজ এ প্রেক্ষাপটেই আপনারা যারা বাংলাদেশের জলসা সালানায় একত্রিত হয়েছেন বাংলাদেশের বাঙ্গালি আহমদীরা– আপনাদেরকে আমি সম্বোধন করছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীতম দেশেও আজকে এই ধরনের ব্যবস্থা নেই যে, এক দেশে বসে অন্য দেশের লোকদের কাউকে

এভাবে সরাসরি সম্বোধন করবে। আর দু'টো ভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পর পরস্পরের জলসাকে দেখছে। সরাসরি সম্প্রচারও হয়, কিন্তু তা শুধু একটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আর তা তারাই দেখে যাদের এতে আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু এমন বড় জমায়েত যেখানে শুধু ধর্মের খাতিরে একত্রিত হয় এটি আমাদের পরিমণ্ডলের বাইরে আর কোথাও দেখা যায় না। তাই সর্বপ্রথম আমরা খোদা তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, দৃশ্যত দূরত্বে থেকেও পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসবাস রত থাকা সত্ত্বেও যারা পরস্পরকে ভালবাসে তাদেরকে তিঁনি মিলিত করেছেন। এতে ভালবাসার যে পিপাসা তার কিছুটা মুখোমুখি বসে আমরা নিবারন করছি।

বাংলাদেশের আমীর সাহেব ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, এখান থেকে সরাসরি যদি সম্প্রচার করা হয় (অর্থাৎ হুযূর যদি বাংলাদেশকে সরাসরি সম্বোধন করেন) তাহলে আমাদের জন্য অনেক লাভ হবে। যেহেতু, বিরাট এক জনগোষ্ঠী, যাদের সংখ্যা হবে চার থেকে পাঁচ হাজার, কাদিয়ান যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল যাদের, সেই প্রোগ্রাম হঠাৎ করে না হওয়ার কারণে তারা দুঃখভারাক্রান্ত ছিল। নৈরাশ্য কাকে বলে তা যদিও আহমদীয়া জামা'ত জানে না তবুও কিছুটা দুঃখ বা কিছুটা বেদনা তো থেকেই যায়। কিন্তু এই দুঃখ এই বেদনা দোয়াতে রূপ নেয়। আর তখন খোদা তাআলার পক্ষ থেকে হৃদয়ে প্রশান্তি দান করে, আর প্রতিটি দিন জামা'তের প্রতিটি সদস্যের মাঝে এক নতুন উদ্দীপনার জন্ম দেয়। এই ধরনের চিঠি আমি পাকিস্তান এবং ভারত থেকে নিয়মিত পাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আপনারা যারা কাদিয়ান যাওয়ার পরিকল্পনা রাখতেন তারা নিজেদের দোয়াতে গতি সঞ্চার করেছেন যেন কাদিয়ান বা ভারতের কোন শহরে সাক্ষাতের বিষয় শুধু না থাকে, এটি যেন আমি আপনাদের দেশে আপনাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারি, যেন এখান থেকে সম্প্রচারিত জলসা এমন পথ উন্মোচন করে, এমন রাস্তা আমাদের জন্য খুলে দেয় এবং এমন শুভ সংবাদ নিয়ে আসে যার ফলশ্রুতিতে আমি আপনাদের দেশে এসে সরাসরি আপনাদেরকে সম্বোধন করতে পারি। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা খোদা তাআলা অবশ্যই সেই দিন এবং সেই সময় আনবেন এবং আসবে যখন আহমদীয়া জামা'তকে বিশ্বের সর্বত্র সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হবে এবং আহমদীয়া জামা'তের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হবে। তবে, সেজন্য আমাদের দোয়া করতে হবে এই দিন এই সময় যেন আমাদের জীবদ্দশায় আসে। এর জন্য আমাদের স্রষ্টা খোদা তাআলার দরবারে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকতে হবে। আমাদের নিজ নিজ জীবনে অসাধারণ এক বিপ্লব আনয়নের

আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আপনারা যারা কাদিয়ান যাওয়ার পরিকল্পনা রাখতেন তারা নিজেদের দোয়াতে গতি সঞ্চার করেছেন যেন কাদিয়ান বা ভারতের কোন শহরে সাক্ষাতের বিষয় শুধু না থাকে, বরং আমি যেন আপনাদের দেশে আপনাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারি, এখান থেকে সম্প্রচারিত জলসা যেন এমন পথ উন্মোচন করে, এমন রাস্তা আমাদের জন্য খুলে দেয় এবং এমন শুভ সংবাদ নিয়ে আসে যার ফলশ্রুতিতে আমি আপনাদের দেশে এসে সরাসরি আপনাদেরকে সম্বোধন করতে পারি।

প্রয়োজন রয়েছে। নিজেদের সিজদার স্থানকে অশ্রুতে সিক্ত করার প্রয়োজন আছে। নিজেদের দোয়ায় এমন প্রাণ সঞ্চার করুন আর এমন প্রকম্পন সৃষ্টি হউক যার ফলে খোদা তাআলার আরশে সেটি গ্রহণ যোগ্যতার মর্যাদা পায়। নিজেদের দোয়ায় সেই প্রবাহ সেই বিগলন সৃষ্টি করুন, যা 'মুজিব' অর্থাৎ দোয়া গ্রহণকারী খোদাকে আমাদের কাছে টেনে নিয়ে আসে। আর আমরা যেন **'ফা ইন্নি ক্বারীব'** অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার এ আওয়াজ যে **'আমি তোমার অতি নিকটে'**-এই আওয়াজ যেন শুনতে পাই। আর প্রত্যেক আহমদী যেন এই দৃশ্য দেখে যে খোদা তাআলা যে বলেন, **'উযীবুদ্ দাওয়াতাদ্ দায়ে ইযা দাআন'** অর্থাৎ দোয়াকারী আমার কাছে যখন কোন দোয়া করে আমি তখন সেই দোয়া শুনি এবং গ্রহণ করি, এর বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রত্যেক আহমদীর ব্যক্তিগত জীবনে যেন লাভ হয়। অতএব এই লক্ষ্যে আমাদেরকে সর্বাত্মক সাধনা করতে হবে। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে আপনারা দেখবেন সেই খোদা, যিনি রহমান, রহীম, দয়ালু যিনি অত্যন্ত করুণাকারী তিনি কিভাবে ছুটে আসেন। যে খোদার রহমত সবকিছুতে পরিবেষ্টন করে আছে সে খোদাকে আপনারা আপনাদের দিকে ছুটে আসতে দেখবেন যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর অধিপতি। আপনারা দেখবেন, আপনাদের ক্ষতি যারা করতে চায় কিভাবে তারা আপনাদের সাহায্য করতে ছুটে আসে। তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা আমি বলতে চাই তা এই যে, নিজেদের প্রিয় সর্বশক্তিমান এই খোদার সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করুন তিনি যেন আপনাদের জীবনের অংশ হয়ে যান এবং তিনি যেন আপনাদের সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও যেন খোদা তাআলার মোকাবেলায় তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। আমরা যদি আমাদের স্রষ্টার সাথে এই সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তাহলে সেই দিনই হবে আমাদের জীবনের পরম সফলতার দিন। অতএব, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেকে নিজ হৃদয়ে এই কথাকে গেঁথে নিন যে, খোদা তাআলার সন্তুষ্টিই আমাদের জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য আর এটিই আমাদের অর্জন করতে হবে। আর এই লক্ষ্য স্বয়ং খোদা তাআলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেভাবে তিনি বলেছেন, **"ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়াঁবুদুন"** অর্থাৎ আমি জ্বিন এবং মানবজাতিকে শুধু আমার নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। অতএব এটিই মূল কথা যা প্রত্যেক আহমদীকে আজকে ধারণ ও অবলম্বন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্যই তো আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে প্রেরণ করেছেন। হযরত

মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **আমার পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি করা। আর খোদা তাআলার পবিত্র সত্তা যে বাস্তব সত্য মানুষের সামনে আমি সেটি যেন প্রমাণ করে দেখাতে পারি, এটিই আমার আগমনের উদ্দেশ্য। কেননা পৃথিবীর সকল জাতির ঈমানী অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে আর পারলৌকিক বাস্তব সত্য- জীবনকে শুধু কাহিনী মনে করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারিক অবস্থা এবং বাস্তব অবস্থা বলছে যে, পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী এই সম্মানের ওপর তার যতটা ঈমান ও বিশ্বাস রয়েছে খোদা তাআলার পবিত্র এবং চিরসত্য সত্তার ওপর তার আদৌ সেই ধরণের ঈমান নেই।**

এই উদ্দেশ্যকে পৃথিবীতে বাস্তবায়নের জন্যই অর্থাৎ খোদা তাআলার সত্তাকে চিনানোর জন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত করে আল্লাহ্ তাআলা সেই সৌভাগ্যশালী জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেই সমস্ত লোকদের মাঝে আমাদেরকে ঠাঁই দিয়েছেন যারা এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করে। এবং আমরা নিজেদের স্ব-স্ব জীবনকে এই উদ্দেশ্য অনুসারে পরিচালিত করার চেষ্টা করি। আর এই কাজের জন্য আমরা বয়আতের অঙ্গীকার করেছি। অতএব একনিষ্ঠভাবে খোদা তাআলার ইবাদতের দিকে মনোযোগী হওয়া এটি আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব।

আমি আশা রাখবো, জলসার এই দিনগুলোতে আপনারা যেভাবে ইবাদতের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন, সজাগ ছিলেন এই চেতনা এই সচেতনতা আপনাদের জীবনের স্থায়ী অংশ হবে। শুধু সমস্যায় কবলিত হলেই খোদা তাআলার প্রতি মনোযোগ যেন না যায়। বরং ইবাদত এবং দোয়া প্রতিটি আহমদীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ যেন হয়ে যায়। আমরা যদি সকল অবস্থায়–সুখে বা দুঃখে, কষ্টে বা শান্তিতে খোদা তাআলার প্রতি মনোযোগী হতে পারি, তাঁর দিকে ঝুঁকতে পারি তাহলেই এই পৃথিবীর সকল কষ্ট ও সমস্যাকে খোদা তাআলা তৃণলতার মত দূর করে দিবেন। এই কথাগুলো এমন নয় যা সাময়িক কোন জোশ বা আবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি বরং বাংলাদেশ জামা'ত পৃথিবীর সেই সৌভাগ্যশীল জামাতদের অন্তর্ভুক্ত যারা খোদা তাআলার সাহায্য এবং সমর্থনের নিদর্শন দেখেছে। এটি সুদূর অতীতের কোন বিষয় নয় বরং এই ধরনের নিদর্শন বাংলাদেশ জামাত সম্প্রতি দেখেছে। এখানে আপনাদের অনেকেই এমন আছেন যারা আমার এই কথাগুলো

> **বাংলাদেশ জামা'ত পৃথিবীর সেই সৌভাগ্যশীল জামাতদের অন্তর্ভুক্ত যারা খোদা তাআলার সাহায্য এবং সমর্থনের নিদর্শন দেখেছে। এটি সুদূর অতীতের কোন বিষয় নয় বরং এই ধরনের নিদর্শন বাংলাদেশ জামা'ত সম্প্রতিও দেখেছে।**

শুনছেন, শত্রুর ষড়যন্ত্রকে যারা নিজ চোখে নিজেদের ওপর এক তমশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাতের মত বা অন্ধকার ঘন তুফানের মত নিজেদের ওপর ছেয়ে যেতে দেখেছেন, শত্রু কী এতে সফলতা লাভ করেছে? আপনাদের সকলেই এই কথার সাক্ষী। শত্রুর যে ষড়যন্ত্র ছিল তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই তুফানের মধ্য থেকে খোদা তাআলা তাঁর রহমতের মেঘমালা প্রেরণ করেছেন। যা খোদা তাআলার রহমতের বারিবর্ষণ করেছে এবং পুরো পরিবেশ আপনাদের জন্য স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে গেছে।

খোদা তাআলা আপনাদের ভয়ের অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা অ-আহমদীদের মধ্য থেকে অনেক ভদ্র এবং বুদ্ধিদীপ্ত সুশীল ও সম্মানিত ব্যক্তিদের আহমদীয়া জামা'তের পক্ষে দাঁড় করিয়েছেন, জাগতিক লোভ লিপ্সা ভুলে গিয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে যারা আহমদীয়া জামা'তের সঙ্গ দিয়েছেন এবং আহমদীয়া জামা'তের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। তাই এটি জাগতিক কোন প্রচেষ্টা নয়, এটি সেই সর্বশক্তিমান খোদার পরিকল্পনা, যিনি মানুষের হৃদয়কে এভাবে আহমদীয়া জামা'তের অনুকূলে ব্যবহার করেছেন, কাজে লাগিয়েছেন, যার ফলে জামা'তের পক্ষে তারা আওয়াজ উত্তোলন করেছে। নতুবা আমরাই কি বা আমাদের গুরুত্বই বা কী? যেভাবে পূর্বেই আমি বলেছি আমাদের কাছে জাগতিক কোন সম্মান নেই, জাগতিক কোন সম্পত্তি নেই যার বলে বলীয়ান হয়ে আমরা এইসব কিছু করতে পারতাম। হ্যাঁ, আমাদের কাছে এক সম্পদ আছে, যেই সম্পদ রসূল করীম (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে নিয়ে আমাদেরকে দিয়েছেন। আর তাহলো–খোদা তাআলাকে এক জ্ঞান করে তাঁর সামনে সত্যিকার অর্থে ঝুঁকা বা বিনত হওয়া। সেই খোদার সামনে ঝুঁকা, সেই খোদার সামনে অবনত হওয়া যিনি এই বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সেই খোদার সামনে ঝুঁকা যার পবিত্র নিয়ন্ত্রণে সব কিছু হচ্ছে। অতএব সারা জীবনের জন্যও যদি আমরা খোদা তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তা-ও যথেষ্ট হবে না। নিঃসন্দেহে এই ধরনের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে আহমদীদের ক্ষতি হয়েছে এবং এটি হয়ে থাকে। কিন্তু জামা'তকে ধ্বংস করার, জামা'তকে নির্মূল করার শত্রুর যে হীন ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা হয়ে থাকে এটি ইতিপূর্বেও কখনো সফলতা লাভ করেনি আর কখনও সে সফল হবেও না। প্রতিটি বিরোধিতার পর জামা'ত এক নব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। এটি শুধু বাংলাদেশের বিষয় নয় পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদা তাআলা এইভাবে নিজ ফযল এবং অনুগ্রহের বারি বর্ষণ করছেন। আর এটি শুধু আজকের কথা নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই এমনটি হয়ে আসছে। বরং তারও পূর্বে আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে এমনটি চলে আসছে। তখনও, বিরোধিতা যারা করতো তারা বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র এটে হযরত রসূল করীম (সা.)কে হত্যা করার জন্য মানুষ পাঠাতো, বিষে ডুবানো তরবারি হযরত রসূল করীম (সা.)এর ওপর চালানোর জন্য নিয়ে আসা

হতো, তারা যখন এ ধরনের দুরভিসন্ধি নিয়ে রসূল করীম (সা.) এর কাছে আসতো, তিনি তা বুঝে যেতেন বা খোদার পক্ষ থেকে জেনে যেতেন, তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, তুমি এই ধরনের দুরভিসন্ধি নিয়ে আমার কাছে এসেছো। রসূল করীম (সা.) এর এমন কথা বলার পর তারা বিষয়ের বাস্তবতা বুঝে যেত এবং তাৎক্ষণিকভাবে কলেমা পড়ে মুসলমান হতো। তারা বুঝে যেতো যে, আমরা ভ্রান্ত পথে আছি, আমরা আমাদের নেতাদের কথায় ভ্রান্ত এবং ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছি। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খোদাই সত্য এবং সকল সত্যের আধার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগে অনেকেই সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী ও মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর বক্তৃতা শুনে বিরোধিতার জন্য মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আসতো, কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কথা শুনে সত্যতা অনুধাবন করে তাৎক্ষণিক ভাবে তারা তাঁকে গ্রহণ করতো। পরিষ্কার ভাবে তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে বলতেন যে, আমাদের এই বয়আতের কারণ কোন আহমদীর তবলীগ নয় বা জামা'তের কোন বই পুস্তক নয় বরং বিরোধিদের কথা আমাদের হেদায়াতের কারণ হয়েছে।

বাংলাদেশেও অগণিত এমন লোক আছে যারা বিরোধিদের বই পুস্তক পড়ে জামাত সম্পর্কে গবেষণা করেছেন, জামা'তের সত্যতা তারা বুঝেছেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাথমিক যুগের আহমদীদের মাঝে রয়েছেন হযরত সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব যিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী। যিনি অনেক বড় একজন আলেম ছিলেন। তিনি বিরোধিদের বই পুস্তক পড়ে বিরোধিতার কথা অনুমান করে জামা'তের বই আনিয়েছেন এবং রিভিউ অব রিলিজিয়নস্ এর একটি প্রবন্ধ পড়ে সত্য সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। যদিও তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগেই আহমদীয়াতের সত্যতা বুঝেছিলেন এবং তার হৃদয় প্রশান্ত ছিল, কিন্তু তিনি নিজে গিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করতে চেয়েছিলেন তবে তা সম্ভব হয়নি। সেহেতু পরে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগে কাদিয়ান গিয়ে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। এর পর তিনি স্বয়ং একা অগণিত মানুষের হেদায়াতের কারণ হয়েছেন। তিনি নেক স্বভাব এবং নেক প্রকৃতির মৌলভী ছিলেন, তিনি বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করতেন না, যেভাবে আজকালকার মৌলভীরা করে। বয়আত করলে পর তারও চরম বিরোধিতা হয় কিন্তু তাদের সামনে তিনি ঝুঁকেন নি, সর্বদা তিনি সত্যের তবলীগ করেছেন আর অগণিত মানুষের হেদায়াতের কারণ হয়েছেন। সহস্র সহস্র মানুষ তার কারণে বয়আত করেছেন। এই বয়আতকারীদেরও অনেক বিরোধিতা হয়েছে। এই বিরোধিতা সত্ত্বেও, যেহেতু তারা সত্য বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা সত্যকে পরিত্যাগ করেন নি বরং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছিলেন। আপনারা, যারা এখানে বসে আছেন হয়ত অনেকেই আপনারা সেই প্রথম যুগের বয়আতকারীদের সন্তান হবেন। তাই বয়আতের ঘটনা নিজেদের ঘরে নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে আলোচনা করুন যেন তাদের ঈমান এইসব কথা শুনে দৃঢ় হয়। পরবর্তী প্রজন্মও যেন ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করে আর বিরোধিতা দেখে যেন তারা প্রভাবিত না হয় বা ভয় না পায় বরং বিরোধিতাকে নিজেদের জন্য (ঈমানের বৃদ্ধিতে) 'সার' মনে করেন। যেভাবে সার দিলে ফসল ভালো হয় একই ভাবে বিরোধিতার ফলে আহমদীয়াতের উন্নতি হয়। আজও আপনাদের মত পৃথিবীর অনেকেই সাক্ষী যে বিরোধিতার ফলে আহমদীয়াতের ক্ষতি হয় না বরং এর ফলে আহমদীয়াতের যে বাগান, আহমদীয়াতের যে ফসল তাতে নতুন জীবন এবং প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আজও আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খোদা জীবন্ত খোদা, যিনি সকল কুদরত এবং শক্তির মালিক এবং আধার আর নেক প্রকৃতির মানুষের সামনে তিনি সত্যকে প্রকাশ করেন। আমাদের সবাই আজ একথার সাক্ষী যে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খোদাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর খোদা। যিনি তাঁর সমুদয় সাহায্য সমর্থন এবং প্রতিশ্রুতিসহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে প্রেরণ করেছেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে খোদা জানিয়েছেন যে, স্বর্গীয় এবং আসমানী সাহায্য আমাদের সাথে আছে। তারপর খোদা তাআলা মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আমি তোমার সাথে আছি এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে আমি তাদের সাথেও আছি।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের পর তাঁর সাথে ভালোবাসার যে বন্ধন গড়ে তুলেছেন সেই বন্ধন যেন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। সদাসর্বদা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন সর্বদা খোদা তাআলা আমাদেরকে যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত রাখেন।

আপনারা বিগত কয়েক বছর আপনাদের বিরুদ্ধে বিরোধীদের চরম বিরোধিতা দেখেছেন। আপনারা আপনাদের প্রিয়দের, স্বজনদের খোদা তাআলার পথে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি আপনারা সয়েছেন। কিন্তু নিজেদের ঈমানের ওপর আপনারা আঁচ আসতে দেননি। আর নিজেদের ঈমানের এমন এক দৃঢ়তা অর্জন করেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যা আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হবে। আপনারা সবাই একথার সাক্ষী যে, বিগত কয়েক বছরে জামাতের যে বিরোধিতা হয়েছে সেই বিরোধিতা জামা'তের কি কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? মোটেই নয়। জামা'ত আরো দৃঢ়তা অর্জন করেছে। আমার নিত্যদিনের চিঠিপত্রে বাংলাদেশ জামা'তের নিষ্ঠাবান আহমদীদের চিঠিপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাতে ঈমানের দৃঢ়তা এবং ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার জন্য তারা দোয়া চেয়ে পত্র লিখেন।

অপরদিকে দেখুন, আহমদীয়াতকে নির্মূল করার স্বপ্ন যারা দেখেছিল, তারা কিভাবে নিজেরাই নির্মূল হয়েছে, তারা কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। দৃষ্টি-শক্তি যদি থাকে তাহলে তারা এটা দেখতো। কাউকে লাঞ্ছিত হতে দেখে বা অসম্মান হতে দেখে আমরা

আনন্দ পাই না আর এতে আমাদের কোন আগ্রহও নেই। বরং আমরাতো বিরোধিদের উন্নতির জন্য দোয়া করি। আমরা তো সেই মুহাম্মদী মসীহ্‌র মান্যকারী যিনি ঘৃণার স্থলে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন। আমাদেরকে তো এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, শত্রুর বিরুদ্ধে যদি তোমরা হৃদয়ে হিংসা বিদ্বেষ লালন কর তবে তোমাদের দোয়া গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পাবে না। অতএব, আমরা তো ভালবাসার দূত। তাই এই বাণীকে দেশের কোণায় কোণায় পৌঁছিয়ে দিন। স্বদেশবাসীদের বলুন যে, ইসলাম–ভালবাসারই দ্বিতীয় নাম–অর্থাৎ মানব প্রেমেরই অপর নাম–যে ধর্ম স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন শিখিয়ে থাকে। মুসলমান এবং অমুসলমান সকলের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরুন, তাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন, মুহাম্মদী মসীহ্ তরবারিও হাতে নিবেন না আর হত্যাও করবেন না। হ্যাঁ, প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার তীর দিয়ে মানুষের মন জয় করবেন। এর ফলে রক্ত ঝরে না, এর ফলে মানুষ দৈহিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে না বরং এর ফলে নতুন জীবন লাভ হয়। স্রষ্টাকে মানুষ চিনে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর সাথে প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারে। আর মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি মানুষের ভেতর সচেতনতা সৃষ্টি হয়। আজ দুঃখ-কষ্টে ক্লিষ্ট মানুষের জন্য এই শিক্ষার বড় প্রয়োজন। এই শিক্ষা দেয়া এবং এটিকে সর্বত্র পৌঁছানো, প্রতিটি আহমদীর এটি দায়িত্ব। কিন্তু স্মরণ রাখবেন যে, মানবতার যারা শত্রু, ধর্মের নামে যারা মানুষ হত্যা করে তারা আপনাদের পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং বিরোধিতা হবে। পুনরায় সুযোগ হলে নামসর্বস্ব এই মুসলমান বা ধর্মের তথাকথিত ঠিকাদার যারা, তারা পুনরায় আহমদীদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আপনাদেরকে দৃঢ় চিত্ততার সাথে **'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাঁও'** এর দোয়ার ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আর নিজেদের সফর অব্যাহত রাখতে হবে। নিজেদের ঈমানকে উত্তরোত্তর দৃঢ় করতে হবে। ধৈর্য্য, সাহস এবং দোয়ার ভিত্তিতে নিজেদের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

জলসার দিনগুলোতে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে, আলোচিত কোন কথা হয়তো আপনাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করেছে, তো এটিকে পাথেয় হিসেবে নিজের সঙ্গী হিসেবে সাথে নিয়ে যান। নবাগত এবং পুরনো আহমদী, নিজেদের জীবনে একটা পরিবর্তন আনয়ন করে এবং পরিবর্তন সৃষ্টি করে এখান থেকে ফিরে যান। আহমদী বাঙ্গালীদের ভিতর যারা আমার সাথে সাক্ষাত করে তাদের মাঝে আমি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং ভালবাসার দৃষ্টান্ত সাক্ষাতকালীন বিভিন্ন সময় দেখতে পাই। যাদের কতক আমার সামনে এই হলে বসে আছেন। আর যারা এখন ঢাকায় বসে এই জলসা শুনছেন যাদেরকে ক্যামেরার চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের সকলের চেহারায় নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। তাই এই নিষ্ঠা, এই আন্তরিকতা–ভালোবাসাতে, কোন প্রকারের কমতি যেন না আসে। খিলাফতের প্রতি যে আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা আপনাদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় তা যেন কখনো ম্রিয়মান না হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার যেন কখনো ম্লান না হয়। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য এবং যোগ্যতাকে আপনারা ভুল কাজে ব্যবহার করবেন না। নিজ স্রষ্টা খোদার সাথে সম্পর্ক সব সময় নিষ্ঠাপূর্ণ এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্কই যেন থাকে। পরস্পরের ভিতর ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

জলসার দিনগুলোতে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে, আলোচিত কোন কথা হয়তো আপনাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করেছে, তো এটিকে পাথেয় হিসেবে নিজের সঙ্গী হিসেবে সাথে নিয়ে যান। নবাগত এবং পুরনো আহমদী, নিজেদের জীবনে একটা পরিবর্তন আনয়ন করে এবং পরিবর্তন সৃষ্টি করে এখান থেকে ফিরে যান। আহমদী বাঙ্গালীদের ভিতর যারা আমার সাথে সাক্ষাত করে তাদের মাঝে আমি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং ভালবাসার দৃষ্টান্ত সাক্ষাতকালীন বিভিন্ন সময় দেখতে পাই। যাদের কতক আমার সামনে এই হলে বসে আছেন। আর যারা এখন ঢাকায় বসে এই জলসা শুনছেন যাদেরকে ক্যামেরার চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের সকলের চেহারায় নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার ছাপ দেখতে পাচ্ছি।

হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণীকে দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিন। তাঁর (সা.) সত্যিকারের অনুসারী হোন। তবলীগের কাজে প্রজ্ঞার সাথে নতুন এক প্রাণ সঞ্চার করুন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে এর তৌফিক দিন। আপনাদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করুন। আপনাদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার মানকে তিনি উন্নত করুন এবং আমার হৃদয়ে আপনাদের ভালোবাসাকে তিনি বৃদ্ধি করুন। আপনারা সবাই নিজ জামা'তের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কৃত সকল দোয়ার উত্তরাধিকারী হোন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সবাইকে তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় দিন। শত্রুর সকল দুষ্কৃতি এবং অপকর্ম থেকে আপনাদের রক্ষা করুন। শত্রুর পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তীর যেন তাকেই প্রত্যাঘাত হানে। আপনারা সবাই সব সময় যেন খোদা তা'লার স্নেহ ভালোবাসা ও তাঁর রহমতের উত্তরাধিকারী হতে পারেন, আমীন!

তাৎক্ষণিক অনুবাদ পরিবেশনা ঃ
মাওলানা ফিরোজ আলম
ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

[MTA-তে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান থেকে শ্রুত]

অনুলিখন: **মাহমুদ আহমদ সুমন**
মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ

দিদারে খলীফাতুল মসীহ্ ও মাহদী

আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম

পবিত্র কালাম কুরআন মজীদে পরম করুণাময় আল্লাহ্ মু'মিনদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিলেও বর্তমান বিশ্বে আহমদী মুসলমান ছাড়া অন্য মুসলমানরা খলীফার মর্যাদা বা Status বুঝেন না। এমনকি বিষয়টা বুঝা যে অতীব প্রয়োজন, সে কথাটাও তারা আমলে নেন না। কারণ, বর্তমান বিশ্বের বা সমাজের আলেমগণ সাধারণ মুসলমানদের এ কথা বুঝান না যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন থেকে যে সত্য ও জীবন ব্যবস্থা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য এ পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, তারই বাস্তব রূপ দেয়ার কাজ করে গেছেন খলীফাতুর রাসূল হিসাবে। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.), এরা ইসলামের ইতিহাসে তারা খিলাফতে রাশেদা নামে অভিহিত। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিত্য সহচর (সাহাবী) তেমনি পরবর্তীতে খলীফা হয়ে নিজেদের কোন মনগড়া চিন্তাধারা বাস্তবায়িত না করে হযরত নবী করীম (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করে মুসলমানদেরকে তাঁর (সা.) আদর্শে সঠিকভাবে পরিচালিত করে গেছেন। এ খলীফাগণ (রেজুয়ানে আলাইহিম) সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আমরণ কাজ করে গেছেন আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে আছেন।

হুযূর (আই.)-এর সাথে আলহাজ্ব এ কে রেজাউল করীম, জনাব নেসার আহমদ ও আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, সাবেক ন্যাশনাল আমীর

উম্মতে মোহাম্মদীয়াতেও তাঁর (সা.) আদর্শ এবং কর্মসমূহকে বর্তমান বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব মোহাম্মদী মসীহ্ বা হযরত ইমাম মাহদী আলাইহেস্ সলামের। তাঁর (আ.) ইন্তেকালের পর ইসলামে পুনঃ খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ খিলাফত পৃথিবীর শেষ খিলাফত এবং এটা 'খিলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত'। এ খিলাফতের অধীনে সারাবিশ্বে ১৯৩ টি (একশত তিরানব্বই) দেশে ইসলাম আবারও আহমদীয়াত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর এখনও নতুন নতুন দেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ খিলাফত, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা বা আদর্শচ্যুত ইসলাম নয় বরং প্রকৃত ইসলামের অনুপম আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের (সংগঠন) খিলাফতের বয়স ২০০৮ সনের ২৭শে মে তারিখে শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা বা প্রধান সৈয়্যদেনা মীর্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। তিনি গত ২০০৩ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখে সারা বিশ্বের আহমদীয়া জামা'তের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত Electoral College এর মাধ্যমে পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর হাতে পুনঃ বয়আত করার পর পরই ইচ্ছা করেছিলাম তাঁর সাথে বুকে বুক মিলিয়ে তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ আনুগত্য পুনঃ ব্যক্ত করব। ইতোমধ্যেই প্রচারিত হলো খলীফা হুযূর (আই.) ২০০৫ সনের কাদিয়ান জলসায় তশরীফ আনছেন। এ অধম বেগম সাহেবাসহ কাদিয়ান (ভারত) সফরের ইচ্ছা করি। অতীতের ইচ্ছা মোতাবেক একই সময়ে হজ্জে যাওয়ার সুযোগও এসে যায়, তাই সেবার আমার প্রিয় খলীফার সাথে সাক্ষ্য করার আকাংখা সুপ্ত রেখে হজ্জে যাওয়ার জন্য সৌদী আরব চলে যাই।

হজ্জ থেকে ফিরেই খলীফা হুযূর (আই.) এর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুবর

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী ও চট্টগ্রামের মোহাম্মদ নেসার আহমদের সাথে ২০০৬ সনের ১১ই এপ্রিল তারিখে সিডনী (অষ্ট্রেলিয়া) গমন করি। Marsden Park এর সিডনির মিশন হাউসে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাতের ডিনার শেষ করেই অষ্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোহতারম মাওলানা মাহমুদ আহমদ বাংগালীর সাথে আমরা একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হই। সেই দেশের ন্যাশনাল আমীর সাহেব বাংলাদেশের বুযুর্গ মুরব্বী মরহুম মাওলানা এ. কে. মুহিবুল্লাহ্ সাহেবের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র। আলাপচারিতার মাঝে সে রাতেই আমরা আমাদের প্রিয় নেতা ও আকা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সাথে সাক্ষাতের আবেদন করি। একই রাতে আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো – কাল (১২-৪-০৬) সকাল বেলাতেই আমাদের কাংখিত মুলাকাত হবে হুযূর আকদাস (আই.) এর সাথে। হুযুর (আই.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আগে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাযেরে আলা, নাযেরে যিরআত ও নাযেরে যিয়াফত ছিলেন। কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী এ ব্যক্তিত্ব আফ্রিকার ঘানায় কৃষি খামারের পরিচালক/ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রথমবারের মত ঘানায় গমের আবাদ করেছেন। কর্তব্যনিষ্ট ও নিয়মানুবর্তিতার আদর্শ অনুসারী বলে খলীফা নিযুক্তির পূর্বেই তিনি বহুজনের মসীহের পাত্র ছিলেন। সে মানুষটিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) বানিয়েছেন। তার পরম পরশ পেতে দোয়া এস্তেগফার ও দরূদ শরীফ পড়তে শুরু করছি। মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীন – মালেক ইয়াওমুদ্দীন এর প্রতিনিধি - সূরা নূরে (আয়াত নং ৫৬) মুমেনদের সাথে আল্লাহ্র ওয়াদার পরিপূর্ণ বিকাশ এ খলীফা। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জন্ম হয়নি তাই খলীফাতুল রাসুল (স.) এর সাথে দেখা হয়নি। বর্তমানে 'খিলাফত আলা মিনহাযেন নবুয়ত' এর ধারায় চলছে খোলাফায়ে মসীহ্ ও মাহদী। তাই এর গুরুত্ব ও মর্যাদার বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ববহ। খলীফা যুগের বা কালের মোমেনগণের আর্দশ ও পথ নির্দেশক। খলীফা অন্যায় ও ভুলের উর্দ্ধে থেকে অনুসারীদের পরিচালনা করেন। তাই বলে খলীফা ভুল করেন না– এ কথা বলা যায় না। তবে খলীফার ভুল আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম শোধরে দেন– যেমনটি নবী রাসুলদের বেলায় আল্লাহ্ করেছেন।

খলীফা হুযূর (আই.) এর সাথে দেখার পূর্বে আমরা প্রত্যেকেই কিছু সদকা করি। কুরআন মজীদের সূরা মুজাদেলার ১৪নং আয়াতে এরূপ সাক্ষাতে করণীয় সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এখানে বলে রাখা শ্রেয় যে, আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বানী শেষ যুগে আর্বিভূত হযরত ইমাম মাহাদীর (আ.) খলীফা গণকেই 'হুযূর' বলে সম্বোধন করে থাকি। অন্য কোন মৌলভী/ মাওলানাকে আমরা হুযুর বলে সম্বোধন করি না। মুধুমাত্র যুগ ইমাম বা খলীফাই আমাদের হুযুর।

সিডনী শহরের PARKLEY VILLAGE GARDEN নামে গড়ে তোলা অলিম্পিকে যোগদানকারী খেলোয়াড়দের থাকার জন্য অভিজাত কটেজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আধুনিক সব ব্যবস্থা ছিল এতে। ১১ই এপ্রিল ২০০৬ তারিখের সকাল দশটায় অষ্ট্রেলিয়ার এক খাদেম তার গাড়ীসহ এসে আমাদের কটেজে হাজির হয়েছিলেন, আমাদেরকে মিশন হাউসে নিয়ে যেতে হুযূর (আই.) এর সাথে মুলাকাতের জন্য।

আল্লাহ্র ইচ্ছা বাস্তবায়নের প্রতিভূ এ মোহাম্মদী মসীহ্ (আ.) এর খলীফা। যিনি নিজে বা নিজের পরিবারের জন্য কোন 'ধনসম্পদ' পুঞ্জীভূত করেন না। তাঁর কাছে যে সম্পদ আসে, তার পুরোটাই ব্যয়িত হয়–ইসলাম প্রচার, প্রসারে কখনও কখনও মু'মিনদের সেজদা ও খিদমতের জন্য মসজিদ মিশন হাউস নির্মাণে।

দুপুর সোয়া বারটায় আমরা তিনজন বাংগালী আহমদী আমাদের প্রিয় আকা সৈয়্যদেনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইয়াদাল্লাহ্ তা'লা বিনাসরিহিল আযীয) এর দিদার (দর্শন) লাভ করলাম। হুযূর (আই.) আমাদের প্রত্যেকের সাথে মোসাফা (করমর্দন) করার পর কুলাকুলি করে তাঁর নিজ আসন গ্রহণ করলেন আর আমাদেরকেও আসন গ্রহণ করতে বল্লেন। খাকসারের সাথে হুযূর (আই.) কুলাকুলির সময় বলেন – 'কিঁও এত্না দূর আয়া'- জবাবে বললাম – যাঁর হাতে বয়আত করে জীবন বিকিয়ে দিয়েছি - সে সত্ত্বার সাথে আগে সাক্ষাত না করেই হজ্জ করতে গিয়েছিলাম - আজ এ অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিতে হুযূর (আই.)কে দেখতে এসেছি। এ কথা শুনে হুযূর (আই.) আরো জোরে বুকে চেপে ধরলেন। আমার তখন মনে হয়েছে একজন প্রভু পরম স্নেহ ভরে তাঁর ভৃত্যকে বুকে চেপে ধরেছেন)। আলহামদুলিল্লাহ্।

হুযূর আকদাসের (আই.) সাথে কথা বলার আগেই আমরা প্রত্যকে কিছু নযরানা পেশ করলাম। হুযূর (আই.) বাংলাদেশের অবস্থা জানতে চাইলে, দলের নেতা হিসাবে আমি অধম সংক্ষেপে বাংলাদেশের হবিগঞ্জের (বড়গাঁও- বড়চর) তখনকার মুখালেফাতের বিষয়টি বিনয়ের সাথে উপস্থাপন করি। নীরবে সব কথা শুনে খুশী হলেন। পূর্ণ হলো – খোদার প্রিয় মানুষটির সাথে দিদার পর্ব। শুনেছি–আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন–শেষ বিচারের দিনে বান্দার হিসাবে পুণ্য কর্ম কম হয়ে গেলে তিনি (আল্লাহ্) বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি জীবনে আমার কোন প্রিয় ব্যক্তিকে দেখেছ? বান্দা যদি 'হ্যাঁ' বলে– তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার পুণ্যের ঘাটতি এ 'দর্শন লাভ' হতে পূরণ করে দেবেন। আমার প্রিয় খলীফার সাথে এ দিদার (সাক্ষাত) লাভে হয়ত আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীম আমার পুণ্যকে বর্ধিত করে পুণ্যের ঘাটতি পূরণ করে দেবেন। এটা আমার প্রত্যাশা। সাক্ষাতের ঘটনাটা বিবৃত করে আমার একটা অনুভূতির প্রকাশ করতে চাই-তা'হলো, হুযূর (আই.) এর সাথে দেখা করে কেউ যখন তাঁর কাছে দোয়া ছাড়া কোন পার্থিব জিনিষ চেয়ে এনেছে বলে শুনি, তখন আমি বিব্রত হই।

খিলাফত খোদার এক অপার নিয়ামত আমাদের উচিত এর মূল্যায়ন করা

মৌলভী তারেক মুবাশ্বের, বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

পবিত্র কুরআনে খোদার একটি বড় নিয়ামতের সংবাদ দেয়া হয়েছে। সেই নিয়ামত লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান এবং সৎকর্ম। আল্লাহ্ তাআলার অপার করুণা এবং মহানবী (সা.)-এর অমোঘ ঘোষণার পূর্ণতাস্বরূপ নবুওয়তের পদ্ধতিতে যুগমসীহ্র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আজ জামা'তে আহমদীয়ার মাঝে খোদার জীবন্ত নিয়ামত খিলাফত বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ দুর্বল এবং অসহায়। কিন্তু তাঁর স্রষ্টা সবল এবং শক্তিমান। যুগে যুগে যখনই মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখনই মহান খোদা মানব কল্যাণে তাঁর পক্ষ থেকে নবী-রসূল প্রেরণ করে তাঁর প্রিয় সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব মানবের কল্যাণ সাধন করেছেন। নবীদের তিরোধানের পর তাদের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্যে মহান খোদা খলীফা নিযুক্ত করেছেন। বর্তমান যুগে মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির একটি সুনিবিড় সম্পর্কবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। ১৯০৮ সনে তাঁর অন্তর্ধানের পর জামা'তে আহমদীয়ার মু'মিন সদস্যদেরকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য খোদা তাআলা প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পুনরায় খিলাফতের ধারা প্রবর্তন করেছেন। যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান। আজ জামা'তে আহমদীয়া একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত বা যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ১৯৮৯ সনে জামাত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পালন করেছি। এবছর ২০০৮ সালে পালন করছি আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আহমদীরা এবছর খিলাফত কি, কাকে বলে, খিলাফতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা শুনেছে এবং জেনেছে কিভাবে খোদা তাআলা বিশ্বে তাঁর আধ্যাত্মিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। জামা'তের প্রতিটি সদস্য আজ খিলাফতের সুমহান সৌন্দর্য, বলিষ্ঠ আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব উপভোগ করছে। মু'মিনরা তাদের বিশ্বাস এবং ঈমানের বলে বলীয়ান হচ্ছে প্রতি ক্ষণে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি তাত্ত্বিক কথা এখানে তুলে ধরছি যদিও একথাগুলো আপনারা বারবার শুনে থাকবেন। এরপরও আমার দৃষ্টিতে এই চিরন্তন ও অমূল্য কথাগুলো এখানে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না বলে মনে করছি।

হুযূরের (আই.) এর সাথে লেখক, আহমদ তারেক (ঢাকা) এবং বাংলাদেশ থেকে আগত সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি

খিলাফত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা থেকে দু একটি উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) বলেন, 'খলীফা'র অর্থ স্থলাভিষিক্ত, যিনি ধর্মের নবায়ন করেন, নবীদের যুগ অবসানে যে অন্ধকারের অমানিশা পৃথিবীতে ছেয়ে যায় তিনি তা দূরীভূত করেন। যিনি নবীর স্থলে নিযুক্ত হন তাঁকে খলীফা বলা হয়।' (মলফূযাত)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা এটা স্থায়ী। এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন। এটা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।' (আল্ ওসীয়্যত)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, 'রসূলে করীম (সা.) অত্যাচারী বাদশাহ্দের জন্য খলীফা শব্দ ব্যবহার করতে চাননি। খলীফা মূলত রসূলের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। কেননা কোন মানুষের জন্যই চিরস্থায়ী জীবন লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ তাআলা চান, রসূলের সত্তা যা বিশ্বের সব সৃষ্টির মধ্যে উন্নত ও মহান তাদের প্রতিবিম্ব হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখেন। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন কখনো যেন কোন যুগ রিসালতের আশিস থেকে বঞ্চিত না থাকে। এ উদ্দেশ্যেই খোদা তাআলা খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন।' (শাহাদাতুল কুরআন)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, 'ভালোভাবে স্মরণ রাখো! খলীফা খোদা মনোনীত করেন। এবং তারা মিথ্যাবাদী যারা বলে, খলীফা মানুষ কর্তৃক মনোনীত' (আনওয়ারুল উলুম)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরও বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা যাকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন, তাঁর দোয়ার গ্রহণীয়তা বৃদ্ধি করে দেন। যদি তাঁর দোয়াসমূহ গৃহীত না হয় তাহলে তাঁর মনোনয়নের অসম্মান করা হয়' (মনসবে খিলাফত)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, 'জামা'তের সবার মধ্যে এ ঘোষণা করে দেয়া উচিৎ, জামা'তের সদস্যরা যেন যুগ-ইমামের সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলে আর নিজেদের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করো এবং নিশ্চিত জেনে রাখো যে, আজ কেবল সে দোয়াই গৃহীত হবে যা খিলাফতের দুয়ার অতিক্রম করে আকাশে পৌঁছে। অর্থাৎ আজ যুগখলীফার ইচ্ছা বহির্ভূত কারো এমন কোন দোয়া কবুল হতে পারে না' (আল্ ফযল)।

একদা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেছিলেন, 'সেই আহমদী যার সাথে খিলাফতে আহমদীয়ার সত্যিকার

সম্পর্ক নেই তার পক্ষে আমার দোয়াও কবুল হয় না।' তিনি আরো বলেন, 'এমন আহমদী' যার মধ্যে বাহ্যত অনেক দুর্বলতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখার ফলে অনেক সময় খোদা তাআলা তার পক্ষ্যে কৃত খলীফার দোয়া দ্রুত কবুল করে থাকেন।' এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (মাশআলে রাহ্)।

অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) বলেন, '....যুগ খলীফার দোয়া....তার পক্ষে গৃহীত হবে, যে আন্তরিকতার সাথে দোয়ার জন্য লিখে আর তার আপনকর্ম প্রমাণ করে যে সে সর্বদা স্বীয় অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত...... এরূপ অনুগত বান্দাদের জন্যতো.....অনেক সময় এ দৃশ্য দেখা যায়, দোয়ার জন্য লেখা পর্যন্ত হয়না অথচ সেই দোয়া তার পক্ষে কবুল হয়ে যায়' (খুতবাতে তাহের)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন বিশ্বস্ত সাহাবী ভাইজ্বী আব্দুর রহমান কাদিয়ানী (রা.)-কে আল্লাহ্ তাআলা ইলহাম করে বলেছিলেন, 'সবাইকে পরিত্যাগ করে খলীফাকে আঁকড়ে ধরো'।

'ইন্না সালাতাকা সাকানুল্লাহুম' আমাদের ইমামের দোয়াই আমাদেরকে শান্তি দেয়, প্রশান্ত করে এবং করতে থাকবে।

মোহতারম হাবীবউল্লাহ্ সাহেব কর্তৃক যুগখলীফার কাছে অবস্থানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি একজন দুর্বল এবং তুচ্ছ মানুষ কিন্তু খলীফার কাছ থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি বা পাচ্ছি তা আমার হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে থাকবে এবং তা অমলিন।

একবার কানাডার একজন অমুসলমান প্রফেসর ড: গুয়ালটার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.)-র সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ইমাম মোকাররম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব তাঁকে বলেন, সব আহমদীর হৃদয়ে তাদের খলীফার জন্য যে প্রচন্ড ভালবাসা বিদ্যমান রয়েছে এটি অবিশ্বাস্য। মোলাকাত শেষে সেই প্রফেসর মোকাররম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবকে বলেন, আপনিতো বলেছিলেন, সব আহমদীর হৃদয়ে তাদের খলীফার জন্য প্রচন্ড ভালবাসা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আহমদীরা তাদের ইমামকে যতটা ভালবাসে এর চেয়ে অনেক বেশি তাদের ইমাম আহমদীদেরকে ভালবাসে। সামান্য সময়ের সাক্ষাতে তিনি যা অনুভব করেছেন তা শতভাগ সত্য।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই ভালবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, খিলাফতের প্রতি যারা বিমুখ তাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? কোনই পার্থক্য নেই। কিন্তু অনেক বড় একটি পার্থক্যও আছে আর তা হচ্ছে, তোমাদের জন্য এক ব্যক্তি যিনি তোমাদের প্রতি দরদ রাখেন, তোমাদের ভালবাসেন, তোমাদের দু:খকে নিজের দু:খ মনে করেন, তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করেন, তোমাদের জন্য আপন প্রভুর কাছে একজন দোয়ায় নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু তাদের নেই। তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন, বেদনা বোধ করেন আর তোমাদের জন্য স্বীয় প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাদের জন্য এমন কেউ নেই। কেউ অসুস্থ হলে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তোমরা কি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা করতে পারো যার সহস্র নয় বরং লক্ষ লক্ষ রোগী রয়েছে? সুতরাং তোমাদের স্বাধীনতায় কোন বাঁধা আসেনি; কিন্তু তোমাদের জন্য তোমাদের মতই একজন স্বাধীন ব্যক্তির ওপর অনেক ভারী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে' (বারাকাতে খিলাফত)।

এবারে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করার চেষ্টা করছি। আমি ২০০৪ সালে লন্ডনে যুগ খলীফার সান্নিধ্যে আসি। প্রথম সাক্ষাতে আমি হুযূরকে (আই.) একবারেই সাধাসিধা পোষাকে দেখেছি। মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব সেদিন আমাকে দাপ্তরিক মোলাকাতে হুযূরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। হুযূর সেদিন আমাদের সাথে অনেক কথা বলেন। এমনকি কি খাচ্ছি? কেমন লাগছে, মন বসছে কি-না! পরিবারের কোন সমস্যা হচ্ছে কি-না! বিস্তারিত জিজ্ঞেস করেন এবং তিনি যখন পরিবারপরিজন ছেড়ে একা আফ্রিকার দুর্গম এলাকায় কাজ করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর একা একা কেমন লেগেছে, কি খেয়েছেন সব বলেন। আমরা বাঙ্গালী, মাছভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। তিনি বলেন, বাজারে যাও মাছ এনে রান্না কর। পরামর্শ দিয়ে বলেন, সারডিন মাছের টিন কিনতে পার, এটি রান্না করা মাছ, বেশ সুস্বাদু। হুযূর নিজেও আফ্রিকাতে অবস্থানকালে এ মাছ খেতেন। মুলাকাত শেষে ছবি উঠাতে চাইলে হুযূর বলেন, ব্যক্তিগত মুলাকাতে আস, তখন ছবি উঠাবো। আমি বললাম, আমি এখনও ব্যক্তিগত মুলাকাত করিনি। হুযূর বলেন, না ব্যক্তিগত মুলাকাত করা উচিত। পরে আমি ব্যক্তিগত মুলাকাতে যাই এবং অনেক কথার পর হুযূরের সাথে ছবি উঠানোর বায়না ধরলে হুযূর অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত বশীর সাহেবকে বলেন, এটি আমার সাথে এর প্রথম ছবি ভালো করে ক্যামেরা সেট করে নাও যেন কোনভাবেই ছবিটি নষ্ট না হয়।

হুযূরের সাথে আমার অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ আছে যা আমি প্রতিনিয়ত অনুভব করি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলছি, হুযূর বাঙ্গালীদের একটু বেশিই ভালবাসেন। মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব এ ব্যাপারে তাঁর লেখায় কিছুটা উল্লেখ করেছেন। তবে ওয়াকফে যিন্দেগীদের প্রতি হুযূরের মমতা ও স্নেহ যেন বাঁধ ভাঙ্গা। তিনি সম্মান করেন আর ভালবাসেন। আপনারা দেখে থাকবেন সাধারণত হুযূর যখন কারো চিঠির উত্তর দেন তখন সবাইকে মোকাররম বলে সম্বোধন করেন কিন্তু ওয়াকফে যিন্দেগীদের সম্বোধন করেন, 'পেয়ারে মোকাররম' বলে। হুযূরের সাথে অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। দাপ্তরিক সাক্ষাৎ হয়েছে আবার ব্যক্তিগত সাক্ষাতও হয়েছে। সব সময়ই হুযূর অফিসে ঢুকতেই আদর করে ডেকেছেন, আইয়্যে তারেক মুবাশ্বের সাহেব। অনেক সময় বলেছেন, হ্যা জী বাঙ্গালী মাওলানা সাহেব! মাঝে মাঝে ভাবি আমার মত অধমকেও হুযূর কিভাবে আদর করেন!

যখন আমার পরিবার এখানে আনার জন্য হুযূর অনুমতি দেন তখন আমার ছেলে রুদ্র'র পাসপোর্ট বানানো নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। হুযূরকে জানানো হলে বলেন, চিন্তা করো না হয়ে যাবে। পরের দিনই পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল। আমার পরিবার লন্ডনে পৌছার সংবাদ হুযূরকে জানানো হলে, হুযূর বলেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বিবি বাচ্চা নিয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে হুযূর বলেন, তোমার ঘরে কী কী আছে? আর কী কী লাগবে? আমার স্ত্রী হুযূরকে কাছ থেকে দেখতে পেয়ে এতটাই আপ্লুত যে, কোন কথাই বলতে পারে নি। হুযূর বারংবার জিজ্ঞেস করেন, এটা আছে কি ওটা আছে কি? আমার স্ত্রী চুপ করে থাকে। হুযূর বলেন, আপনার স্ত্রীর মাঝে স্বল্পে-তুষ্টতা আছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌॥ পরে হুযূর আমাকে বলেন, আপনি বলুন, বারংবার জিজ্ঞেস করেন বলতে

না চাইলে নিজেই নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করা আরম্ভ করেন। এরপর তিনি এডিশনাল উকিলুল মা'ল মোকাররম মোবারক জাফর সাহেবকে বলেন, এই এই জিনিষ ওনাকে কিনে দিন। অথচ আমি জানতামও না। এত কাজের ভীরেও তিনি কিছুই ভুলেন না।

একবার হুযূর আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন। আমি মসজিদে ছিলাম, কেউ জানালো, হুযূর আপনার বাসায় যাচ্ছেন। আমি ও আমার ছেলে দৌড়ে ঘরে যাই। হুযূর (আই.) দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলেন, দাওয়াত করে কোথায় পালালে। আমার ছেলের হাত ধরে নিজেই দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে যান। হুযূর (আই.) ঘুরে ঘুরে দেখেন। আমি ছবি উঠানোর জন্য ক্যামেরা বের করি এবং আমার স্ত্রী ও বাচ্চার সাথে হুযূরের একটি ছবি উঠাই। হুযূর আমার হাত থেকে ক্যামেরা নিয়ে আমার স্ত্রীকে দিয়ে বলেন, এবার আমাদের ছবি উঠান। সুবহানাল্লাহ্, কত স্নেহ আর ভালবাসা। আল্লাহ্ আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফাকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ পরমায়ু দান করুন!

খলীফা তার জামা'তের সদস্যদের এমনভাবে ভালবাসেন যে কোন পিতাও মনে হয়না তার সন্তানকে এত নি:স্বার্থ ভালবাসতে পারেন। আমার দ্বিতীয় সন্তান হবার সময় স্ত্রী অসুস্থ ছিল। তখনও হুযূরের স্নেহ পেয়েছি। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার জন্য হাসপাতালে ভর্তির খবর পেয়ে নিজে ঔষধ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ছেলের নামও তিনি নিজ হাতে লিখে দিয়েছেন, তাহের আহমদ মুবাশ্বের। ছেলের জন্মের দু'দিন পর আমি যখন আসরের নামায পড়তে মসজিদ ফযলে যাচ্ছিলাম তখন হুযূর পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে মোবারকবাদ দেন।

আমি প্রায়ই চোখের সমস্যায় কষ্ট পাই আর বারবার হুযূরের কাছে দোয়ার জন্য লিখি। সব সময় দোয়ার পাশাপাশি হুযূরের পরামর্শ বা ব্যবস্থাপত্র পাই। কিছুদিন পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বাংলাদেশে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হুযূর নিজে তার জন্য ব্যবস্থাপত্র পাঠিয়েছেন। আমি যখন ড্রাইভিং পাশ করি তখন প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবকে গিয়ে বলি, হুযূরের কাছে একটু বলবেন, আমি পাশ করেছি। তিনি বলেন, লিখে দাও। আমি বললাম, না এখনই বলুন না! তিনি হুযূরকে জানালে হুযূর আমাকে মোবারকবাদ দিয়ে পাঠান। বেশ কিছুদিন পরে ফ্যামিলি নিয়ে মোলাকাতে গেলে বলেন, আপনিতো ড্রাইভিং পাশ করেছেন। হ্যাঁ সুচক উত্তর দিলে বলেন, 'ফের মৌজ হ্যায় ভাই'! (এখানে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়াটা একটু কষ্টের, কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয়)।

অনেক স্মৃতি অনেক কথা কোনটি রেখে কোনটি লিখবো বুঝে উঠতে পাচ্ছি না, তবে কিছু আছে একান্তই ব্যক্তিগত, লোভনীয় হওয়া সত্ত্বেও তা আমি ইচ্ছে করেই এখানে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি।

একটি কথা এখানে বলছি, তবে হুযূরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি। হুযূর রাবে' (রাহে.)-এর মৃত্যুতে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল। হঠাৎ করে যখন এ হুযূর খলীফা নির্বাচিত হলেন তখন বাহ্যিকভাবে প্রশান্তি লাভ করলেও মনে মনে একটু কেমন যেন লাগছিল। কিন্তু খোদা যে খলীফা বানান তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছেন আমাদের বর্তমান হুযূর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। খোদা তাআলা স্বল্প সময়ের মধ্যেই কেবল যে তার বাহ্যিক চেহারায় পরিবর্তন এনে দিয়েছেন তা-ই নয় রাতারাতি তাঁকে বানিয়েছেন একজন চিন্তাবিদ এবং সুবক্তা। মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব তাঁর এক লেখায় লিখেছেন, যখন খিলাফতের নির্বাচন সম্পন্ন হয় আর হুযূরের নাম নির্বাচিত খলীফা হিসেবে ঘোষণা করা হয় তখন তিনি মসজিদ ফযলে সবার পিছনে বসা ছিলেন। চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেব বয়আত গ্রহণের জন্য তাঁকে আহবান জানাল তিনি পিছন থেকে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল এ যেন অন্য এক মাসরূর আহমদ।

মোটকথা 'ইন্নি মায়াকা ইয়া মাসরূর' হে মাসরূর! আমি তোমার সাথে আছি' এ প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে খোদা তাআলা তাঁর পুরো চেহারাই পাল্টে দিয়েছেন। যে মানুষটি লাজুক প্রকৃতির, কথা বলতেই যার লজ্জা আজ তিনিই ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা দিচ্ছেন। সম্বোধন করছেন সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে বড় বড় রাজা বাদশাহ্দের। হুযূর একজন সুপুরুষ এবং দৃঢ়চেতা মানুষ যা তাঁকে কাছে থেকে না দেখলে ভাষায় বর্ণনা করা মুশকিল। আবেগ কখনো হুযূরকে অন্তত বাহ্যিকভাবে কাবু করতে পারে না। যে কোন কঠিন পরিস্থিতি সামাল দেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। প্রচ্ছন্ন শির্ক হতে পারে এমন বিষয়ও তিনি এড়িয়ে চলেছেন সেই যুবক বয়স থেকেই। খিলাফত শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রাবওয়া থেকে 'তাশহিযুল আযহান'এর বিশেষ সংখ্যায় হুযূর (আই.)-এর বিভিন্ন অনুপম দিক তুলে ধরেছেন জামা'তের বিশিষ্ট জনেরা এমনকি হুযূরের পবিত্র সহধর্মিণীও লিখেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে। আমি সবাইকে এ সংখ্যাটি সংগ্রহ করে পড়ার অনুরোধ করছি।

তাঁর সাথে যারা কাজ করেন হুযূর তাদের প্রতি অনেক খেয়াল রাখেন। ছোট খাট বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি বিভিন্ন সময় আমাদেরকে তোহ্ফা দেন। অমূল্য উপহার পেয়ে সবাই আমরা আপ্লুত। আমিতো পায়ের মুজো থেকে নিয়ে হুযূরের ব্যবহার করা আচকানও তোহ্ফা পেয়েছি। রমযানের ঈদে জামা'তের সব কর্মী হুযূরের বিশেষ তোহ্ফা পেয়ে থাকেন। আমের মৌসুমে হুযূর পাকিস্তান থেকে উন্নত জাতের আম আনিয়ে প্রতি বছর আমাদেরকে উপহার দেন। মিষ্টি পাওয়া যায় প্রায়ই। জলসার সময় যেহেতু সবার বাসায়ই অতিথি আসে সেসময়ও হুযূর সবাইকে তোহ্ফা দিয়ে থাকেন।

হুযূরের স্বাস্থ্য খুবই ভালো। তবে এলার্জিজনিত কারণে তিনি বছরে দু তিনবার সর্দি-কাশীতে আক্রান্ত হন। কঠোর পরিশ্রম করেন। সবার আগে অফিসে আসেন আর সবার শেষে যান। রাত ১১/১২টা পর্যন্ত কাজ করেন। সাধারণত মানুষের আব্দার রক্ষা করেন আর ওয়াকফে যিন্দেগীদেরতো কথাই নেই। সময়ানুবর্তিতা হুযূরের আরেকটি অনুপম বৈশিষ্ট্য। মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যিকার একজন প্রেমিক তিনি। আমরা যেহেতু বাংলাডেস্কের মাধ্যমে বাংলায় লেখা সব চিঠিপত্রের কাজে হুযূরকে সহায়তা করি তাই খিলাফতের প্রতি মানুষের আবেগ ও অনুভূতি আর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালবাসা দেখে আপ্লুত হই। আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে খিলাফতের প্রতি মানুষের হৃদয়ে ভালবাসা ভরে দিয়েছেন সেভাবে খলীফার হৃদয়েও জামা'তের প্রতিটি সদস্যের জন্য বিনাব্যতিক্রমে ভালবাসা ও স্নেহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমাদের দোয়া ও চেষ্টা হওয়া উচিত এই বন্ধন যেন কোন ক্রমেই শিথিল না হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে মু'মিন হবার তৌফিক দিন আর খিলাফতের অফুরন্ত কল্যাণে বিধৌত করুন, আমীন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সাক্ষাৎ লাভকারী সৌভাগ্যবান কতিপয় ব্যক্তির আনন্দানুভূতি

[হুযূর (আই.) এর সান্নিধ্য লাভকারী প্রত্যেকের হৃদয় পবিত্র ও অনাবিল এক শান্তির পরশে সিক্ত হয়ে থাকে, কেবল বর্ণনা নির্ভর কোন বিষয় নয়। এখানে কয়েকজন, যারা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে আমাদেরকে লিখে পাঠিয়েছেন, তা পত্রস্থ করা হলো]

স্মৃতি চারণ-১

হুযূর (আই.)-এর সাথে নাজির আহমদ ভূঁইয়া

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত ২০০৫ সালের সালানা জলসায় তসরীফ আনয়ন করেন। এই জলসায় খাকসারেরও যোগদান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। হুযূর আকদাস যে কয়েক দিন কাদিয়ানে অবস্থান করেছিলেন সেই কয়েকদিন তিনি প্রত্যহ মাগরিব ও এশার নামাযে মসজিদে আকসায় ইমামতি করতেন। একদিন এশার নামাযের পর ঘোষণা করা হলো হুযূর অমুক তারিখে কয়েকটি দেশের (যেমন পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, ইত্যাদি) আহমদীদের সাথে মসজিদে আকসায় এশার নামাযের পর সাক্ষাত দান করবেন। নির্ধারিত দিনে এশার নামাযের পর হাজার হাজার আহমদী মসজিদ আকসায় বসে পড়লেন। মসজিদে ঠাঁই না হওয়ায় লোকগণ মসজিদ সংলগ্ন বাইরের আঙ্গিনায় ও রাস্তায় বসে পড়লেন। বাংলাদেশী অন্যান্য ভাইদের সাথে আমিও মসজিদে বসে পড়লাম। হুযূর মসজিদের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে লোকদের সাথে হাত মিলাচ্ছেন। মসজদি ছিল লোকে লোকারণ্য। তাই কারো সাথে কুশল বিনিময় করার তেমন সুযোগ ও সময় হুযূরের হয়েছিল কিনা আমি জানি না। লাইনে দাঁড়িয়ে হুযূরের সাথে হাত মিলিয়েই আহমদী ভাইয়েরা এক এক করে চলে যাচ্ছিলেন দীর্ঘ সময় পরে এলো আমার পালা। আমি দু'হাত বাড়িয়ে হুযূরের সাথে মোসাফা করার সাথে সাথেই হুযূর আমাকে উর্দুতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছ'? আরো কিছু আলাপ চারিতার পর হুযূরের কাছে দোয়া চেয়ে আমি বিদায় নিলাম। সাক্ষাতের কোন এক ফাঁকে হুযূরের ক্যামেরাম্যান যে আমার ছবি উঠিয়েছিল তা আমি টেরও পাইনি। এর দু'তিন দিন পর হুযূরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর দফতর থেকে হুযূরের সাথে আমার তোলা ছবি একটি খামে পুরে কোন এক সহৃদয় বাংলাদেশী আহমদী ভাই অনেক রাত্রে তা আমার বিছানার পাশে রেখে যান। আজও আমি জানি না এ বাংলাদেশী আহমদী ভাইটি কে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে এ কাজের জন্য পুরস্কৃত করুন।

এরপর ২০০৬ সালে আমার ছোট ছেলে ব্যারিষ্টার জাফর আহমদ তার Call to the Bar অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমাকে লন্ডন আমন্ত্রণ জানায়। এ উপলক্ষ্যে আমি লন্ডনে ২ মাস ১০ দিন ছিলাম। বাংলা ডেস্কের জনাব তারেক মোবাশ্বের হুযূর (আই.)-এর সাথে আমার সাক্ষাতের জন্য Appointment করে দেয়। মাসটি ছিল সম্ভবত নভেম্বর। আমি তো লন্ডনের পথ ঘাট কিছুই চিনি না। আমার বৌ'মা ব্যারিষ্টার ইলোরা আহমেদ (জাফরের স্ত্রী) আমাকে নিয়ে ট্রেনযোগে লন্ডন ফযল মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। মনে হয় ৫/৬ ষ্টেশন পার হওয়ার পর আমরা শেষ ষ্টেশনে পৌছি। ষ্টেশন থেকে নেমে ১০/১৫ মিনিটের রাস্তা হেঁটে আমরা ফযল মসজিদে পৌছি। তখন আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। হুযূরের অফিস কক্ষে ঢুকে পরি। হুযূরের সাথে মোসাফা করার পর হুযূর আমাদেরকে বসতে বলেন। হুযূরের সাথে আমার বৌ'মা ইলোরাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর হুযূরের সাথে আমার বেশ কিছু কথা হয়। কিছুক্ষণ পর হুযূর উর্দুতে বলেন, 'তোমরা আমার সাথে ছবি উঠাবে না?' আনন্দের আতিশয্যে আমি বলে উঠলাম, অবশ্যই। আমি হুযূরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইলোরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। হুযূর তাঁকে বললেন, 'তুমিও আস'। ছবি উঠানোর পর দোয়া চেয়ে আমরা হুযূরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

নাজির আহমদ ভূঁইয়া

স্মৃতি চারণ-২

হুযূর (আই.)-এর সাথে মুহাম্মদ আমির হোসেন

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে এ বছর লন্ডন জলসায় হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসার পর ০৯/০৮/২০০৮ইং তারিখ রোজ শনিবার বেলা ১১.৩০ মিনিটে হুযূর (আই.)-এর

অফিসকক্ষে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সুযোগ হয়। যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাত এক অন্য রকম অনুভূতি যা কলমের ছোঁয়ায় বর্ণনা দেওয়া সম্ভব না। দীর্ঘ ১৭ মিনিট হুযূর (আই.) এর সাথে অবস্থান করি। হুযূর (আই.) বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করেন। বাচ্চাদের জন্য চকলেট ও কলম দেন। বিবির জন্য পারফিউম দেন। আর এই অধমকে কলম ও আংটি দেন। তারপর আমরা ছবি তুলি। হুযূর (আই.)-এর সাথে দেখা, তোহফা, ছবি তোলা ইত্যাদি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। মহান খোদার দরবারে হুযূর (আই.)-এর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি, আমীন।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

স্মৃতি চারণ-৩

হুযূর (আই.)-এর সাথে জাফর আহমদ

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ও স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে ২০০৫ সালের সেই দিন যে দিন দিল্লী মসজিদে প্রথম আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফাকে সামনা সামনি দেখি, আমার মনে হয়েছে M.T.A তে যে সত্তাকে সচরাচর দেখেছি আজ যেন তিনি স্বপ্নের মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হুযূর আকদাস (আই.) দিল্লীতে চার দিন অবস্থান করেন। এই অধমের সমগ্র বিশ্বের খলীফার পিছনে নামায আদায় করার সৌভাগ্য হয়। কিন্তু ভাষায় সেই অনুভূতি ও আবেগ, সেই তৃপ্তির কথা বুঝাতে পারবো না। এরপর কাদিয়ানে সালানা জলসার পরে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে মুসাফা করার সুযোগ হয়। বাহিরে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম কখন হুযূরের সাথে সাক্ষাতের পালা আসবে আর মনে মনে খুব আনন্দিত হচ্ছিলাম। অবশেষে সেই সুযোগ আসলো। আমার মনে আছে যখন দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছিলাম তো হার্ট বিট বেড়ে যায় আর সেই চেহারা যা M.T.A তে প্রতিনিয়ত দেখতাম বাস্তবের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া ভার। কেননা এই চেহারা থেকে জ্যোতির ঝলক বের হচ্ছিল যা আমার চোখের আলোকে তুচ্ছ করে দিচ্ছিল। হুযূরের হাতে হাত দিয়ে বললাম 'ম্যায় মুরব্বী সিলসিলা বাংলাদেশ হু আপ মেরে আওর মেরে দোস্তকে লিয়ে দোয়া করে আভি হাম ময়দান মে হু। হুযূর একটি কলম এগিয়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে যে কথাটি বললেন তা আজও আমার প্রতিনিয়ত মনে পড়ে যে "আচ্ছা, তুম ইতনি ওমর মে মুরব্বী বান গিয়া"। সেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারা যিনি বর্তমান পৃথিবীতে খোদার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ও সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব। আর দেখেছি যখন বিকালে বেহেশতি মাকবেরায় যেতেন তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করার সময় অঝরে কাঁদতেন। আমারও কখনো কখনো হুযূরের সাথে দোয়া করার সৌভাগ্য হয়।

পরিশেষে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফার দীর্ঘ মঙ্গলময় জীবন কামনা করি।

জাফর আহমদ
মুবাশ্বের মুরব্বী

স্মৃতি চারণ-৪

যখন থেকেই বুঝতে শিখেছি আর যুগ খলীফাকে M.T.A তে দেখা শুরু করেছি তখন থেকেই হৃদয়ে প্রবল আগ্রহ ছিলো যুগ খলীফার সান্নিধ্য লাভ করার। যুগ খলীফার সান্নিধ্য লাভের বাসনা নিয়ে সর্বদা মহান খোদার দরবারে দোয়া করতে থাকি, হে খোদা! তুমি আমায় প্রিয় খলীফার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দাও। এর মধ্যে জানতে পেলাম, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ২০০৫ সালে কাদিয়ান জলসায় আসছেন। এই খবর শুনার পর থেকে দোয়ার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলাম। আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে কাদিয়ান যাওয়ার সুযোগ হলো। কাদিয়ান গিয়ে হুযূর (আই.) এর চেহারা মুবারক সামনা সামনি দেখেই আমার হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে যায়। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন হুযূর (আই.) এর হাতের ছোঁয়া লাভ করে ধন্য হবো। ঘোষণা করা হলো মসজিদে আকসায় সকালে কয়েকটি দেশের লোকদের সাক্ষাতের সুযোগ আছে, এর মাঝে বাংলাদেশও রয়েছে। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে এক এক করে হাত মিলিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছেন, আমারও সাক্ষাতের পালা এলো, আমি সালাম দিলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)কে, তিনি বললেন, 'তুম বাঙ্গালী হো' আমি বল্লাম, হ্যাঁ। তারপর হাত মিলিয়ে নিজ ও পরিবারের সবার জন্য দোয়ার আবেদন করে চলে এলাম। কিন্তু হুযূর (আই.)-এর হাতে চুমু খেতে তখন আর মনেই ছিল না, তাই খোদার কাছে আবার দোয়া করতে লাগলাম, হে খোদা! আমাকে আবার হুযূর (আই.) সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দাও, যেন আমি তাঁর পবিত্র হাতে চুমু খেয়ে ধন্য হই। খোদার অশেষ কৃপায় বাংলাদেশের কয়েকজন ওয়াকফে যিন্দেগী সাহেবদের একত্রে হুযূর (আই.)-এর অফিস রুমে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। তখন আর অধমের ভুল হয় নাই তাঁর বরকত মন্ডিত হাত জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে। হুযূর (আই.) আমাদের সবাইকে একটি করে কলম উপহার দেন, আমরা কে কোথায় কাজ করছি তার খবর নেন এবং তাঁর সাথে ছবি উঠানোর সুযোগ দেন। এমন একজন অসাধারণ ব্যক্তির সাথে আমার মত অযোগ্য অধমের সাক্ষাৎ লাভ মহান খোদা তাআলার অশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হে খোদা! আমাদের প্রিয় হুযূর (আই.)কে সর্বদা তোমার হেফাজতের চাদরে আবৃত করে রাখ, আমীন।

মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

স্মৃতি চারণ-৫

২০০৫ সনে হুযূর কাদিয়ানে আসলেন। কিন্তু যাওয়ার সুযোগ হলো না, তা সে কষ্ট মনের গভীরে চেপে রেখেছিলাম। যাহোক ২০০৮ সনের জুন মাসে জানতে পারলাম বাংলাদেশ হতে এবার ইউ, কে জলসায় আমি এবং মোয়াল্লেম আমীর হোসেন সাহেব যোগদান করার অনুমতি পেয়েছি। আল্লাহ্‌র ফযলে ২৫ জুলাই মাগরিবের কিছু পূর্বে আমরা লন্ডন পৌঁছি। তাড়াতাড়ি করে প্রস্তুত হয়ে নামাযের জন্য জলসার তাঁবুতে যাই। প্রথমে দুই রাকাত শুকরানা নফল নামায পড়ে হুযূরের আসার অপেক্ষায় থাকলাম। কিছুক্ষণ

পরে দেখলাম হুযূর আসছেন। সেখানে আমার কাছে যে জিনিসটি আশ্চর্য মনে হয়েছে তা হচ্ছে যে, তাঁর সঙ্গে আরো অনেক লোক ছিল কিন্তু ঐসব মানুষের মধ্যে হুযূরের চেহারার আলোর ঝলকানি ছিল অন্য রকম। ঐ ভীড়ের মধ্যেও তাঁর সত্তাকে একেবারে সহজেই আলাদা বুঝা যায়। এছাড়া তাঁর হেঁটে চলার ভঙ্গিতে প্রকৃতই একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বহিঃ প্রকাশ ছিল। যদিও অনেক পিছনে থেকে যুগ খলীফার প্রথম দর্শন লাভ করলাম। কিন্তু মনভরে যায়, কেমন যেন এক বিশেষ অনুভূতিতে যা বর্ণনা করতে পারছি না। এরপর আরো কয়েকবার হুযূরকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে।

৯ আগষ্ট আল্লাহ্‌র ফযলে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের হুযূরের সঙ্গে সরাসরি মুলাকাতের সুযোগ লাভ হয়। আর খাকসারকে উক্ত দলের দলনেতা হিসাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমার সঙ্গে ছিলেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, মৌ. তারেক মুবাশ্বের সাহেব এবং মৌ. আমীর হোসেন সাহেব। মুলাকাতের পূর্বে দোয়া তাসবীহ্, তাহমীদ ও সদকার নিয়্যত করলাম। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা হুযূরের কক্ষে সালাম দিয়ে প্রবেশ করতেই দেখি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রিয় হুযূর তাঁর আসন ছেড়ে দরজার কাছে চলে এসেছেন। আর বলছেন **"আ যায়ে আহ্‌লে বাঙ্গাল ওয়ালে"** আর তাঁর মুখে মৃদু হাসির ফোঁয়ারা। আর দেখলাম সমস্ত ঘর আলোকিত করে অতীব সুন্দর এক মানুষ। যখন তাঁর হাতে হাত মিলালাম মনে হলো এক শিশুর চেয়েও নরম হাত। সে হাতের স্পর্শে মনের মধ্যে এক বিস্ময়কর ঝলকানী অনুভূত হলো। আর হুযূরকে MTA -এর মাধ্যমে যেভাবে দেখি তার থেকে অনেক অনেক বেশি সুন্দর তিনি, যা বর্ণনা করা কঠিন। তিনি যখন চেয়ারে বসলেন মনে হলো এক মহারাজা সিংহাসনে বসলেন। ইতিপূর্বে এতো সুন্দর মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। যুগ খলীফাকে দেখার বহু দিনের ইচ্ছা ছিল। তাই অনেকক্ষণ তাঁর দিকে চেয়েছিলাম। তাঁর চেহারায় অন্য রকম একটি জ্যোতি দেখেছি যা পূর্বে কখনও অন্য কারো মধ্যে দেখিনি। তাঁর পোশাক-আশাক, ব্যক্তিত্ব সবকিছু এতো নিখুঁত যে, কোন ধরনের কমতি ছিল না। ভেবে পাচ্ছিলাম না

হুযূর (আই.)-এর সাথে মোহাম্মদ আব্দুল মতিন

কথা শুরু করব কিভাবে। হুযূর নিজেই সহাস্য বদনে বললেন, "আবলোগ সাব মৌলভী হ্যাঁয়" আমরা সবাই উত্তর দিলাম 'জ্বি হুযূর'। কিন্তু মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব বললেন, "ম্যায় মৌলভী নেহী হুঁ"।

এরপর সকলের পরিচয় পর্ব শেষ হলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের কার কতজন সন্তান। এরপর খাকসারের ওপর যে সব কথা বলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা আল্লাহ্‌র ফযলে ভালভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। তিনি সেসব বিষয়ে যে দিক নির্দেশনা দেন তা বাংলাদেশ জামা'তকে জানিয়ে দেয়া হয়। হুযূর (আই.) আমাদেরকে আংটি, কলম এবং বাচ্চাদের জন্য চকলেট উপহার দেন। আমি বাংলাদেশের সকল ওয়াকফে জিন্দেগীদের কল্যাণের জন্য দোয়ার আবেদন করি।

পরিশেষে হুযূর (আই.) এর সঙ্গে ছবি তোলার পর বিদায় নিয়ে চলে আসি। যুগ খলীফার সাহচর্যে মানুষের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায় বলে আমি মনে করি। এজন্য যাদের তৌফীক আছে এমন প্রত্যেক আহমদীকে যুগ খলীফার সঙ্গে মুলাকাৎ করার সবিনয় আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
মুরব্বী সিলসিলাহ্, চট্টগ্রাম

স্মৃতিচারণ-৬

প্রত্যেক আহমদীর আশা থাকে তার প্রাণ প্রিয় ইমামের সাথে সাক্ষাতের, ঠিক অনুরূপ আশা আমারও ছিল। তাই আমিও চাইতাম যদি এমন কোন সুযোগ আমি পাই। সুযোগ এসে গেল ২০০৫ সনে। বড় এক কাফেলার সাথে আমিও কাদিয়ানে পৌঁছলাম। মনে মনে শুধু এই সুযোগ খুঁজলাম কখন আমার প্রিয় আঁকার মুখ খানি দর্শন করতে পারবো। চেষ্টা করলাম নামাযে আগের লাইনে দাঁড়াতে কিন্তু দেখলাম পাকিস্তানীরা এতে পিছিয়ে নেই। তাহাজ্জুদ নামাযে আগে দাঁড়াবো তারও উপায় নাই কেননা রাত ২/৩ টা থেকেই আহমদী ভাইয়েরা তার প্রিয় ইমামের মুখ দর্শনের জন্য আগের লাইন দখল করে আছে, যাই হোক, হুযূর (আই)-এর সাথে একান্ত সাক্ষাতের প্রথম সুযোগ আসলো মসজিদে আকসায়, লাইনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু এতে কি আশা মিটে! মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময়, তাই বিভিন্ন সুযোগ খুঁজতাম হুযূর (আই.) কখন বেহেশ্‌তী মাকবেরায় যান, কেননা হুযূর (আই.) বেহেশ্‌তী মাকবেরায় মসজিদ মোবারক থেকে হেটে হেটে যেতেন। এই কয়েক দিনে হুযূর (আই.)কে এতো দেখেছি তার পরেও মনে হতো যদি আরো দেখতে পারতাম, তাই বিশেষ করে আমাদের এক ভাই পরিকল্পনা করলেন আমরা যারা মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবানরা এসেছি এরা সবাই এক সাথে আলাদা ভাবে সাক্ষাতের। আল্লাহ্‌ও আমাদের সহায় ছিলেন, অনেক চেষ্টা করে যখন সময় পাচ্ছিলাম না তখন আমাদের শিক্ষক জনাব সৈয়্যদ কমর সোলায়মান সাহেবের চেষ্টায় আলাদা ভাবে সময় পেয়ে গেলাম। এখন শুধু অপেক্ষার পালা, মনে করেছিলাম এবার ভালো করে হুযূরের চেহারাটা দেখবো কিন্তু আমি অবাক হলাম চেহারা এতো উজ্জ্বল ছিলো যে, মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখতে পেরেছি। হুযূর (আই.) আমাদের সবাইকে একটি করে কলম উপহার দিলেন। এরপর আমরা গ্রুপ ছবি তুলি। ছবি তুলার সময় এক হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করেন, আমাদের মধ্যে কেউ হুযূর (আই.)-এর সামনে দাঁড়ালে হুযূর (আই.) বলেন– "শুধু আপনাদের ছবিই উঠাবেন আমার চেহারা আনতে গেলে তো সামনে থেকে সরে যেতে হবে"। আরেকটি ঘটনা যখন আমাদের মাঝে জনাব মাহমুদ আহমদ শরীফ সাহেব (মোয়াল্লেম) তার তিন ওয়াকফে নও বাচ্চাদের জন্য দোয়া চাইলেন তখন প্রিয় ইমাম তাকে তিনটি কলম দিলেন এবং আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন–"যদি আপনাদের তিনটি করে বাচ্চা থাকতো তবে আপনারাও তিনটি করে কলম পেতেন"। যেই প্রিয় ইমামকে দেখে কিছুটা

গম্ভীর প্রকৃতির মনে হয় তখন দেখেছি তিনি কতটা রসিক।

প্রিয় পাঠক, এগুলো ঘটনা, প্রিয় ইমামের সাথে সাক্ষাতের সময় যে অনুভূতি কেবল মাত্র তা লিখে বুঝানো যাবে না। এটি শুধু মনেই উপলব্ধি করা যায়, যারা তার প্রিয় ইমামের সাথে সাক্ষাত করেছেন তারাও আমার সাথে একমত হবেন। আমি দোয়া করি আমাদের সবাই যেন প্রিয় যুগ ইমামের সাথে সাক্ষাত লাভ করতে পারে (আমীন)।

রইস আহমদ, মুবাশ্বের মুরব্বী

স্মৃতিচারণ-৭

হুযূর (আই.)-এর সাথে মোহাম্মদ আরিফুর রহিম

২০০৫ ডিসেম্বর মাসে আমাদের প্রিয় ইমাম কাদিয়ানের জলসায় আসবেন জানতে পেরে সুন্দরবন থেকে ২০/২৫ জনের একটি কাফেলা জলসার ৩/৪ দিন পূর্বে কাদিয়ান পৌঁছাই এবং হুযূর (আই.) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আবেদন করি। আমাকে জানানো হয় জলসার ১ দিন পূর্বে সকাল ৯ টায় সাক্ষাতের সময়। আমার পরিবার বর্গের মধ্যে ছিলেন আমার আব্বা, আম্মা, দাদী ও খাকসার হুযূর (আই.) সঙ্গে একত্রে সাক্ষাতের তৌফিক লাভ করি। প্রথমত হুযূর (আই.)-কে কাছ থেকে দেখে পিছনে ২ দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার মাধ্যমে যে অনুভূতি ছিল আর যখন প্রথম হুযূর (আই.)কে সালাম জানিয়ে মোসাফা করে বুকে বুক দিয়ে কোলাকুলি করি তখনকার অনুভূতি প্রকাশ করা আমার মত নগণ্য ওয়াকফে জিন্দেগীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও যতটুকু ভাষায় প্রকাশ করা যায় প্রকাশ করছি। সাক্ষাতে আমার প্রথম অনুভূতি হয়েছিল এটা কি স্বপ্ন নাকি বাস্তব! কিন্তু হুযূর (আই.) যখন আমার বাবা, মা, দাদীসহ খাকসারকে নিয়ে পারিবারিক অন্তরঙ্গ আলোচনা শুরু করেন তখন মনে হচ্ছিল আমাদের পরিবারের আপন একজন এবং আমাদের পরিবারের সবকিছু তিনি অবহিত। ৩/৪ মিনিট সময় ধরে আলাপ চলে এবং গ্রুপ ছবি উঠান, আমার আব্বার নিকট আমায় বিবাহ করানোর জন্যও বলেন। হাসি খুশি মাখা ও আলাপচারিতা খাকসারের চোখের সামনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মনে থাকবে। তিনি তাঁর নিজ নাম খচিত একটি কলম আমাকে তোহফা দেন এবং জামা'তের খেদমত করার জন্য বলেন। আল্লাহ্ তাআলার নিকট এর জন্য লাখো লাখো শুকরিয়া জানাই যে তাঁর যুগ খলীফার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিবেশে সাক্ষাত করতে পেরেছি।

মোহাম্মদ আরিফুর রহিম
মুবাশ্বের মুরব্বী

স্মৃতিচারণ-৮

২০০৫ সন কাদিয়ান জলসায় গমন ছিল পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে তাঁর জামা'তের এই দুর্বল বান্দার প্রতি এক অনুগ্রহ বিশেষ আর এই বিশেষ অনুগ্রহকে আরও বিশেষায়িত করেছিল যে বিষয় তা হল : খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে তাঁর এক অযোগ্য দাসের সাক্ষাত।

প্রাণপ্রিয় ইমামের পবিত্র স্পর্শ লাভে আমি প্রথমবার যখন মসজিদে আকসার বারান্দায় লাইনে দাঁড়াই তখন শুধু এক অজানা ভয়ে হৃদপিন্ড কাঁপছিল–সময় এতটাই কম নির্ধারিত ছিল যে, হুযূরের পবিত্র হাত খানি শুধু মাত্র স্পর্শ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আর যখন বাংলাদেশের মুরব্বী মোয়াল্লেমগণের সাথে হুযূর (আই.) এর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল, তখন কেন জানি অত্যন্ত ভয় লাগছিল যে খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে কিভাবে কথা বলব–বুকের মাঝে শুধু তোলপাড় হচ্ছিল–কিন্তু সবাই মিলে যখন হুযূর (আই.) এর সামনে উপস্থিত হলাম প্রাণাধিক প্রিয় হুযূর আনোয়ার (আই.) এর পুত:পবিত্র আর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দর্শনে কখন যে সকল ভয় আর বুকের স্পন্দন দূর হল বুঝতে পারলাম না।

খাকসারের এই ক্ষুদ্র আর নগণ্য জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় আর উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে যা দেখলাম যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাগরুক থাকবে আমার হৃদয়ে তাহল : হুযূর (আই.)-এর প্রাণবন্ত ১টি উক্তি। প্রাণবন্ত বল্লাম এ কারণে যে, এতসব অনুষ্ঠানাদি বা সাক্ষাত দানের জন্য প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) দাঁড়িয়ে আছেন ঘন্টার পর ঘন্টা আর এত কিছুর পরও হুযূর (আই.) এর চেহারায় কোন ধরনের বিরক্তির চিহ্নটুকুও নেই বরং সাক্ষাত প্রার্থীদের সাথে সাক্ষাত করার মাঝে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

হুযূর (আই.)-এর সাথে হাত মিলানোর সময় আমার তিনজন ওয়াকফে নও বাচ্চার জন্য দোয়া চাইলাম, হুযূর খাকসারকে ১টি কলম তোহফা দেওয়ার পর আরও ৩টি কলম হাতে দিয়ে বল্লেন, বাচ্চাদের জন্য আর অন্যদের উদ্দেশ্য করে বল্লেন, "তোমাদের ৩টি করে বাচ্চা থাকলে তোমরাও ৩টি করে কলম পেতে"। অতঃপর আমরা হুযূর (আই.) এর সাথে সম্মিলিতভাবে ছবি তুললাম এবং ভয় আর সংকোচের পরিবর্তে হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশে প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) এর দরবার হতে বিদায় গ্রহণ করলাম।

মাহমুদ আহমদ শরীফ
মোয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জাদীদ

স্মৃতিচারণ-৯

প্রাণপ্রিয় হুযূর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর সাথে কাদিয়ানে ২০০৫ সনে ও লন্ডনে ২০০৭ সনে সাক্ষাত ছিল পরম করুনাময়ের তাঁর জামা'তের এই দুর্বল বান্দার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ। ২০০৫ সনে মসজিদ আকসায় যখন লাইনে দাঁড়াই হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত লাভের আশায় তখন হৃৎপিন্ড কাঁপছিল আর সাক্ষাত লাভের পর সেই ভয় কেটে যায় এবং একটা অনুভূতি লাভ করি। এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। প্রথম সাক্ষাতে হুযূরকে দুই হাত দিয়ে সালাম দিলাম। হুযূর হাস্যবদনে প্রথম কথা বললেন আপ কাহাছে আয়া হে? আমি তখন প্রথমে ভয়ে জবাব দিলাম বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার নাম শেখ আবদুল ওয়াদুদ মোয়াল্লেম। আমি ১৯৯৯ ইং সালে খুলনাতে বোমায় আহত হই, আমার জন্য দোয়া করবেন। অল্প সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে হুযূরের হাত ধরে উক্ত কথাগুলো মসজিদে আকসা কাদিয়ানে বলেছিলাম। তখন বুকটা অনেক হালকা হয়ে

যায়। কাদিয়ানে ব্যক্তিগত মোলাকাতের সৌভাগ্য হয়নি। তাই খুব দোয়া করতে থাকি। অবশেষে ২০০৭ সনে আল্লাহ্ পাক এই দুর্বল বান্দার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ করেন। খাকসারকে লন্ডন জলসাতে যাওয়ার জন্য হুযূরের পক্ষ থেকে পত্র আসে। (আলহামদুলিল্লাহ্)।

খোদার কাছে যতই শুকরিয়া আদায় করি না কেন তা অল্পই হবে। কেননা নেই কোন যোগ্যতা, নেই পাসপোর্ট, হাতে নেই সময়, আল্লাহ্‌র খলীফার আহ্বানে আল্লাহ্ পাক সব কিছু সহজ করে দিয়েছেন।

লন্ডনে হুযূর (আই.)-এর সাথে প্রথম মোলাকাত হয় ০১/০৮/০৭ইং তারিখে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, ফিরোজ আলম সাহেব, তারেক মোবাশ্বের সাহেব এবং M.T.A কর্মী মাসুম আমরা সবাই এক সাথেই মোলাকাত করি। ন্যাশনাল আমীর সাহেব আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। সত্যিই প্রাণমুগ্ধকর সেই পরিবেশ ছিল, আমি দেখলাম হুযূরের চেহারা হতে আধ্যাত্মিক নূর যেন স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে। আসলে T.V. তে হুযূরের চেহারা এবং বাস্তব চেহারা আকাশ পাতাল পার্থক্য। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা সব সময় হাসি মুখে থাকেন। মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মিশনারী ইনচার্জ সাহেবের সাথে দীর্ঘ জামা'তী আলোচনা করেন। হুযূর নিজ হাতে তাকে আংটি পরিয়ে দেন। আমার আগে মাসুম (M.T.A) ছিল তার আঙ্গুল ছোট থাকায় হুযূর বার বার আংটি Change করছিলেন। মাসুমের পরে আমি যখন গেলাম আমার আঙ্গুলও ছোট। হুযূর যেই আংটি পরিয়েছেন আমি জাজাকুমুল্লাহ্ বলে গ্রহণ করেছি, বলিনি যে হাতে লাগছে না, যেন হুযূরকে আমার জন্য কষ্ট করে ছোট আংটি খুঁজতে না হয়।

লন্ডনে দ্বিতীয় মোলাকাত ১৬/০৮/২০০৭ইং তারিখে আসর নামাযের পরে হয়, সাথে তারেক মোবাশ্বের ছিল আমার সাক্ষাতের সিরিয়াল নং ছিল ৪৭। যেহেতু তারেক ইসলামাবাদে চলে যাবে আমার মুখের জড়তার কারণে তারেক মোবাশ্বেরকে যেন সাথে নেই আমার সিরিয়াল এগিয়ে নেওয়াতে হুযূর মনে করেছেন আজই মনে হয় আমার চলে যাওয়ার দিন এবং মাওলানা সাহেবের সেরওয়ানী পরেছিলাম। আমাকে দেখে মনে হচ্ছিল পাকিস্তানীদের মত তাই প্রথম ঢুকেই হুযূর আমাকে বলছেন আপনি কি পাকিস্তানে যাবেন? আমি বললাম না হুযূর, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। তারেক যেহেতু আমার সাথে ছিল তাই পুনরায় প্রশ্ন করেন আপনি কি ইসলামাবাদে যাবেন? আমি বললাম না হুযূর! তখন হুযূরকে বললাম, আমি যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম তখন আমার পরিবার, সমস্ত মোয়াল্লেমীন, মোবাল্লেগীন, ওয়াকফে নও শিশুরা এবং অনেক আহমদী ভাই বোনেরা আপনাকে মহব্বতপূর্ণ সালাম ও দোয়ার জন্য বলেছেন। আমি যেহেতু একটি কাগজ নোট করে দেখে বলছিলাম যেন বাদ না পরে যায় তখন হুযূর বলেন, আপনার হাতে নোট আছে আমি সকলের জন্য দোয়া করে দেব। হুযূর বলেন আপনাকে কী আংটি দেয়া হয়েছে? আমি বললাম জি হুযূর, পূর্বে মোলাকাতে পেয়েছি। আমাকে একটি পাঞ্জাবী ও পায়জামা সেট দেন যেটা এখন আমি শুধু মাত্র ঈদের সময় পড়ে ঈদের নামায পড়ি।

২৮/০৮/২০০৯ ইং তারিখ হুযূরের নির্দেশে London এ ডাক্তার Cheque-up করা হয়। Park side Hospital. 53 Park side wimbledon SWIQ5WY- ভারতের ডাক্তার সাহেব যে রিপোর্ট দিয়েছেন ঐ একই রিপোর্ট লন্ডন ডাক্তার দিয়েছেন যে পায়ের অপারেশন যেন ভারত থেকে করিয়ে নেই। শুধু মাত্র পায়ের চেক আপ করেন হাত নয়। ডা. জাকারিয়া সাহেব আমাকে ডাক্তার চেক আপ করানোর জন্য নিয়ে যান।

লন্ডনে শেষ মোলাকাত ১২/০৮/২০০৭ ইং তারিখে সাক্ষাতের সিরিয়াল ও আমার সকলের শেষে নাম ছিল। আমার মনটি ভীষণ খারাপ ছিল কেননা এতদিন প্রিয় খলীফার সান্নিধ্যে ছিলাম এখন চলে যাব। আমি যখন রুমে ঢুকলাম তখন প্রিয় হুযূর হাসি মুখে আমার নাম ধরে বললেন, শেখ সাহেব আ জায়ে। আমি সালাম দিয়ে প্রবেশ করে বসে পড়ি, হুযূর হাসি মুখে বলেন, কেয়া আপ ডাক্তারকে পাস সে আয়ে? জবাব দিলাম জি হুযূর! হুযূর বললেন আওর? হুযূর আমার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শুনতে চাচ্ছিলেন, কেননা আমার পরে আর কেউ নেই অনেক সময় আছে এবং সেটা হুযূরের চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল। হুযূর যখন

হুযূর (আই.)-এর সাথে শেখ আব্দুল ওয়াদুদ

বললেন : "আওর! তখন আমি বললাম ম্যায় সেরেফ আপকে সাথ্ মিলনা, আওর দোয়া কেলিয়ে আয়া হে হুযূর, আওর কুচ্ছ নেহি" অর্থাৎ আমি শুধু আপনার সাথে দেখা করতে এবং আপনার দোয়া নেওয়ার জন্য এসেছি অন্য কিছুর জন্য আসিনি– এই কথা শুনে হুযূরের চেহারা যেন আরও উজ্জ্বলতর সুন্দর হয়ে যায় সে দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাষে। এত সুন্দর দৃশ্য কখনো ভুলার নয়–আমার কথা শুনে হুযূর বলেন যে, "আ যায়ে?" আমি দেরি না করে হুযূরের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি হুযূরের ডান হাতে অনেকক্ষণ চুম্বন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নিয়ে চলে আসি। যে কয়দিন ছিলাম বেশীর ভাগ সময় হুযূরের পিছনে কাছা কাছিতে নামায আদায় করার চেষ্টা করেছি। আমার বিনীত দোয়া হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর আশীষময় ছায়া আমাদের ওপর সদা বিরাজমান থাকুক। আমি দোয়া করি প্রতিটি আহমদীর যেন এমন মোলাকাতের সৌভাগ্য হয়। ৩১/১০/২০০৭ তারিখে মোবাল্লেগদের সাথে মিটিং এ ছিলাম এবং একসাথে ৩ বার খাবারও খেয়েছি। এগুলো আমার কাছে শুধু স্বপ্নের মত মনে হয়। সারা জীবন যেন এমন দিনকে আমরা ধরে রাখতে পারি। আমীন ॥

শেখ আব্দুল ওয়াদুদ
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

স্মৃতিচারণ-১০

হুযূর (আই.)-এর সাথে মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

২০০৭ সালের ঈদুল আযহিয়া হযরত আকদাস (আই.) এর সাথে পালনের সুযোগ হয়েছিল। সেদিন আমি হুযুরের সাথে কোলাকোলিও করেছিলাম। ভাষা নেই, আমি অক্ষম – এই অপূর্ব মুলাকাতের বর্ণনা দেয়া কোন মানবের কর্ম নয়!

খোদার খলীফার সাথে সাক্ষাত করার যে পুলক শিহরণ, তা অভিজ্ঞতা লাভকারী ব্যতিত কেউ জানে না এটি এমনই এক ঐশী পানপাত্র–সেখানে পান যতই করা হোক তৃষ্ণা ততই বাড়তে থাকে। এক অধম দাসের কোনই যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও হুযূর আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ধন্য করলেন।

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

স্মৃতিচারণ-১১

২০০৫ সনে যখন হুযূর (আই.) কাদিয়ানে আসবেন তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম এবার হুযূর (আই.)-এর সাথে দেখা করবো। ভিসার জন্য যখন দাঁড়ালাম কোন ভাবেই ভিসা পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

পরে ২০০৬ সালের ১১ই জানুয়ারী। আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে কোরবানীর দুই দিন পর আমার ভিসা হল, কিন্তু কাদিয়ান-এ জলসায় যোগদানের সুযোগ হল না। মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেব বললেন, হুযূর (আই.) কাদিয়ান থেকে দিল্লি হয়ে লন্ডন যাবেন। তুমি যদি দিল্লি যাও তাহলে হুযূর (আই.)-এর সাথে দেখা করতে পারবে একথা শুনার পর যেদিন হুযূর (আই.) দিল্লি আসেন সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা দিল্লি পৌঁছি। আমি অন্য সবার সাথে হুযূর (আই.)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। হুযূর (আই.) রাত প্রায় নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার মধ্যে এসে পৌঁছালেন। হুযূর (আই.)-কে চোখের সামনে দেখার যে অনুভূতি তা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। হুযূর (আই.) যখন গাড়ি থেকে নামলেন তখন মনে হল একটা উজ্জ্বল আলো চোখে এসে পড়ছে। তখনই হুযূর (আই.) এর কয়েকটা ছবি তুললাম।

পরদিন ভোরে হুযূর (আই.) এর পিছনে তাহাজ্জুদ ও ফযরের নামায পড়লাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্থানীয় খোদ্দামরা আমাকে জিজ্ঞেস করলো হুযূর (আই.) যেখানে থাকেন সেখানে ডিউটি দিব কি না, আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম এবং সকাল ৮টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত দুই ঘন্টা হুযূর যে বাড়ীতে ছিলেন তার পিছনে ডিউটিতে ছিলাম যা আমার জীবনের মূল্যবান মুহূর্ত ছিল।

আমি যখন হুযূর (আই.) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সময় নিতে গেলাম।

তখন সেখানকার লোকজন আমার কাছ থেকে আহমদী জামা'তের লিখিত অনুমতি আছে কি না জানতে চাইল। কিন্তু তখন আমার হাতে কোন প্রকার চিঠি বা লিখিত কাগজ ছিল না। তখন সেখানে কাদিয়ানের শাহেদ আহমেদ নামে আমার এক ফুফাতো ভাই এর সাথে দেখা হল যিনি সদর মুরুব্বী। তিনি আমাকে জানালেন যে আমার এক ফুপা জনাব মুনির আহমদ খাদেম সাহেব, এখানে দায়িত্বে আছেন। তার কাছে গেলে তিনি আমার সাক্ষাতের সময় ঠিক করে দিবেন। আমি ফুফার কাছে গেলাম এবং তিনি আমাকে বাদ মাগরিব সাক্ষাতের সময় দিলেন।

এরপর শুরু হল অপেক্ষার পালা আমাদেরকে মসজিদের ভিতরে গোল হয়ে বসতে বলা হল। কিছুক্ষণ পর মনির আহমদ খাদেম সাহেব এসে বললেন, যে হুযূর আপনাদের সাথে মসজিদে দেখা করতে আসবেন। আলাদা করে কারো সাথে সাক্ষাত হবে না। তখন আমার মন একটু খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এর পরপরই তিনি আবার বললেন যে একজন একজন করে গিয়ে হুযূর এর সাথে সাক্ষাত করতে, যখন আমার সময় হল তখন কিছুটা ভয় লাগছিল।

হুযূর (আই.)-এর সাথে মাসুম আহমদ কোরাইশী

এরপর যখন হুযূর এর রুমে প্রবেশ করে সালাম দিলাম এবং হাত মিলালাম তখন হুযূর জিজ্ঞেস করলেন কোথা থেকে এসেছো? আমার নাম, বাবার নাম ও দাদার নাম জিজ্ঞেস করলেন। দাদার নাম শুনেই হুযূর চিনতে পারলেন এবং বললেন যে তোমার এক চাচা কাদিয়ানে থাকে নাম এনাম কোরাইশী। তারপর হুযূর (আই.)-এর সাথে ছবি তুললাম।

২০০৭ সালে দ্বিতীয় বার আমি হুযূর (আই.)-এর সাথে দেখা করার সৌভাগ্য লাভ করি। যখন এমটিএ থেকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সাথে ৪৮তম সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড যাই। উল্লেখ্য সেবারও আমি দেরীতে ভিসা পাওয়ায় জলসার প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারি নাই। পরের দুই দিন ২৮ ও ২৯ জুলাই তারিখে সুন্দর ভাবে জলসা করি। এরপর দিন অর্থাৎ ১ আগষ্ট বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সাথে হুযূরের অফিসিয়াল মুলাকাত ছিল। সেই মুলাকাতে খাকসার উপস্থিত ছিলাম।

প্রথমে হুযূরের সাথে জামাতীয় কিছু কথাবার্তা হয়। এরপর মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব হুযূর (আই.)-এর সাথে আমাদের সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে একজন একজন করে পরিচয়ের পর সবাই হুযূর (আই.)-এর সাথে হাত মিলানোর জন্য গেলাম, তখন হুযূর আমার

বাবার ও দাদার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং দাদার পরিচয় দেয়াতেই তিনি চিনতে পারলেন এবং বললেন আপনার তো এক চাচা সাঈদ কোরাইশী রাবওয়ায় থাকেন। তখন আমি বললাম–জী হুযূর, তার পর হুযূর সাবাইকে একটা করে আংটি পরিয়ে দেন।

যখন আমার হাতে আংটি পড়াচ্ছিলেন তখন আমার আঙ্গুলে লাগছিল না। ২/৩ টি আংটি হুযূর নিজে বদলানোর একটি আংটি আমার আঙ্গুলে লাগলো এবং তিনি বললেন যদি এটাও না লাগে তা হলে সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে নিতে। এরপর হুযূরের সাথে একটি গ্রুপ ছবি তোলা হল।

মাসুম আহমদ কোরাইশী

স্মৃতিচারণ-১২

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সাথে মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

২০০৫ সনে ডিসেম্বরে কাদিয়ানের সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আসছেন জেনে তাঁর সান্নিধ্য লাভের বাসনা নিয়ে স্বস্ত্রীক কাদিয়ানে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। জলসার পূর্বে ভিসা না পাওয়ায় অগত্যা হুযূর (আই.)-এর সাথে ঈদুল আযহার নামায পড়ার ইচ্ছা নিয়ে ৮ জানুয়ারী ২০০৬ বাস যোগে ঢাকা ত্যাগ করি। ঘন কুয়াসার জন্য সারারাত ফেরিতে অপেক্ষা করে পরদিন কলকাতায় পৌঁছি। কলকাতা থেকে অমৃতশর ট্রেনের জন্য ১ দিন পিছে পড়ি। সম্ভবতঃ ১১ জানুয়ারী ২০০৬ ঈদুল আযহিয়া ছিল। সকালে ট্রেন থেকে রেল লাইনের পাশের মুসলমান অধ্যুসিত মহল্লাগুলিতে ঈদের নামায ও পশু কুরবানির দৃশ্যগুলি চোখে পড়ে।

আমরা ১২ জানুয়ারী কাদিয়ানে পৌঁছি। এখানে আমাদেরকে কুরবানির মাংশ দিয়েই আপ্যায়ন করা হয়। এটা ছিল আমার প্রথম কাদিয়ান সফর। আমার স্ত্রী লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর থাকাকালে কাদিয়ান গিয়েছিলেন যার ফলে তিনিই ছিলেন গাইড। বয়আতের দশম শর্ত-পার্থিব সকল আত্মীয়ের সম্পর্কের তুলনায় ইমাম মাহদী (আ.)-এর সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ট হবে যার নজীর কাদিয়ান না গেলে বুঝা যায় না। কেননা কোন অপরিচিত জায়গায় গেলে একই পরিবারের কোন সদস্য পথ হারাবার ভয়ে একসাথে চলাফেরা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে বিভিন্ন দেশ ও জাতির পরিবারের সদস্যরা পরমানন্দে নিজের বাড়ীর মত যেখানে সেখানে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে কবির ভাষায়– এ যেন 'কোথাও আজ হারিয়ে যেতে নেই মানা'।

হুযূর (আই.)-এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য তালিকায় নাম দিয়ে রাখালেও আজ কাল করতে করতে অবশেষে ২ মিনিটের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের আহ্বান আসে। যুগ খলীফার সামনে যাব কিছু একটা তোহফা সাথে থাকা চাই। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে যেতে হওয়ায় তা হয়ে উঠেনি। তবে হুযূর (আই.) যখন দিল্লী বিমান বন্দরে অবতরণ করেন তাঁকে ফুলের তোরা দিয়ে বরণ করেন কাশ্মিরের আমীর সাহেব যার ছবি দিয়ে পাক্ষিক আহমদীর প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছিল এ অধমের ছাপাখানা থেকে। আমার স্ত্রী বললেন, এ পত্রিকাটিই সাথে নিতে। দু'জন কক্ষে ঢুকেই হুযূর (আই.) কে সালাম দিলাম। হুযূর কে পত্রিকাটি দেখাতেই বললেন, এ ছবি কার। আমি কি জবাব দিব অপলক দৃষ্টে শুধু হাসলাম। আমার স্ত্রী বললেন আমাদের ছাপাখানাতেই এটা মুদ্রিত হয়েছে। হুযূর তার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডেকে আমাদের ছবি নিতে বললেন। আমার পারিবারিক জীবনে এটা ছিল পরমসন্ধিক্ষণ।

১৫ বা ১৬ জানুয়ারি আমরা প্রস্থানের পথে অমৃতসর রেল স্টেশনে আসি। কাকতালীয়ভাবে হুযূর দিল্লী যাবার পথে অমৃতসর রেল স্টেশনে আসলে পাঞ্জাব রেলের বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ হুযূর (আই.)কে ভিআইপি মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানায়। সৌভাগ্য বশতঃ স্টেশনে তখন অনেক বাঙ্গালী আহমদীরা উপস্থিত ছিলাম।

২০০৫ সনে দিল্লী বিমান বন্দরে কাশ্মিরের আমীর হুযূর (আই.) কে ফুলের তোরা দিয়ে বরণ করছেন

এক পর্যায়ে দিল্লীর ট্রেন লাইনে দাড়ালে আমরা হুযূর ট্রেনে উঠার রাস্তার পাশ দিয়ে লম্বা লাইনে দাঁড়ালাম। হুযূর যখণ পাশ দিয়ে হেটে গাড়ীর নির্ধারিত কামরার দিকে এগুচ্ছেন আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাটছিলেন তখন হাত দিয়ে আমাদের বিদায় সম্বর্ধনার জবাব দিচ্ছিলেন এ যেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারনা হয়। হুযূর গাড়ীতে পা রাখতে নাড়া ধ্বনিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে নাখাল পাড়ার মরহুম চান মিয়ার ছেলে রফিক আহমদ হুযূর (আই.)-এর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি তাকে ডেকে নিয়ে পাগড়ি তোহফা দেন। উল্লেখ্য রফিক আহমেদ হুযূর (আই.)-এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় পাগড়ির জন্য আবেদন করেছিল। তখন আরেক বার নাড়া ধ্বনিত হতে থাকে। এর কিছুক্ষণ পরেই হুযূর (আই.)কে বহনকারী ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে ছেড়ে দিল আমরা অপলক দৃষ্টে হুযূরের কামরার দিকে তাকিয়ে থাকতেই ট্রেনটি অদৃশ্যে মিলিয়ে গেল।

হে পরম দয়াবান আল্লাহ্ আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত আমীরুল মুমিনীনকে সু-স্বাস্থ্য, কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান কর এবং আমাদেরকে পূর্ণ আনুগত্য করার সৌভাগ্য দান কর, আমীন।

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, তবলীগ

সাহেবযাদা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সংগ্রহঃ জামালউদ্দিন আহমদ সৌরভ

জন্ম ঃ রাবওয়াতে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব (রাহে.) এবং সাহেবযাদী নাসিরা বেগম (আল্লাহ্ তাকে দীর্ঘজীবি করুন) এর ঘরে ১৯৫০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৬৬ ঃ তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল, রাবওয়াহ থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন।

১৯৬৭ ঃ সাড়ে সতের বছর বয়সে তিনি ওসীয়্যতকারী হন। তাঁর ওসীয়্যত নম্বর ১৯০৮।

১৯৭০ ঃ তালিমুল ইসলাম কলেজ, রাবওয়া থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন এবং ১৯৭৬ সালে ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান থেকে কৃষি অর্থনীতিতে এম.এসসি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৭ ঃ হযরত সৈয়দ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ্ সাহেব এবং হযরত সাহেবযাদী আমাতুল হাকিম বেগম সাহেবার কন্যা আমাতুস সুবুহ বেগম সাহেবার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৭৬-১৯৭৭ ঃ খোদ্দামুল আহমদীয়া'র মোহতামীম সেহতে জিসমানী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আগস্ট ১৯৭৭ ঃ আহমদীয়াতের জন্য জিন্দেগী ওয়াক্ফ করেন এবং নুসরাত জাঁহা স্কীমের অধীনে ঘানা গমন করেন।

১৯৭৭-১৯৮৫ ঃ এই আট বছরের মধ্যে, দুই বছর তিনি আহমদীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সালাগা এর প্রিন্সিপাল, এবং চার বছর আহমদীয়া স্কুল, ইসাকীর এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীতে উত্তর টিমালিতে আহমদীয়া কৃষি খামার এর ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে তিনি প্রায় তিন বছর অবস্থান করেন। টিমালী এর ৪০ কি. মি. দূরবর্তী গ্রাম ডিপেল এর আহমদীয়া কৃষি খামারেরও তিনি দেখাশুনা করেন। খামারটি ২৫০ একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। বেশীরভাগ জমিতে হযরত সাহেবযাদা সাহেব ধান এবং অন্যান্য শস্য করেন, এবং চার একর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে গম চাষ শুরু করেন এবং সফল হন। পূর্বে ঘানার লোকজনের ধারণা ছিল ঘানার মাটি গম চাষের উপযোগী নয়। এই প্রথমবারের মত সে দেশে তিনি সফলভাবে গম উৎপন্ন করেন। ঘানার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে এই শস্যের কিছু নমুনা প্রদর্শিত হয় এবং ঘানার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে এর উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে মত বিনিময় হয়।

টি আই আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুল সালাগাতে (ঘানা) ছাত্র ও স্টাফদের সাথে চেয়ারে উপবিষ্ট হুযূর (আই.) [বামদিক থেকে অষ্টম]

১৯৮৫ ঃ তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

১৯৮৫ ঃ খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযীয়াতে মোহতামীম তাজনীদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১লা মার্চ ১৯৮৫ ঃ ওসীয়্যত দপ্তরের নায়েব উকিল-উল-মা'ল সানি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৯৪ সনের ১৯শে জুন পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন।

১লা নভেম্বর ১৯৮৫–অক্টোবর ১৯৮৯ ঃ মোহতামীম মজলিস বেরুন খোদ্দামুল আহমদীয়া, হিসেবে কাজ করেন।

১৯৮৮-১৯৯৫ ঃ কাযা বোর্ড এর সদস্য ছিলেন।

নভেম্বর ১৯৮৯ ঃ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এর নায়েব সদর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

১৯শে জুন, ১৯৯৪ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, পাকিস্তান এর নাযির তালীম হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

১৯৯৪-১৯৯৭ ঃ নাসের ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। এই সময়ে তিনি

সদর, তাযঈন কমিটি, রাবওয়াহ্ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গুলশানে আহমদ নার্সারী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেন এবং এর দেখভাল করেন।

১লা জানুয়ারী ১৯৯৫ ঃ মজলিস আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তান এর কায়েদ যেহানাত ও সেহেতে জিসমানী নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

১০ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে নাযেরে আ'লা এবং আমীর মুকামী হিসেবে নিয়োগ দেন। এই সময়ে তিনি নাযের যিয়াফত এবং নাযির যিরা'ত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

আগষ্ট ১৯৯৮ ঃ সদর মজলিস কারপরদায নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

আগষ্ট ১৯৯৮ ঃ জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াহ সংলগ্ন গুলশানে আহমদ নার্সারীর উদ্বোধন করেন।

৩০শে এপ্রিল ১৯৯৯ ঃ জামা'তের বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় কারাবরণ করেন। ১০ই মে ১৯৯৯ কারামুক্ত হন।

১লা সেপ্টেম্বর ২০০২ ঃ জামেয়া আহমদীয়া, জুনিয়র শাখার উদ্বোধন করেন।

এপ্রিল ২০০৩ ঃ সিন্ধু প্রদেশ সফর করেন।

রাবওয়া-এর নাম বদল! হীন এক প্রচেস্টা

নাযেরে আ'লা, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া এবং আমীর মুকামী সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব তাঁর তিন সঙ্গীসহ গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারকৃত অন্য আহমদীরা হলেন, কর্নেল আইয়াজ মাহমুদ আহমদ খান সাহেব, সদর, লোকাল আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবওয়া, মুহাম্মদ আকবর সাহেব, ইনচার্জ, জরুরী বিভাগ, দফতর সদর উমুমী এবং মুহাম্মদ হুসেইন সাহেব, সদর, নাসিরাবাদ জামা'ত। আহমদীয়াত এর বিরুদ্ধবাদীদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল যে তারা রাবওয়া'র নাম পরিবর্তন করবে। এর পেছনে একমাত্র কারণ ছিল যে এই নামটি পবিত্র কুরআনে আছে। পাঞ্জাবের প্রাদেশিক আইন সভায় এ সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, উপস্থিত সদস্যদের মাঝে তেমন কোন বিতর্ক ছাড়াই এটি অনুমোদিত হয়। সরকার তখন আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত এ বিষয়টি নোটিশ আকারে জারি করে এবং রাবওয়া'র নাম পরিবর্তন করে 'নয়া কাদিয়ান' রাখে। বিরুদ্ধবাদীরা সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করতে থাকে যে নতুন নামটির সাথে 'কাদিয়ান' নামের তেমন কোন পার্থক্য নেই এবং এটা আহমদীদের মোটেই ব্যথিত করছে না। এতে করে, আরেকটি খসড়া প্রস্তাব আইন সভায় উত্থাপন করা হয়। যেখানে 'নয়া কাদিয়ান' নামের বদলে 'চেনাব নগর' প্রস্তাবিত হয়। জামা'তের পক্ষ হতে তাদের প্রিয় শহরটির নাম দ্বিতীয়বার পরিবর্তন করার পর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়নি। বিরুদ্ধবাদীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য নতুন পন্থা অবলম্বন করে। তারা আইন সভার গুরুত্বপূর্ণ কিছু সদস্য যেমন জনাব শওকত দাউদ, পাঞ্জাবের অর্থ মন্ত্রী, জনাব হাসান আখতার মুয়াক্কিল, পাঞ্জাব আইনসভার ডেপুটি স্পিকার জনাব সাঈদ মানহেইস, পাঞ্জাব আইনসভার বিরোধী দলীয় নেতা এবং এমন আরো কিছু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দ্বারা বিষয়টি অনুমোদন করিয়ে নেয় যে, রাবওয়া'র গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নতুন নাম সম্বলিত নামফলক স্থাপন করতে হবে। অর্থ মন্ত্রী এবং ডেপুটি স্পিকার উভয়ের অপারগতায় জনাব সাঈদ মানহেইস নতুন নাম সম্বলিত ফলকগুলো উন্মোচন করেন। জনাব মঞ্জুর চিনিয়টি, যিনি চিনিয়ট শহরের একজন মোল্লা এবং প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য এ অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এবং সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সমস্ত আয়োজনও রাবওয়া'র শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের মধ্যে কোন ধরনের অশান্তি বা হট্টগোল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। রাবওয়াবাসীদের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন অবনতি হয়নি যা তৈরী করাই ছিল বিরুদ্ধবাদীদের মূল লক্ষ্য। এর কিছু দিন পর এক ব্যক্তি যার নিজের চরিত্র তেমন প্রশংসনীয় নয় এবং জামা'তের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে সব সময় উন্মুখ, স্থানীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়াহ'র নামে বিধি ১৬ এমপিও এর অধীনে মিথ্যা এফআইআর (FIR) লিপিবদ্ধ করায় এই অজুহাতে যে, জামা'ত রাবওয়া'র বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত নামফলক গুলো হতে 'চেনাব নগর' নামটি মুছে ফেলেছে। পরদিন ১১ই মার্চ, জনাব ইলিয়াস চিনিয়টী (জনাব মঞ্জুর চিনিয়টির ছেলে) নাযেরে আ'লা, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া এর বিরুদ্ধে রাবওয়াহ থানায় আরেকটি FIR লিপিবদ্ধ করে। এতে অভিযোগ আনে যে, রাবওয়া বাস স্টপেজ স্থাপিত নতুন নামফলকটি কালি দ্বারা লেপটেদেয় হয়েছে যেখানে কুরআনের একটি আয়াতও ছিল। FIR এ কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি; তবুও একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং নাযেরে আ'লা, স্থানীয় আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবওয়া'র আমীর এবং আরো দু'জন লোকের নামে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হয়। লাহোর হাইকোর্টে জামিনের জন্য আপিল আবেদন করা হয়। হাইকোর্ট এটি ঝং জেলার দেওয়ানি আদালতে পাঠিয়ে দেয়, পরে এটি অতিরিক্ত দেওয়ানি বিচারক, চিনিয়ট এর কাছে যায়। তিনি ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯ জামিন আবেদন বাতিল করেন এবং হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব, কর্নেল (অব.) আয়াজ মাহমুদ খান সাহেব, আমীর স্থানীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া, মুহাম্মদ আকবার সাহেব, আঞ্জুমানের একজন কর্মচারী এবং মুহাম্মদ হুসেইন সাহেব, প্রেসিডেন্ট, নাসিরাবাদ ব্লক, রাবওয়া'কে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। খবরটি বিবিসি রেডিওতে রাত ৮টা এবং ১০.৩০ টায় প্রচারিত হয়।

১১ দিন কারাগারে থাকার পর ১০ই মে, ১৯৯৯ হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব রাবওয়া আসেন এবং অন্যরা পরদিন অর্থাৎ ১১ই মে ছাড়া পান।

যখন সাহেবযাদা সাহেব 'দারুয যিয়াফাত'-এ পৌঁছেন রাবওয়া'র লোকজন তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

খিলাফত নির্বাচনের জন্য লন্ডন গমন

আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যে যাওয়ার কিছুদিন পূর্বেও মনে হচ্ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন। মৃত্যুর আগের দিন সাবলীলভাবে তিনি উর্দূ ক্লাস নিয়েছিলেন। তাঁকে খুবই খুশি, উৎফুল্ল এবং প্রাণবন্ত মনে হচ্ছিল। এটি এমন একটি দৃশ্য যা সারা বিশ্বে জামা'তের সদস্যদের জন্য স্বস্তি ও আনন্দদায়ক ছিল। তাঁর সুস্বাস্থ্যে প্রত্যাবর্তন জামা'তের সদস্যদের উৎকণ্ঠা দূর করে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, ১৯শে এপ্রিল, ২০০৩ শনিবার, সকাল ৯-৩০ মিনিটে তাঁর আত্মা এই পৃথিবী ত্যাগ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কিছু সময় পরে এই সংবাদটি রাবওয়াতে আমীর মুকামী এবং নাযেরে আ'লা হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে দেয়া হয়। তিনি তখন মাত্র ঘরে ঢুকেছিলেন লন্ডন হতে টেলিফোনে সংবাদটি যখন তিনি পান। তৎক্ষণাৎ তিনি 'উল্ইয়া কমিটি' এর একটি সভা ডাকেন, যা সদর আঞ্জুমান এর 'সারায়ে মুহাব্বত' ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সাহেবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব, সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব, চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব, নওয়াব মনসুর আহমদ খান সাহেব, মালিক মাসুদ আহমদ খালিদ সাহেব, মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব এবং আরো কয়েকজন দ্রুত গেস্ট হাউসে আসেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব দুঃখের সাথে হুযূর (রাহে.) এর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। সকলেই তীব্র শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। নীরবতা তাদের আচ্ছন্ন করে। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব সারা বিশ্বের সব জামা'তে এ সংবাদটি জানাতে নির্দেশ দেন। তিনি একটি ঘোষণা প্রস্তুত করতে এবং যত দ্রুত সম্ভব তা লন্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেন যেন এমটিএ তে তা প্রচার করা হয়। সেই সাথে তিনি খিলাফতের নির্বাচন সংশ্লিত তথ্যসমূহ এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত কার্যবিধি চেয়ে পাঠান। তিনি নাযারাত উমুরে আমাকে তৎক্ষণাৎ ইলেক্টোরাল কলেজের সকল সদস্যকে হুযূর (রাহে.) মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাতে এবং পাসপোর্ট ও ভিসা প্রস্তুত সাপেক্ষে লন্ডন যাওয়ার জন্য বলে দিতে নির্দেশ দেন,। সেই সাথে ওকালাত তবশির, তাহরীকে জাদীদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর তিনি মুশতারকা ইজলাস আহ্বান করেন। মুশতারাকা ইজলাস (সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়ার সমন্বিত সভা) সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় শুরু হয়। সভায় ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্যদের নাম পড়ে শুনানো হয়। সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া এবং তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া এর বয়োজেষ্ঠ্য নাযের/ উকিলদের নামও পাঠ করা হয় যেন সবচেয়ে বয়োজেষ্ঠ্য জন ইলেক্টোরাল কলেজের সভায় সভাপতিত্ব করতে পারেন। চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব সবচেয়ে বয়োজেষ্ঠ্য ছিলেন, তবে

সাথী আসীরানে রাহে মাওলা এবং মির্যা আব্দুল হক্ব সাহেবের সাথে হুযূর (আই.)

স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ডাক্তার তাঁর স্বাস্থ্য ভ্রমণের উপযোগী নয় বলে জানান। শেখ মেহবুব আলম খালিদ সাহেবও অসুস্থ্যতার জন্য ভ্রমণ করতে অসমর্থ ছিলেন। তাদের পর চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব, উকিল আ'লা এবং প্রেসিডেন্ট মজলিস তাহরীকে জাদিদ, সকল নাযের এবং উকিল এর মধ্যে বয়োজেষ্ঠ্য। এরপর ইলেক্টোরাল কলেজের সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হলো তারা যেন তাদের পাসপোর্ট এবং অন্যান্য ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ওকালত তবশির এর নিকট জমা দেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব জামা'তের উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি একই সাথে লন্ডনে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর নজর রাখছিলেন এবং তত্ত্বাবধান করছিলেন। এরপর তিনি ইলেক্টোরাল কলেজের সেই সব সদস্যের নাম ঘোষণা করেন যারা পাকিস্তানে অবস্থান করবেন এবং পাকিস্তান জামা'তের তত্ত্বাবধান করবেন। ভারপ্রাপ্ত নাযেরে আ'লা হিসেবে মালিক খালিদ মাসুদ সাহেবকে মনোনীত করা হয়।

ওকালত তবশির সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমান

আহমদীয়া এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়ার ইলেক্টারাল কলেজের সদস্যদের লন্ডন যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্রতিনিধি দলের সদস্যদের রাত ১০টার পূর্বে সারায়ে ফয্‌লে উমর (গেষ্ট হাউজ)-এ পৌঁছাতে বলা হয়। রাত ১০ টায় ১৪ জন সদস্যের প্রথম দলটি সারায়ে ফয্‌লে উমর থেকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রার সময় হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব দোয়া করান। সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ

১. হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব, নাযেরে আলা
২. চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব, উকিলে আ'লা
৩. সাহেবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব, নাযের উমুরে খারিজা
৪. সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব, নাযের দিওয়ান
৫. সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব, নাযের খিদমতে দরবেশান
৬. নওয়াব মনসুর আহমদ খান সাহেব, উকিলুত তবশির
৭. চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেব, উকিলুত তাস্‌নীফ
৮. চৌধুরী মুবারক মুসলেহ্ উদ্দিন সাহেব, উকিলুত তালীম
৯. সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব, প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া
১০. সাহেবযাদা মির্যা আনাস আহমদ সাহেব, উকিলুল ইশাআ'ত
১১. সৈয়দ খালিদ আহমদ শাহ সাহেব, নাযের মাল (খরচ)
১২. হাফিজ মোজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব, নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ্
১৩. সৈয়দ তাহির আহমদ সাহেব, নাযের তালীম
১৪. মির্যা ফযল আহমদ সাহেব, উকিলুল মাল সানি

দোয়ার পর প্রায় ১০.২০ মিনিটে প্রতিনিধি দল রাবওয়া ত্যাগ করে। রাত ২ টায় তারা লাহোর পৌঁছান। লাহোর জামা'তের কতিপয় সদস্য বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতায় সাহায্য করেন। সকাল ৬ টায় গাল্‌ফ্ এয়ার এর বিমান উড্ডয়ন করে এবং স্থানীয় সময় ১০.৩০ মিনিটে আবুধাবি বিমানবন্দরে পৌঁছে। সেখান চার ঘন্টার যাত্রা বিরতির পর লন্ডনের উদ্দেশ্যে এটি পুণরায় যাত্রা শুরু করে এবং বিকাল ৪.৩০ মিনিটে হিথ্রো বিমানবন্দর পৌঁছায়। যুক্তরাজ্য জামা'তের আমীর সাহেব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দল মসজিদ ফযল-এ পৌঁছায় যেখানে সকল সদস্যের জন্য তাদের প্রয়াত ইমামকে এক নজর দেখার ব্যবস্থা করা হয়ে ছিল। প্রতিনিধি দল যখন মসজিদে ফজল-এ পৌছায় তখন বৃষ্টি হচ্ছিল।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব, সাহেবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব, সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব এবং চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব ৬৫ নং গেস্ট হাউসে অবস্থান করেন। অন্যরা ৫৩ ও ৩৯ নং গেস্ট হাউসে অবস্থান করেন। মাগরিব ও ইশার নামাজ জমা আদায়ের পর সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব তিন আঞ্জুমান এর সমন্বিত একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় আঞ্জুমানের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এতে খিলাফতে রাবেয়া'র নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরপর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর জানাযার তারিখ, পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের তারিখ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় চূড়ান্ত করা হয়। সারা বিশ্বের বিভিন্ন জামা'ত হতে আগত প্রতিনিধি ও সদস্যদের থাকা, খাওয়া ও যাতায়াতের ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা হয়। ইলেক্টোরাল কলেজের সেক্রেটারী মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সদস্যদের একটি সভা আহ্বান করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্যদের লন্ডন পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া হবে। পরের তিন দিনে অর্থাৎ ১৯-২২শে এপ্রিলের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে অনেক সংখ্যক সদস্য লন্ডন পৌঁছে যান। ২২শে এপ্রিল মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করার পর, মসজিদে ফযল-এ চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব, উকিলে আ'লা, তাহরীকে জাদীদ এর সভাপতিত্বে ইলেক্টোরাল কলেজ এর সভা শুরু হয়। এ উপলক্ষে বিশাল সংখ্যক আহমদী যারা সমবেত হচ্ছিল তাদের মসজিদে ফযল হতে কিছুটা দূরে অবস্থান করতে বলা হয়। এতে সর্বাধিক সংখ্যক লোক এই ঐশী সভার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়। মসজিদের আশেপাশের রাস্তা ঈমানদার ব্যক্তিদের অবস্থানের ফলে বন্ধ হয়ে যায়। লন্ডনের কাউন্সিল সাধারণ জনগণের জন্য উক্ত রাস্তা ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্যরা লাইন ধরে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তির নিকট তাদের কার্ড জমা দেন। প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী চেয়ারে উপবিষ্ট হন এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত হয়ে মেঝেতে আসন গ্রহণ করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এরপর সেক্রেটারী সাহেব নির্বাচনের নিয়মকানুন উর্দু এবং ইংরেজীতে পড়ে শোনান। সদস্যরা পরবর্তী খলীফা হিসেবে নাম প্রস্তাব করেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস হিসেবে নির্বাচিত হন। ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্যরা তৎক্ষণাৎ তাঁর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আতের পর, সেক্রেটারী সাহেব এমটিএ-তে ঘোষণা দেন যে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব (আই.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। ঘোষণার কিছুক্ষণ পর, প্রায় এগার হাজার আহমদী, যারা মসজিদে ফজল এর আশেপাশে অবস্থান করছিলেন, তারাও তাঁর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণ করে।

পরদিন, ২৩ এপ্রিল, হুযূর (আই.) একটি বক্তব্য দেন। এরপর বয়আত গ্রহণ করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর জানাযার নামায আদায় করেন।

তথ্যসূত্রঃ স্মরণিকা খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলি সংখ্যা, তাহরিকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া।

আহমদীয়া খিলাফত

অশান্ত-অস্থির পৃথিবীর মুক্তির দিশারী

ভাষান্তরঃ মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্

[আহমদীয়া খিলাফতের শত বার্ষিকী জুবিলী উৎসব উদযাপনের ধারাবাহিকতায় কানাডার অন্টারিও রাজ্যের মারখাম নগরস্থ হিলটন কনফারেন্স সেন্টার-এ ২৫ জুন ২০০৮ এক নৈশ ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্টারিও রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী Hon. Dalton McGuinty, কানাডার কেন্দ্রীয় সরকারের Multiculturalism & Canadian Identity বিষয়ক সেক্রেটারী অব ষ্টেট Hon. Jason Kenny সহ বহু গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই ভোজ সভায় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। নিম্নে তা পত্রস্থ হলো]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
(পরম করুণাময় ও বার বার কৃপাকারী আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি)
সম্মানিত ভদ্র মহোদয় ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু
আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বহু কষ্ট স্বীকার করে এ অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের আমি সর্বাগ্রে ধন্যবাদ জানাই।

সাপ্তাহিক কর্মদিবসের এ দিনে এখানে এসে আমাদের এ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া আপনাদের জন্য বেশ কষ্টকর হয়েছে তা আমি জানি। এতে প্রমান হয় আপনারা মানবতার সেবায় বিশেষভাবে উজ্জীবিত এবং উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অতএব, এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্যই আমার দায়িত্ব।

এ অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার জলসা উপলক্ষে আমি এর পূর্বেও দু'বার এখানে এসেছি। তখন আপনাদের কারো কারো সাথে আমার সাক্ষাৎও হয়েছে। যা হোক, আজ যে অনুষ্ঠান উদযাপিত হচ্ছে ইতোপূর্বে তা কখনো হয়নি। সুধীবৃন্দ যাদেরকে সম্বোধন করে আজ আমি সরাসরি বক্তব্য রাখছি, তারা জামা'তের প্রতি সহমর্মিতা রাখেন বা জামা'তের সদস্যদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সাহচর্য রয়েছে। এছাড়াও আজকের এ অনুষ্ঠানে এমন গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দও রয়েছেন যাদের সাথে জামা'তের পূর্বে কোন পরিচয় ঘটেনি। সকলের জ্ঞাতার্থে বলছি, এই জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার ইন্তেকালের পর ১৯০৮ সালে আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই শতবার্ষিকী উদযাপন করতে কানাডা জামা'তের এই আয়োজন।

ইসলাম তথা আহমদীয়াত ও খিলাফত

স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নাম খিলাফত, আর এরই কারণে আমরা খিলাফত শত বার্ষিকী উদযাপন করছি। আপনাদের মাঝে এমন অনেকে আছেন জামা'তের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, আহমদীয়াত সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। এরা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবির্ভূত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সদস্য। এরা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ মান্যকারী এক জামা'ত।

হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশন

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়া নির্ধারিত। তিনি মুসলমান এবং অ-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে প্রকৃত স্রষ্টা সম্পর্কে সতর্ক করে তাদের মাঝে এমন পবিত্র পরিবর্তন সাধন করবেন যে, তারা তাদের প্রকৃত স্রষ্টার সমীপে সেজদাবনত হয়ে থাকবে।

কালের পরিক্রমায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা অনুধাবনে সুনির্দিষ্ট দূর্বলতা ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, যা নিরসন করা জরুরী।

আবার পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও নীতিমালার বিরুদ্ধে আপত্তিকর চক্রান্তের যে জট পাকানো হচ্ছে তা থেকেও একে (ইসলাম) রক্ষা করা আবশ্যক।

স্রষ্টার প্রতি বিশ্বস্ততা আর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা

সামগ্রিকভাবে মানবজাতির অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করা প্রয়োজন। প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব আর শান্তি ও সম্প্রীতির এক পরিমন্ডল বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। অন্য কথায় মহান আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিশ্বস্ততার হক আদায়ে এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ

আচরণের মাধ্যমে এ বিশ্ব এক স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হতে পারে।

আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে যারা ততটা অবহিত নন এবং ইসলামের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে যারা এর নির্মূল হওয়ার বাসনা অন্তরে পুষছেন তাদের ভুল ধারণা দূর করতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সংক্ষিপ্ত এই পরিচিতি ও বিশ্লেষণটুকু তুলে ধরা হলো।

কতিপয় মুসলমানের ইসলামকে ভুল ভাবে উপস্থাপন

ইসলামের নাম নিলে অবশ্য এ যুগে ভয় ভীতিকর এক চিত্র ফুটে ওঠে। ভীতশঙ্কিত হয়ে পড়ে যারা, এ দোষ তাদের নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকথিত কিছু ইসলামী দল এবং তাদের সহযোগী অন্যান্যরা ইসলামকে এমন ভাবে কালিমাযুক্ত করেছে যে, এটা যেন বর্বর ও চরমপন্থী, বিদ্রোহী ও বিদ্বেষপরায়ণ মারমূখী এক ধর্ম। ইসলামের নাম শুনলেই তরবারীর ঝন-ঝনানী, বোমাবাজি আর আত্মঘাতী হামলার এক ছাপ সাধারণভাবে লোকদের মানসপটে ভেসে ওঠে।

ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই

জোর জবরদস্তি কোনক্রমেই নয়-এটা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর ওপর ন্যস্ত। তাঁর খিলাফত সেই কাজটিই সম্পন্ন করবে-তবে বল প্রয়োগে নয় বরং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমে। বল প্রয়োগ করলে অন্যের অধিকার যেমন দেয়া যায় না তেমনি আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভও এর দ্বারা সম্ভব নয়। ধর্মে বল প্রয়োগ না করতে পবিত্র কুরআন সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। যেমন সূরা বাকারার ২৫৭ নং আয়াতে রয়েছে,

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই।

সৌহার্দ্যপূর্ণ এই শিক্ষা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, ধর্ম বিশ্বাসের বিস্তার ঘটাতে তরবারী ধারণ করো না। বিশ্বাসীদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসের অনুপম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করা উচিত, যাতে তাদের অনুকরণীয় উত্তম আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে অন্যেরাও তা গ্রহণ করে নেয়।

মহানবী (সা.) যুদ্ধ কেন করেছিলেন?

কোনক্রমেই এ ধারনা মনে ঠাঁই দেবেন না যে ইসলাম প্রচারে তরবারী প্রয়োগের নির্দেশ রয়েছে, ধর্ম বিশ্বাসের বিস্তার ঘটাতে নিশ্চিত ভাবেই তরবারী ব্যবহৃত হয়নি। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছিল। ঈমানের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে অবশ্যই তরবারী কখনও ব্যবহৃত হয়নি। কারণ ঈমানী বিষয়গুলো তো মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মের টানে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়। মক্কার প্রথম তের বছর মুসলমানদেরকে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। এমনকি মদীনায় হিজরত করার পরও শত্রুরা তাদের ওপর চড়াও হলে সম্পূর্ণ অসজ্জিত অবস্থায় থেকেও তাদেরকে ফিরিতি যুদ্ধ করতে হয়েছে। চাপ প্রয়োগে মুসলমান হয়ে থাকলে কেউ কী এমন কুরবানী করতে পারে? তাহলে তো উচিত ছিল এমন–

যে ব্যক্তি চাপে পরে মুসলমান হয়েছে, ইসলাম আক্রান্ত হলে সে মহা আনন্দিত হবে, সে ভাববে ভালই হয়েছে তাকে উদ্ধারের জন্য কেউ না কেউ এসে গেছে। তাদের কুরবানী যেহেতু সাক্ষ্য দিচ্ছে যারা মুসলমান হয়েছে সর্বান্তকরনেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই এমন অবস্থায় কেউ যুদ্ধ করলে তা এক বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যই করে থাকবে।

এবারে সেই উদ্দেশ্যসমূহ কী?

'ইসলাম' অর্থ যদি শান্তি-ই হবে তবে মুসলমানরা যুদ্ধ করেছে কেন?

প্রথম উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা করা। শত্রুরা সর্বদা উত্যক্ত করেছে, করেছে আগ্রাসী আক্রমণ, ফলে মুসলমানরা আত্মরক্ষা করতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল– নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে যখন পরিকল্পিতভাবে অবলীলায় হত্যা করা হচ্ছিল তখন অহেতুক এই রক্তপাত ঠেকাতে, নির্মম নিষ্ঠুরতার শাস্তি দিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা যেমন ছিল আরবদের প্রথাসিদ্ধ, তেমনি শান্তি বজায় রাখতে এর অবশ্য প্রয়োজনও ছিল–এবং অপরিহার্য সেই অবস্থায় যুদ্ধ করা আজও সর্বত্র স্বীকৃত।

তৃতীয়ত, যুদ্ধ করা হলে তা করা হবে বিরোধীদের দুর্বল করতে কেননা তারা একত্রিত হচ্ছে মুসলমানদের নির্মূল করতে, শুধু এ কারণে যে তারা এক আল্লাহর ইবাদত করে। এ অবস্থাতে যুদ্ধ করা না হলে কাফিররা একজন মুসলমানকেও বাঁচতে দিবে না। মহান আল্লাহ্ তাআলা যথার্থই বলেছেন ঠেকানো না হলে তারা মঠ, মন্দির, গির্জা, সিনেগগ এবং মসজিদগুলোকে ধূলিস্যাৎ করবে আর নির্মম নিষ্ঠুরতা ক্রমেই বেড়ে চলবে।

মুসলমানের সংখ্যা বাড়াতে যুদ্ধের প্রয়োজন কখনও ছিল না

ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করছে যে, মুসলমানরা কোন যুদ্ধে জড়িয়ে গেলেও কোন একজনকে মুসলমান হতে কখনও বাধ্য করা হয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইবাদতের স্বাধীনতা আছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) সুনির্দিষ্ট করে বলে দিতেন যে, "বয়োবৃদ্ধদের, নারীদের এবং শিশুদের অনিষ্ট করবে না, আর উপসনালয়ের ক্ষতি সাধন করবে না।" এমনকি বৃক্ষরাজি পর্যন্ত কর্তন করতে তিনি (সা.) নিষেধ করেছেন।

মুসলমান দেশগুলোতে খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যাতে তাদের অধিকার সঠিকভাবে ভোগ করতে পারে সেজন্য অমুসলমানদের থেকে 'জিজিয়া'– 'নিরাপত্তা ঝুঁকি কর' নেয়া হতো আর কারও যদি তা দেয়ার সামর্থ না থাকতো তবে তা আদায় করা থেকে তাকে অব্যাহতিও দেয়া হতো।

মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর যুগে অজ্ঞাত এক খুনীর হাতে ইহুদী এক ব্যক্তি নিহত হলে হযরত ওমর (রা.) খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি (রা.) সবাইকে মসজিদে নববীতে ডেকে একত্রিত করলেন এবং খোদাভীতির

কথা স্মরণ করিয়ে খুনীর ব্যাপারে অনুসন্ধান করলেন।

এতে উপস্থিত মুসলমানদের একজন সেই হত্যাকান্ডের দায় নিজেই স্বীকার করে নিল। অবশেষে সেই ইহুদী পরিবারের সম্মতিতে খুনের মুক্তিপণ আদায় করে সেই খুনী অব্যাহতি পায়।

ইসলামে মুসলমান ও অমুসলমানের সম-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে

আমি গুটি কয়েক ঘটনা মাত্র বর্ণনা করলাম আর এগুলো প্রমাণিত সাক্ষ্য বিশেষ যে, ইসলাম শত্রুদের সাথেও দয়ার্দ্র আচরণ করে, তা শান্তিকালীন সময়েই হোক বা যুদ্ধাবস্থায়-ই হোক। সর্বাবস্থায় ইসলাম অমুসলমানদের অধিকার মর্যাদার সাথে সংরক্ষণ করে।

ইসলামে বল প্রয়োগ করা হলে, মহানবী (সা.) বা তাঁর (সা.) খলীফাগণের যুগে সংঘটিত এমন দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যেতো না।

আহমদীয়া ইসলামের শিক্ষা হলো– ভালবাসার শিক্ষা শান্তিদানের শিক্ষা

ইসলাম একটি সন্ত্রাসী ধর্ম–এ অপবাদ নিরসণ করতেই এ ইতিহাস তুলে ধরা হলো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহান এসব শিক্ষা কার্যকর করতে আর তা ছড়িয়ে দিতে অবিরাম প্রচেষ্টারত থাকতে আমাদের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দান করেছেন। বর্ণিত উদ্ধৃতিসমূহ যা আমি এইমাত্র পাঠ করেছি সেই ইসলামই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মান্য করে, যা হলো প্রেম-প্রীতি ভালবাসা ও সৌহার্দ্য সম্প্রীতির ইসলাম, শান্তি ও নিরাপত্তা দানের প্রত্যয়ী বাণীতে সমৃদ্ধ ইসলাম।

আমি এখন পবিত্র কুরআন থেকে কয়েকটি নির্দেশনা উপস্থাপন করছি যা সমাজে নির্বিঘ্ন শান্তি বিরাজমান রাখার পথ নির্দেশ দেয়।

ইসলাম একটি যুদ্ধংদেহী ধর্ম এটি অপবাদ ও সর্বৈব মিথ্যা। বাস্তবতা হলো, কী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি দিলেন? আসুন আমরা দেখে নিই। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩١﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সব লোকের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে সীমালঙ্ঘন করো না, সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ্ পসন্দ করেন না।

বিদ্বেষ ছড়ানো ও আক্রমণের অধিকার ইসলামে নেই

চড়াও হওয়া বা আক্রমণ করার অধিকার ইসলামে নেই। ইসলামের বাস্তব শিক্ষা হলো, কেবল আক্রান্ত হলেই তুমি যুদ্ধ করতে পার। অধিকন্তু এখানে এ নির্দেশও রয়েছে যে আক্রমণকারী বা আগ্রাসী হয়ো না, চুক্তি ভঙ্গকারী হয়ো না।

আগ্রাসন বলতে কী বুঝায়?

সে যুগে ইসলাম বিরোধীরা পরাজিত সৈন্যদের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে বিকৃত করতো, যা সমরনীতির পরিপন্থী জিঘাংসা মূলক অত্যন্ত গর্হিত এক কর্ম। ইসলামে এটি নিষিদ্ধ। শিশু ও নারীদের হত্যা করাও নিষিদ্ধ। ধর্মীয় নেতাদের, পাদ্রী-পুরোহিত, রাব্বী প্রমুখদের তাদের উপসনালয়ে হত্যা করা সম্পূর্ণ অবৈধ। অন্য কথায় যুদ্ধ কেবলমাত্র সমরক্ষেত্রেই সংঘটিত হতে পারে। অথবা অন্য কোন বিকল্প খুঁজে না পেয়ে যদি শহর বা নগরে যুদ্ধ করতে বাধ্যও হতে হয় তবুও কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা যেতে পারে যারা বিরোধিতায় আগ বাড়িয়ে অস্ত্র ধারণ করে আক্রমণ চালিয়েছে।

আত্মঘাতী বোমা হামলা ইসলাম সমর্থিত বা অনুমোদিত নয়

আমরা আজ এটাই দেখছি যে সুন্দর সাবলীল ও সুসংহত এই সব ইসলামী শিক্ষার ওপর কোন দলই আমল করছে না। আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা শিশু-নারী বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করছে, অপরদিকে আগ্রাসী বাহিনী, শহর নগর বন্দরে বোমা বর্ষণ করছে, গুলি চালাচ্ছে করছে অতর্কিত আক্রমণ। তারা নগরগুলোতে ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়ে নগর অবকাঠামো সমূলে বিনাশ করছে, এতে নাগরিক অধিকারের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকছে না।

পারমাণবিক বোমার দানবীয় আতঙ্ক

প্রতিটি বৃহৎ শক্তিই এখন পারমাণবিক বিপুল অস্ত্র সম্ভারের অধিকারী, এমনকী দরিদ্র দেশগুলো পর্যন্ত অস্ত্রসম্ভার মজুত করণের এই দৌড়ে শামিল হচ্ছে। মানবজাতি একেবারে ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গেছে। পবিত্র কুরআন যেখানে আমাদের নিরপরাধ নিরীহদের কোন ক্ষতি না করার শিক্ষা দেয় সেখানে পারমাণবিক বোমার বিষ্ফোরণ তাৎক্ষণিকভাবে জান-মালের বিপুল ক্ষতি সাধন করা ছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধীতা ঘটায়, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে বেড়াতে হয়। সুতরাং এটা তো হত্যা করার চেয়েও জঘন্যতর অপরাধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হওয়ার পর মানুষ ভেবেছিল বিশ্ব এমন মারাত্মক এক মারণাস্ত্র বানানো থেকে হয়তো বিরতই থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো–সেসব অস্ত্রের প্রাণ সংহারী ক্ষমতা বাড়াতে তারা আরও তৎপর হয়েছে। আর নিশ্চিতভাবেই বিশ্ব সামগ্রিক ধ্বংসলীলা সাধনকারী মারণাস্ত্রের উন্নত সংস্করণ উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার দৌড় ছুটেই চলছে।

যুদ্ধে পরাজিত শক্তিকে অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলা শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখতে বিজিত জাতির ওপর অযৌক্তিক বাধ্যবাধকতা আরোপ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তদুপরি শান্তি স্থাপনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধে অগ্রগামীদের গোলাবর্ষণ অবিলম্বে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। কোন বাহানা যেন খুঁজা না হয়, আবার এমন শর্ত যেন আরোপ করা না হয় যা কোন জাতি সত্তার জন্য অবমাননাকর। কেননা এমনটি করা হলে তা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোন

জাতিকে অবদমিত করায় সাময়িকভাবে সফল হওয়া গেলেও এমন সময় অবশ্যই আসে যখন তাদের আত্মমর্যাদা জাগ্রত হয় আর পুরনো সেই ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ পুনরায় শুরু হয়ে যায়।

বিজিত জাতিগুলো যাতে পুনরায় মাথা চাড়া দিতে না পারে সেজন্য বৈষম্যসূচক এমন শর্ত কেবল আগ্রাসী জাতিই চাপিয়ে দিতে পারে। এভাবে বিজিত জাতিগুলোর মাঝে এতটা ভীতির সঞ্চার করে দেয়া হয় যে তারা বিজয়ীদের অনুমতি ছাড়া আর কোন একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা সবাই প্রকারান্তরে বিজয়ীদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এ সুযোগে বিজয়ী জাতি বিজিতদের ওপর খবরদারী ও শোষণ চালাতে সক্ষম হয়–আর বাস্তবে হয়ও তা-ই। এজন্যই ক্ষমতা দখলের পর আগ্রাসীরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিজিত দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় গুপ্তচর বৃত্তি চালায়।

অন্য দেশ বা জাতির সম্পদের প্রতি লালসা করো না

আজকাল ভিন দেশের সহায়-সম্পদ থেকে ক্ষমতাধর কিছু রাষ্ট্র নিজেদের ফায়দা লুটে নেয়ার শক্তি রাখে। এজন্য তারা নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন যে পার্থিব লোভ লালসা তোমাদের যুদ্ধের কারণ হওয়া উচিত নয়। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন,

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

অর্থাৎ বিস্ফারিত নয়নে তাদের দিকে তাকাইও না – স্বল্প মেয়াদ কাল উপভোগ করতে আমরা কতিপয় শ্রেণীকে সুযোগ দিয়ে থাকি'। (১৫ ঃ ৮৯)

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ শিক্ষা দেন যে পার্থিব এই সম্পদ ক্ষণস্থায়ী বৈ কিছু নয়। প্রতিনিয়ত তোমরা তা প্রত্যক্ষও করছ। তোমরা যদি তা লাভও করো তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো এই সম্পদ বিলীন হয়ে যায় আর কেবল বিলীন-ই হয় না বরং এক আলোড়ন ও নিরন্তর এক অশান্তি পিছনে ছেড়ে যায়। এজন্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক দেশ ও জাতির নিজস্ব সম্পদের উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কল্যাণ লাভে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যের বিত্ত-বৈভবের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে হাত বাড়ানো মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলাম–সমরে শান্তিতে

সংক্ষেপে একজন মুসলমানের যুদ্ধে লিপ্ত হবার অনুমতি নেই, যদি না তা এমন লোকদের বিরুদ্ধে হয়, যারা আল্লাহ্র দ্বীন পালনে ও প্রচারে বাধা দেয় অথবা বিশ্বে শান্তি বিনাশের কারণ হয়। শান্তি বজায় রাখতে এটা অনুপম সৌন্দর্যমন্ডিত শিক্ষা নয় কী?

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে আরও বলেন,

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

অর্থাৎ তারা সন্ধির জন্য হাত বাড়ালে তুমিও এর জন্য হাত বাড়িয়ে দাও। এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ (৮ ঃ ৬২)।

সুতরাং এটা হলো ইসলামী শিক্ষা। চরমপন্থী মতাদর্শের কোন স্থান এখানে নেই। ইসলামী শিক্ষার আলোকে খুবই বিশ্বস্ত এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সর্বদা এই শিক্ষা দিতেন যে তারা যেন গায়ে পরে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা না করে, সর্বদা তারা যেন আল্লাহ্ তাআলার কাছে শান্তি ও সাহায্য যাচনা করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার অতুলনীয় সুন্দর শিক্ষা এটি, যার সমকক্ষ কিছু নেই।

সর্বাবস্থায় সবার প্রতি ন্যায় বিচার

ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে মহান আল্লাহ্ তাআলা খুবই মর্যাদাপূর্ণ এক উচ্চমান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুসলমানরা যাতে সেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে এ জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কক্ষনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায় বিচার কর। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত (৫ : ৯)।

বৈরীতার বিলোপ সাধন করে সামনে এগিয়ে যেতে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এ শিক্ষা অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব সম্পন্ন ও ফলপ্রসূ। নিজ আত্মীয়-স্বজন বা আপনজনদের সাথে করা একই ব্যবহার ন্যায় বিচারের চাহিদা পূরণে শত্রুদের সাথে করাটা নিশ্চয়ই অসম্ভব কঠিন এক কাজ। তবুও ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করছে যে, সেই আদর্শ ও নমুনাই মহানবী (সা.) স্থাপন করে গেছেন। এমনকী তিনি (সা.) তাঁর শত্রুদের অভাব-অভিযোগের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

মহানবী (সা.) এর মানব-দরদ ধৈর্য ও সহমর্মিতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর মক্কায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মুসলমানরা যখন মক্কায় বসবাস করতো আড়াই বছর ধরে মক্কাবাসী কাফিররা তখন মুসলমানদের খাদ্য ও পানি সরবরাহ নির্মমভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও মহানবী (সা.) মক্কার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিলেন।

আরেকবারের ঘটনা, আরবের এক গোত্র প্রধান ইসলাম গ্রহণ করেছিল, সে মক্কায় হজ্জ পালন করতে থাকা কালে তাকে

আটক করার পর মারধর করে বন্দী করা হয়। পরে মক্কার কয়েকজন নেতার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। নির্যাতিত ওই গোত্রপ্রধান যে এলাকায় বসবাস করত সেখান থেকে খাদ্য শস্য নিয়মিত ভাবে মক্কায় আসতো, মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মক্কায় আর কোন খাদ্য শস্য পাঠানো হবে না। নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে সেই গোত্রপ্রধান মক্কায় খাদ্য শস্য প্রেরণ পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। ফলে মক্কায় খাদ্য-শস্যের ঘাটতি দেখা দিল। মক্কাবাসীরা মহানবী (সা.) এর কাছে এসে বললো, "তাকে নির্দেশ দিন-খাদ্য শস্য পাঠানো যেন সে বন্ধ না করে।"

মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসীরা বৈরী ও শত্রুতামূলক আচরণ করা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) বার্তা পাঠালেন যে, ওই গোত্র প্রধান যেন খাদ্য শস্য প্রেরণ বন্ধ না করে। এটা হল সেই শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন যা ঘোষণা করে "কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায় পন্থা ভিন্ন অন্য কিছু অবলম্বন করাতে না পারে"। অতএব, এই হলো পবিত্র কুরআনের নীতিমালা আর এটাই হলো মহানবী (সা.) এর প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত।

সন্ত্রাসবাদ- ইসলামের বিরুদ্ধে কেন এ অভিযোগ

এত সব নমুনা ও আদর্শ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপত্তি হলো-পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.) চরম পন্থা অবলম্বন করা আর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটানোর শিক্ষাও দেয় (!) পড়ালেখা জানা সুশীল ও শিক্ষিত সুধীজন এমন কথা কী করে বলতে পারে? ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীনতা ও অজ্ঞতাই এমন বিরূপ মন্তব্যের কারণ হতে পারে।

ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে হিংসা বিদ্বেষ পুষে রাখার কারণে তারা এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে চাননা আর এরাই সেই সব লোক, যারা শান্তি বিঘ্নিত করার হোতা হয়ে থাকেন।

সন্ত্রাসীরা ইসলামকে বিকৃত করে

'ইসলাম' এর প্রকৃত চেহারা বিকৃত করছে কতিপয় সন্ত্রাসী দল আমি এটা মানছি। তাদের সে সব কার্যকলাপ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী যদিও তারা ধর্মযুদ্ধের নামে হত্যাযজ্ঞ চালাতে পবিত্র কুরআনের সমর্থনের ধুঁয়া তুলে থাকে। কিন্তু তারা জিহাদের সাথে অখন্ডরূপে একাত্ম শর্তাবলীর কথা একেবারেই ভুলে বসে আছে।

আত্মঘাতী হামলা চালানো পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে বেসামরিক জনগণের জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অনুমতি থাকলেও তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেশীয় সরকারের, কতিপয় সংস্থা গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বিশেষের নয়। এজন্য তারা যা করছে তা জিহাদ নয় বরং সন্ত্রাস।

কোন ধর্মের ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় সে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার আমলী নমুনা-আদর্শ

কোন ধর্মের সত্যাসত্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ পন্থা এটাই যে, সেই ধর্মের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শের নমুনা দেখা উচিত। বহুকাল পর যারা মান্য করেছে তাদের কার্যকলাপকে বিচারের মানদন্ডের ভিত্তি রূপে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে না।

জিহাদঃ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

কথিত জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার কতিপয় শিক্ষা আমি আবারও উপস্থাপন করছি যা ইতোপূর্বেও বর্ণনা করেছি।

সেই শিক্ষা যার অংশবিশেষ আমি উল্লেখ করে এসেছি তা ইসলামেরই প্রকৃত শিক্ষামালা। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবে সঠিকরূপে উপস্থাপন করেছেন যাতে বিশ্ব তার স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হয় আর পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহ সৃষ্টি করে এ পৃথিবীটাকে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত এক বিশ্বরূপে গড়ে তুলে।

মোল্লারা বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রচারণা চালায়

আপনারা অবগত আছেন ভারতীয় উপমাহাদেশ এক দীর্ঘকাল বৃটিশ রাজত্বের শাসনাধীন ছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মসীহ্ ও ইমাম মাহদী-র দাবী করে এ জামা'ত সেই যুগে প্রতিষ্ঠা করেন, যখন বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্ব তুঙ্গে অবস্থান করছিল। ভারতীয় উপমাহাদেশ জুড়ে বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় আর তারা এ জামা'তের বিরুদ্ধেও ব্যাপকভাবে বিষোদগার করে।

মোল্লারা ঘৃণা বিদ্বেষপূর্ণ শিক্ষা দেয়

সে যুগেও কট্টর মুসলমান-মোল্লারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন দিতে তাদের মসজিদগুলো ব্যবহার করতো।

একের পর এক তারা বিদ্রোহের চেষ্টা চালিয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অস্থিরতা সৃষ্টিতে তারা উৎসাহ যুগিয়েছে।

এতসব ঘটবার পরও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবী যে মহানবী (সা.) কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাদানেই তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন যথা সময়ে, আর সেই মহাপুরুষের আবির্ভূত হওয়া নির্ধারিত ছিল খ্রীষ্ট ধর্ম সহ অন্যান্য ধর্ম পুস্তকেও এবং অন্যান্য ধর্ম সাহিত্যেও। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর জামা'তকে উপদেশ দান করে ঘোষণা দিয়েছেন যে, সন্দেহ নাই এই বৃটিশ সরকার খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সরকার। তবে বাস্তবতা হলো এ সরকার তার নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে। অতএব এর বিরুদ্ধে চরম কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা নীতি-সিদ্ধ নয়, সেজন্য জিহাদের নামে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা বৈধ নয়।

খ্রীষ্ট ধর্ম বনাম ইসলাম-এর ওপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে ব্যাপক মুবাহেসা (তর্কযুদ্ধ) হয় এবং সে সব তর্কযুদ্ধের কথা

তাঁর রচনায় বর্ণিত রয়েছে। তিনি সর্বদা ইসলামের অনুপম ও মনোরম তাৎপর্যময় শিক্ষার প্রতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন গভীর মমতায় ও বিনয় এবং প্রজ্ঞার সাথে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বৃটেনের রানী ভিক্টোরিয়াকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন

রানী ভিক্টোরিয়া তার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উৎসব পালনকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জীবিত ছিলেন। সেই উৎসব উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বৃটেনের রাণীকে অভিনন্দন জানান সেই সাথে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করার রূপরেখা বাতলে দেন। বৃটিশ সরকারের ন্যায় ভিত্তিক শাসন পরিচালনার নীতিকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের শাশ্বত নীতি গ্রহণের আহ্বান জানান। বৃটিশ শাসনাধীনে তাঁর অনুসারীদের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার নির্দেশটি তিনি (আ.) কোন ভয়-ভীতির জন্য দেননি বরং তা ছিল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও নীতিমালারই বাস্তব প্রতিফলন।

এ প্রসঙ্গে তাঁর লিখনী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করছি।

তিনি বলেছেন,

"ঈসা মসীহ্-এর নাম নিয়ে এ ধরাধামে আবির্ভূত-দোয়ায় অবনত এই অধম, ভারতের এই মহারানীর রাজত্বকাল পেয়ে গর্বিত। আরও গর্ব অনুভব করছি দুই জাহানের নেতা মহানবী (সা.) এর সাথে সাদৃশ্য লাভ করার কারণে, যেভাবে তিনি (সা.) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ নও শেরওয়াঁ-র রাজত্বকাল পেয়ে গর্ব অনুভব করতেন তেমনি মান্যবর রাণী হীরক জয়ন্তী পূর্ণ করায় এবং তাঁর রাজত্বকালে প্রজা কূলের সাথে তাঁর কৃত দয়ার কথা স্মরণ করে এই অধমও গর্ব বোধ করছি।

মাননীয় রানীর রাজত্বকালের হীরক জয়ন্তীতে তার বদান্যতার কথা প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত। সেই সাথে তার মঙ্গল কামনা করে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে কোন প্রীতি উপহার দেয়া উচিত।

যাহোক, আমি পর্যালোচনা করে দেখলাম এ দায়িত্ব আমার কাঁধেই বেশী বর্তায়। খোদা তাআলা আমার প্রতি এ অনুগ্রহ করেছেন যে, এই ঐশী কার্যক্রমের জন্য আমি মহানুভব রানীর শান্তিপূর্ণ শাসনকাল পেয়েছি। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এমন এক স্থানে আবির্ভূত করেছেন আর এমন এক যুগে আবির্ভূত করেছেন যখন মহানুভব রাণীর সাম্রাজ্য জনগণের জীবন, ধন-সম্পদ আর মর্যাদা রক্ষায় ইস্পাত কঠিন এক দূর্গ। আমার ওপর অতি গুরু এক দায়িত্ব ন্যস্ত আর আমি অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতা এভাবে প্রকাশ করব যে, এই রাজত্বকালে আমরা যেমন শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করতে পারছি তেমনি সত্যের বাণী নির্বিঘ্নে প্রচারও করতে সক্ষম হচ্ছি" *[তোহফায়ে কায়সারীয়া, পৃষ্ঠা ৩]*।

তোহফায়ে কায়সারীয়া নামে পুস্তকটি রচনা করে তিনি রাণীকে উপহার হিসেবে তা পাঠিয়ে দেন। এতে উপরোক্ত সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

আন্ত-ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকারী মৌলিক নীতিমালা

সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের মাঝে বিদ্যমান ঘৃণা-বিদ্বেষ, হিংসা ও হানাহানির পরিসমাপ্তি ঘটাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন-

"সুতরাং এই নীতিমালা সবচেয়ে উপযোগী ও কল্যাণমন্ডিত, আর এটাই শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি যে আমরা ওই সব মহাপুরুষকে সত্য বলে মেনে নেবো যাঁদের আনীত ধর্মের মূল গভীরে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের যোগদানে যা এক পরিপক্কতা লাভ করেছে। এটি অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণতাপূর্ণ কল্যাণকর এক নীতি। সমগ্র বিশ্বে এ নীতি প্রতিপালিত হলে হাজারো বিশৃংখলা ও ধর্মীয় অবমাননা যা সাধারণ জনগণের শান্তিকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, বাষ্পের ন্যায় তা উবে যাবে। এটা অবশ্যম্ভাবী যে, অন্য ধর্মের অনুসারীদের আধ্যাত্মিক নেতাকে যারা যুক্তির মার প্যাঁচে প্রকৃতই একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক জ্ঞান করে, তারাই বহু দ্বন্দ্ব সংঘাতের হোতা এবং সুনিশ্চিত ভাবে তারা ধর্ম অবমাননার অপরাধে দোষী। তারা নবী বিশেষের বিরুদ্ধে এত জঘন্য ভাষা ব্যবহার করে যে, তা চরিত্র হননের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় আর এভাবে তারা সাধারণ মানুষের সুখ-শান্তিকে বিনাশ করে ছাড়ে, যদিও তাদের মনগড়া সেসব কথা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক। আর তাদের অসৌজন্যমূলক অশালীন ভাষার কারণে তারা আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে নির্দয় ও নিষ্ঠুর।

এই নীতি খুবই আকর্ষণীয় এবং শান্তি-সঞ্চারী আর এটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বীজ উপ্ত করে এবং নৈতিকতার মানকে বাড়িয়ে দেয়। আমাদের উচিত, বিশ্বে আবির্ভূত সব নবী রসূলদের সত্য বলে জানা ভারতে, পারস্যে বা চীনে যেখানেই তারা অবতীর্ণ হোন, কেননা আল্লাহ্ তাআলা লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে তাদের মাহাত্ম্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের ধর্মের মূলকে দৃঢ়তা দান করেছেন। ফলে তাদের সে সব ধর্ম শত শত বছর ধরে চলে আসছে।

এই হলো মূলনীতি যা পবিত্র কুরআন আমাদের শিখিয়েছে। যেমন-

এই নীতিমালার আওতায় প্রত্যেক ধর্ম ও তার প্রতিষ্ঠাতাকে বা সেই ধর্ম পালনকারীদের নেতাকে আমাদের সম্মান করতে হবে-

হোক তিনি হিন্দু ধর্মের নেতা, বা পারসীয় ধর্মের, বা চীনা ধর্মের অথবা ইহুদী বা খ্রীষ্ট ধর্মেরই হোন না কেন-কিন্তু দুঃখজনক হলো আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের সাথে তদনুরূপ আচরণ করে না" *(তোহফায়ে কায়সারীয়া, পৃষ্ঠা ৭)*।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, 'ওই সব লোক যারা এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে অন্যদের নবীগণকে তারা মিথ্যাবাদী বলে মনে করে এবং তাঁদের সম্পর্কে মন্দ কথা বলতেই থাকে, এরা সর্বদাই সহাবস্থানে থেকে শান্তিতে বসবাস করার ঘোরতর শত্রু। এর কারণ, জনমান্য সাধকবৃন্দের অবমাননা করার চেয়ে হীনতর কর্ম আর কিছুই নেই'।

নবীগণের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার নাম বাক স্বাধীনতা নয়

এ যুগে যেসব লোকেরা মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি অবমাননাকর

মতামত ছড়ায় বা ছড়ানোতে উৎসাহ জোগায়, নিঃসন্দেহে তারা শান্তির বিনাশ ঘটায়। এটার নাম চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা নয়, বাক স্বাধীনতাও নয়, বরং এটা অন্যের আবেগ অনুভূতি নিয়ে খেলা করা। যার ফলে শান্তি বিনষ্ট হয়।

জিহাদের স্বরূপ তুলে ধরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

'দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট, যার জন্য আমি আবির্ভূত হয়েছি, তাহলো কতিপয় অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের যে ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার সংস্কার ও সমাধান করা। তাই, আল্লাহ্ তাআলা আমায় বুঝিয়েছেন যে জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা পবিত্র কুরআনের প্রদত্ত শিক্ষার পরিপন্থী।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে পবিত্র কুরআনে যুদ্ধ করবার অনুমতি রয়েছে। এটা এই বাস্তবতায় নির্দেশিত হয়েছে যে, অন্যায়ভাবে তরবারি দিয়ে যারা আক্রমণ করেছে, বিনা কারণে মুসলমানদের খুন করেছে আর মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের চরম পথ বেছে নিয়েছে, তাদেরকে তরবারী দ্বারা হত্যা করো। তথাপি এই শাস্তি মুসা (আ.) এর করা যুদ্ধের ন্যায় ততটা ভয়ঙ্কর নয়' *(প্রাগুক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০)*।

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন–

'আমাদের নবী (সা.) এর যুগে ইসলামী জিহাদের মূল কারণ, আল্লাহ্-র ক্রোধ জাগিয়ে দিয়েছিল ওই সব লোকেরা, যারা নির্দয় হামলা চালিয়েছিল এমন লোকদের ওপর, যারা তোমাদের মত–মাননীয় রানীর সাম্রাজ্য সদৃশ এক দেশে ন্যায় পরায়ণ সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতো। এজন্য এমন এক সুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করাকে কোনক্রমেই জিহাদের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না বরং এটা লজ্জাস্কর চরম বর্বরতা। যে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মুক্ত অবস্থায় পুরোপুরি শান্তিতে বসবাস করা যায়, যার শাসনাধীনে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায়, সেই সরকারের বিরুদ্ধে অসৎ অভিপ্রায় কার্যকর করার ইচ্ছা হবে অপরাধ, জিহাদ নয়...। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এই নীতির ওপর আমায় দন্ডায়মান করেছেন যে বৃটিশ সরকারের ন্যায় প্রজা সাধারণের কল্যাণকামী এক সরকারের আনুগত্য করতে হবে আর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। অতএব, আমি এবং আমার জামা'ত এই নীতিতেই রয়েছি' *(প্রাগুক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১১)*।

আহমদীয়াত ইসলামের আহ্বান

এটা হলো সেই শিক্ষা যা পবিত্র কুরআনের আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের দিয়েছেন। এই শিক্ষা আমাদেরকে ওই মহান ব্যক্তি দান করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা যাঁকে এই যুগে মসীহ্ মাহদী রূপে প্রেরণ করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পাঠিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে যারা আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা ও আদর্শের বিষয়ে সচেতন, আমি আশা করি যে তারা এর সাক্ষী হবেন যে 'আহমদী মুসলিম আর অ-আহমদী মুসলিম'-এ দু'য়ের মধ্যে খুবই সুস্পষ্ট এক পার্থক্য রয়েছে, আর সেই পার্থক্য অবশ্য অন্যান্যদের সাথেও আহমদীদের রয়েছে।

যেহেতু, শান্তি ছাড়া অন্যকিছু আমাদের প্রত্যাশিত নয়, তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা হলো মানবজাতি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলাকে শনাক্ত করুক। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা আফ্রিকা, ইউরোপ আর দুই আমেরিকাতে এবং বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলেও অত্যন্ত কর্মতৎপর রয়েছি।

মানবতার সেবা

মানবতার সেবা হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। অধিকন্তু, পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশী না হয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বরং নিঃস্বার্থ সেবা দান করে থাকে। আমরা তো কারো প্রশংসা পাবার ব্যাপারেও আগ্রহী নই। জামা'তের মধ্যে বিদ্যমান এই উন্নত মনোবলের কারণ এ জামা'ত খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় সুশৃংখলরূপে সজ্জিত আর এই খিলাফত সর্বদা জামা'তের সদস্যদের বর্ণিত এই সব শান্তিপূর্ণ নীতিমালার সাথে জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে এই অনুপম শিক্ষামালা প্রতিষ্ঠিত করতেই প্রেরণ করেছেন।

অন্য কথায় –

"ভালবাসা সবার তরে
***ঘৃণা নয় কারো 'পরে"*।**

আজকের এযুগে–এটি এক সস্তা কথা নয় যা আমরা কেবল হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছি বরং শান্তির এই অমোঘ বাণী কার্যকর করতে আমরা প্রকৃতই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কানাডার জন্য দোয়া

এখন দোয়ার সাথে আমি শেষ করছি। মুসলমান ও অমুসলমান সবাই নিজ নিজ অন্তরে তাদের সৃষ্টিকর্তার ভয় লালন করে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। সেই সাথে আমি কানাডা সরকার এবং কানাডার জনগণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যারা সকল ধর্মের সব মানুষকে প্রসারিত বক্ষে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিচ্ছেন। এখানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন এবং তারা ধর্ম পালনে যেমন স্বাধীন তেমনি খোলাখুলিভাবে তারা তা প্রকাশও করতে পারছেন।

কানাডার সংকীর্ণতামুক্ত বহুমাত্রিক এই সমাজব্যবস্থা যাতে বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস ও মতাদর্শের জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারছে, তা দেখে আমার পূর্বসূরী চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) কানাডা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন আর তিনি (রাহে.) তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা এভাবে ব্যক্ত করেন যে, ***"গোটা বিশ্ব কানাডা হয়ে উঠুক অথবা কানাডাই হোক সমগ্র বিশ্ব"***।

আল্লাহ্ তাআলা এই মান বজায় রাখার তৌফীক আপনাদের দান করুন। আপনারা, কানাডার জনগণ ও সরকার ন্যায় বিচারের এই মান সমুন্নত রেখে এগিয়ে যান আর প্রসারিত বক্ষের নমুনা প্রদর্শন করতে থাকুন, আর এর ফলস্বরূপ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বারি আপনাদের ওপর বর্ষিত হতেই থাকুক।

[কানাডা জামা'তের ওয়েবসাইড থেকে প্রাপ্ত ইংরেজী টেক্সট অবলম্বনে]

'বাদশাহ তোমার বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবে'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পবিত্র সাহচর্য দান করছেন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে

ঘানার প্রেসিডেন্ট: আনুষ্ঠানিককতা নয় খিলাফতের আশিসে তৃপ্ত আন্তরিক অভ্যর্থনা

হুযূর (আই.) এর সাথে কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পার

হুযূর (আই.) এর সাথে কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী

হুযূর (আই.) এর সাথে তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট

হুযূর (আই.) এর সাথে বরকিনাফাসুর প্রেসিডেন্ট

হুযূর (আই.) এর সাথে তানজানিয়ার প্রধানমন্ত্রী

হুযূর (আই.) এর সাথে জিব্রাল্টার এর গর্ভনর

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর পবিত্র সাহচর্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

হুযূর (আই.) এর সাথে সিয়েরালিওনের প্রেসিডেন্ট

হুযূর (আই.) এর সাথে মরিশাসের প্রেসিডেন্ট

হুযূর (আই.) এর সাথে মরিশাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট

হুযূর (আই.) এর সাথে বেনিনের প্রেসিডেন্ট

হুযূর (আই.) এর সাথে বরকিনাফাসুর প্রধানমন্ত্রী

হুযূর (আই.) এর সাথে উগান্ডার প্রেসিডেন্ট

হুযূর (আই.) এর সাথে মরিশাসের উপপ্রধানমন্ত্রী

হুযূর (আই.) এর সাথে কানাডার বর্তমান প্রেসিডেন্ট

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর পবিত্র সাহচর্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

অস্ট্রেলিয়া

হুযূর (আই.) এর সাথে জিম কেরিজিয়ানিস, জনপ্রতিনিধি, কানাডা

হুযূর (আই.) এর সাথে ফিজির প্রেসিডেন্ট

হুযূর (আই.) এর সাথে বিচারপতি শামসুদ্দিন

হুযূর (আই.) এর সাথে জিন পিয়ার, মেয়র-সেইন্ট প্রিক্স, ফ্রান্স

হুযূর (আই.) এর সাথে কানাডিয়ান পুলিশ কর্মকর্তা

হুযূর (আই.) এর সাথে সাবেক মেয়র এবং বর্তমান এম.পি., কিসুম, পূর্ব আফ্রিকা

হুযূর (আই.) এর সাথে কপটিক চার্চ নেতা, পূর্ব আফ্রিকা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুধী সমাবেশ ও প্রীতি ভোজে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পবিত্র সান্নিধ্য দান করছেন

লন্ডনের মার্ডেনে বায়তুল ফুতূহ কমপ্লেক্সের হলরুমে

ফিজি

কেনিয়ার মুম্বাসায়

অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে প্রীতিভোজ

কেনিয়ার এলডোরেটে

ইউ.কে.-তে সম্প্রীতি সম্মেলন '০৯

ইউ.কে.-তে তবশীর আয়োজিত ভি.আই.পি. প্রীতিভোজ

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে সম্প্রীতি সম্মেলন

শিক্ষা বিস্তারে ও মানব সেবামূলক কাজে আশিস দান করছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

পূর্ব আফ্রিকার কিসুমুতে আহমদীয়া ক্লিনিক পরিদর্শন করছেন

ফ্রান্সে শিশুদের সরাসরি কুরআন পাঠ শেখাচ্ছেন

পূর্ব আফ্রিকার কারিবু-তে মেডিকেল সেন্টার পরিদর্শন করছেন

হল্যান্ডে শিশুদের হাতে কলমে শেখাচ্ছেন

কেনিয়ার আহমদীয়া ক্লিনিক পরিদর্শন করছেন

শিশুদের তরবিয়তী ক্লাসে আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম শেখাচ্ছেন

পূর্ব আফ্রিকার মুম্বাসায় শিশুদের তরবিয়তী শিক্ষা দান করছেন

ভারতের কাদিয়ানে শিশুদের শিক্ষা ও আশিস দান করছেন

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com